ভ্রান্তি-বিজয়।

প্রথম ভাগ।

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

জিলা হাওড়া, পোঃ আন্দুলমৌড়ী, ঝুলে গ্রামস্থ
নীজ বাটী হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)।

কলিকাতা
২৫।১এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থিত
ললিত প্রেসে
শ্রীললিতমোহন রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২১ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ১।০ মাত্র

ভ্রান্তি-বিজয়।

ব্রাহ্মণ-কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ—ব্রাহ্মণ-নির্ণয়।

মনু সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্ট-প্রকরণে বর্ণিত আছে—যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি যোগমাত্র গ্রাহ্য, অবয়ববিহীন নিত্য এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি সম্পন্ন হইবে—এই ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া, আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটা অণ্ড হইল; ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই অব্যক্ত নিত্য সৎ ও অসৎ একীভূত কারণ অর্থাৎ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে পুরুষ, তিনি ব্রহ্মা নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম্যপরিমিত এক বৎসর কাল বাস করিয়া অণ্ড দ্বিধা হউক, মনে করিবামাত্র সেই অণ্ড দ্বিধা হইল।

তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ, অধঃ খণ্ডে পৃথিবী, মধ্যভাগে ব্যোম, অষ্টদিক্ এবং চিরস্থায়ী সমুদ্ররূপে জলাধার প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভূলোকাদি প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, ঊরু, পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপন শরীরকে দুইখণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন; ঐ উভয়ের—পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃজন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদের জন্ম হয়।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সৃষ্টি-প্রকরণেও অণ্ড-বিবরণ এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম এবং তাঁহার মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি-প্রকরণেই এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা :—

"মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥
বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ॥
বিশোবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোলোকবৃত্তিকরী বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবোবার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বেদেও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যাঁহারা যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা সেই রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। নতুবা শ্রীভগবানের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ শুভাশুভ কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে ; কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের কর্ম্ম সম্ভবে না, অতএব কর্ম্মফলের অস্তিত্ব ছিল না। তাহা হইলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে--কেহ কেন ব্রাহ্মণ, কেহ কেন ক্ষত্রিয়, কেহ কেন বৈশ্য, কেহই বা কেন শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ? পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। মহর্ষি নারদ মান্ধাতাকে উপদেশ দেন, যথা :—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড।

অর্থাৎ পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া রক্তাঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা গোপালনে নিযুক্ত কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ হেতু বৈশ্য হইলেন; যাঁহারা হিংসারত এবং অনৃতপ্রিয় ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন। যাঁহারা জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচার-পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্য-রত, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্ ও তপোনিষ্ঠ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

মহাভারতের আজগার পর্ব্বাধ্যায়ে শাপভ্রষ্ট সর্পরূপী রাজা নহুষের প্রশ্নে মহারাজ যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ॥
শূদ্রেতু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তৎ শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

মহাভারতীয় বন-পর্ব্বান্তর্গত আজগার পর্ব্বাধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ "সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্য, তপস্যা, ঘৃণা এই সকল গুণ যাহাতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। লোকে শূদ্র

হইলেও শূদ্র হয় না, অথবা ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।"

শ্রুতিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইবার যে কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্যষ্টি সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বদেবের বিরাটরূপ। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ সুতরাং তাঁহারা মুখজাত, ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে শান্তিরক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার বাহুজাত, বৈশ্যগণ উরু অবলম্বনে নানা দিগ্‌দেশাদি ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে বলিয়া ব্রহ্মার উরুজাত, শূদ্রগণ উক্ত তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষাদি করে বলিয়া ব্রহ্মার পাদোদ্ভূত, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপে যে কর্ম্মদ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছে তাহাই প্রতীতি হয়।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে। তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণ স্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম কিং জীবঃ? কিং দেহঃ? কিং জাতিঃ? কিং বর্ণঃ? কিং ধর্ম্মঃ? কিং পাণ্ডিত্যং? কিং কর্ম্ম? কিং জ্ঞানমিতি বা?

"ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু" এইরূপ শাস্ত্রীয় বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণের বিষয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি বস্তু তাহা এস্থলে বিচার্য্য। ঐ যে ব্রাহ্মণ শব্দ, উহা কাহার নির্দ্দেশক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? বর্ণ কি ব্রাহ্মণ? অথবা জ্ঞান কি ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা যায়?

তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্যাপি জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যোজীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদি দেহ সম্বন্ধে অন্যবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি

চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব নতু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তী-ত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্যব্রাহ্মণ চিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহনিষিদ্ধৈক পংক্তিভোজনৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তি কেন বাধ্যতে তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অর্থাৎ যদি বলা যায়, যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ, তবে তাহাতে নানাপ্রকার দোষ ঘটে। প্রথমতঃ, সকল লোকের জীবাত্মা একরূপ ইহা স্বীকার করিলে, সকল লোকের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, দেহভেদে জীবাত্মা, ব্রাহ্মণ, ইহা স্বীকার করিলে এই জন্মে যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্রাদি দেহপ্রাপ্তে তাঁহার শূদ্রত্বাদি তবে না হউক। তৃতীয়তঃ, যে দেহ ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই দেহে যে জীবাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ যদি এরূপ বলা যায়, তবে ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হইল, পরমার্থতঃ কিছুই নহে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর অজ্ঞাত-জাতিকুল ব্রাহ্মণ-বেশধারী ও ব্রাহ্মণরূপে পরিগৃহীত কোন শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন ও উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা করিলে যে পাপোৎপত্তি হয় তাহা কে দূর করিবে? অতএব জীবাত্মা ব্রাহ্মণ নহেন।

দেহোব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্ব-মাপদ্যেত মূর্ত্তিত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্বেন চ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ অপিচ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃ শরীর দহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি বলা যায় যে দেহ ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আচণ্ডাল সকল মনুষ্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যেহেতু মূর্ত্তিতে এবং জরামরণাদি ধর্ম্মানুসারে সকল

দেহ তুল্যভাবাপন্ন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণের আয়ুঃ একশত বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক এবং শূদ্রের আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক এরূপ নিয়ম নাই যদ্দ্বারা অন্য দেহ হইতে ব্রাহ্মণ-দেহের বৈলক্ষণ্য অবগত হওয়া যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ বলিলে পিতামাতার মৃতদেহ দাহ করিলে পুত্রগণের ব্রহ্মহত্যা পাপ উৎপাদিত হয়। অতএব দেহ কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যোঽপি ক্ষত্রিয়াদ্যাবর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি কিন্ত্বেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদিচ জাতি-শব্দেন শাস্ত্র-বিহিতং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতি-স্মৃতি প্রসিদ্ধ-মহর্ষীনাম্ ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেতে যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা কোসিব কুসুমস্তবকেন, মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ, অগস্ত্যঃ কলসোদ্ভবঃ, মাণ্ডুক্যো মণ্ডুকোদরোৎপন্নঃ, বশিষ্ঠো বেশ্যায়াং, হস্তিগর্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ, নারদো দাসীপুত্রঃ, শূদ্রাণীগর্ভোৎপত্তির্ভরদ্বাজ মুনেঃ, ব্যাস ধীবরকন্যায়াং, বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়ামিতি এতেষাং তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞান-বিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রুয়তে তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতিও এক একটি জাতিবিশিষ্ট ; কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহা যায় ; অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে যাহার জন্ম হয় সেই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষির অব্রাহ্মণত্ব দোষ সংঘটিত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি মৃগী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পুষ্পস্তবক হইতে কোসিবমুনি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, বশিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র, হস্তিনী-গর্ভে অচর ঋষি, নারদ দাসীপুত্র, শূদ্রাগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, ধীবর কন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনা যাইতেছে। অতএব জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে।

বর্ণেন ব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্ত্বগুণত্বাৎ; ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্ত্বরজঃ-স্বভাবাৎ; বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃ-প্রকৃতিত্বাৎ; শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাৎ শূদ্রস্তু ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদি বর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি বর্ণ বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এরূপ কহা যায়, তবে সত্ত্বগুণ-নিবন্ধন ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া, সত্ত্বরজঃ-স্বভাব-নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ হওয়া, রজস্তম প্রকৃতি-নিবন্ধন বৈশ্যের পীতবর্ণ হওয়া এবং তমোগুণ-প্রযুক্ত শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত; কিন্তু বর্ত্তমানকালে যেমন, অতীতকালেও তেমন, শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বর্ণ-বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদায়োঽপীষ্টা পূর্ত্তাদি ধর্ম্ম-কারিণো নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃশ্যন্তে তে কিং ব্রাহ্মণো ভবেয়ুঃ? তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব সম্ভবপর হয়, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠারূপে ধর্ম্মকার্য্যের এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ারূপে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং করিবার ক্ষমতা রাখেন, এরূপ অনেক পরিদৃষ্ট হইতেছে, তবে কি তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন? কখনই নহে। অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি জনকাদি ক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষুপলভ্যতে অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি করণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যে কিন্তু নব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি পাণ্ডিত্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় এরূপ বলা যায়, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতির মহাপাণ্ডিত্য শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং এখনও কারণ সত্ত্বে অন্য জাতীয়দিগেরও পাণ্ডিত্যলাভের সম্ভাবনা আছে;

কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যা-দানগজ-পৃথিবী-হিরণ্যাশ্ব-মহিষী-দানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এরূপ বলা যায়, তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান, হস্তী ভূমি স্বর্ণ অশ্ব মহিষ দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন; কিন্তু তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব নাই। অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদি-যত্নশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমাসত্য-সন্তোষবিভবোনিরুদ্ধমাৎসর্য্য-দম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রোব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" ইতি অতএব ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো-নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ তদ্ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি" "সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তীতি" একমেবাদ্বিতীয়ং "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধং। তজ্জ্ঞান তারতম্যেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবৎ পূজ্যপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যবিরচিতে বজ্রসূচী গ্রন্থে প্রথম নির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ।

অর্থাৎ—কিন্তু করতলন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় পরমাত্মা সত্বাতে যিনি কৃত নিশ্চয় হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন এবং যিনি শমদমাদি সাধনে যত্নশীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্ কেবল তিনিই ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়েন, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন"; অতএব যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই ব্রাহ্মণ, অন্য কেহ নহেন, ইহা নিশ্চয়

হইল। "যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহায় অধিষ্ঠানে স্থিতি করে, জীবলীলার অবসানে যাঁহাতে প্রতিগমন করে এবং অবশেষে যাঁহাতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম"। "সমুদয় বেদ যে পূজনীয় দেবতাকে বন্দনা করিতেছেন," ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়", নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র—এই সিদ্ধান্ত।

পাঠকগণ বুঝিলেন ব্রাহ্মণ কে? ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা বা ব্রাহ্মণ হওয়া কথার কথা নহে।

বিপ্রো বৃক্ষো মূলকং তস্য সন্ধ্যা
বেদাং শাখা ধর্ম্মকর্ম্মাণি পত্রম্ ॥
তস্মান্মূলং যত্নতো রক্ষণীয়ং
ছিন্নে মূলে নৈব পত্রং ন শাখা ॥

বিপ্র বৃক্ষ, সন্ধ্যা গায়ত্রী তাহার মূল, বেদ তাহার শাখা, ধর্ম্মকর্ম্মগুলি তাহার পত্র। অতএব যত্নে মূল রক্ষা কর্ত্তব্য। মূল ছিন্ন হইলে শাখা ও পত্র উভয় নষ্ট হইবে।

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ সংজ্ঞেতি।
সর্ব্বেষাং বেদানাং দ্বৌ ভাগৌ বর্ত্তেতে ॥
মন্ত্রং ব্রাহ্মণঞ্চ।
মন্ত্র ভাগস্য সংহিতেতি নামান্তরং।
ব্রাহ্মণানি প্রসিদ্ধান্যেব ॥" (ঋগ্বেদ-ভাষ্য)

মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ এই উভয় মিলিয়া বেদনাম প্রাপ্ত হয়। সকল বেদেরই ঐরূপ দুই ভাগ আছে। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের নাম সংহিতা।

এতদ্দারায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ বিশেষের নাম। যিনি সেই গ্রন্থে বিশেষ বুৎপন্ন ও কার্য্যকুশল তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। ইহারই নাম কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ। পদ্মপুরাণোক্ত বিধানক্রমে জাত ব্যক্তিগণ কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ না হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ম্মজন্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ হইলেন। অর্থাৎ—

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ং।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথোহদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপাঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

যাঁহারা জাতকর্ম্মাদি ও সংস্কার দ্বারা শুচি, বেদাধ্যায়ী, ষটকর্ম্মান্বিত শৌচাচার-পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতাবলম্বী, সত্যবাদী, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্ ও তপোনিষ্ঠ তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ইহা জানিবে। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৯৬ শ্লোক।

আরও তিনি বলিয়াছেন—

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥

মনু, ১ম অধ্যায়, ৯৫ শ্লোক।

অর্থাৎ দেবতাগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন,

পিতৃলোক সকল যাঁহাদিগের মুখে শ্রাদ্ধাদি প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, এবম্প্রকার ব্রাহ্মণ হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ৫ম কাণ্ডে ১ম অধ্যায়ে ১ম ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মহি ব্রাহ্মণঃ"। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্ম শব্দোৎপন্ন। বৃণ্হ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়ে ব্রাহ্মণপদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব—

সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিভ্যঃ পূতেভ্যঃ সর্ব্বসংস্কৃতৈঃ।
গুরুভ্যঃ সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণেভ্যো নমোনমঃ॥

যিনি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি সংস্কারপূত ও বর্ণমাত্রেরই গুরু এমন ব্রাহ্মণ সকলকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যগণের আদি-নিবাস।

বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বসতি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কোন্ পর্ব্বতকে প্রাচীনকালে মেরু পর্ব্বত কহিত, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের মতে জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতই সুমেরু নামে খ্যাত। উহার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ, উত্তরে রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ (১)। মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মার পুরী এবং ব্রহ্মপুরীর আট দিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পুরী। ব্রহ্মপুরী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। গঙ্গার ঐ চারিধারার নাম—অলকানন্দা, চক্ষু, ভদ্রা এবং সীতা। অলকানন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে পতিত ও সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরে গমন করেন। এই সপ্তধারার নাম নলিনী, প্লাবিনী, হ্লাদিনী, সীতা,

---

(১) জার্ম্মাণ পণ্ডিতপ্রবর ল্যাসেন সাহেবের মতে, উত্তর কুরুবর্ষ কাস্‌পিয়ান সাগরের পূর্ব্বদিকে। বিষ্ণুপুরাণ ও রামায়ণ অনুসারে উত্তর কুরুবর্ষ সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে। সীতার অন্বেষণে উত্তর দিকগামী বানরগণকে সুগ্রীব নিম্নলিখিত উত্তর কুরুদেশের বিবরণ বলিয়াছিলেন :—

চক্ষু, সিন্ধু, ভাগীরথী। প্রথমোক্ত তিন শাখা পূর্ব্ববাহিনী; সীতা, চক্ষু, সিন্ধু পশ্চিমবাহিনী; ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী।

তন্তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগাঃ।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ॥
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥

* * * *

নীলোৎপলৈর্বনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্ব্বতঃ বৃতঃ।
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ॥

* * * *

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামুত্তরেণ চ।
অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রমতি বৈ গতিঃ॥
এতাবৎগমনৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং নজানীমস্ততঃপরম্॥
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
স তু দেশো বিসূর্য্যোপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্মাভির্বিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ।

অনেকের বিশ্বাস যে ইউরোপীয় জাতিগণ পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশ সকল আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে—আর্য্যগণ ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রদেশের বিষয় বিশেষরূপে জানিতেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীনকালে তমসা নদীর তীরবাসী অরণ্যের ফলপত্রভোজী বাল্মীকিমুনি অরোরা বোরিএলিজ (Arora Borealis) উদিচীন আলোকের তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

সীতা, পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিয়া পরে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ হইয়া সমুদ্রে মিলিতা হন। ভদ্রা উত্তর গিরি ও উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে মিলিতা হন। অত-এব তিব্বত দেশের উত্তর এবং চীন দেশের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর নাম সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বত দেবতাদিগের বাসভূমি ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

এইরূপ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হিন্দুকুশ নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বত-মালার নাম পূর্ব্বকালে মেরু পর্ব্বত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে মানবের বসতিস্থান ছিল, ইহা বিষ্ণুপুরাণের মত। স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বসতি করতঃ প্রজা বৃদ্ধি ও রাজ্যশাসন করেন। তৎসময়ে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মরীচির অন্ববায়ে জাত বৈবস্বত মনু সরযূতীরে অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি মানসপুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতাপ্রযুক্ত তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যের বৃদ্ধি না হওয়ায় মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ ও পুলস্ত্য এই দশজন প্রজাপতিকে উৎপন্ন করেন এবং ব্রহ্মা আপন আত্মাকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ হইলেন—তন্মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভুব মনু এবং যিনি স্ত্রী তিনি শতরূপা নামে খ্যাত হন। তাঁহাদের মিথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি হয়। আদিতে নৈকট্য-বিবাহ ভিন্ন প্রজা-বৃদ্ধির উপায় ছিল না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সহজাতা শতরূপাঁকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া মৈথুন ধর্ম্মে প্রসূতি, আকূতি ও দেবহূতি নাম্নী তিন কন্যা উৎ-পাদন করেন।* দক্ষ প্রসূতিকে ও রুচি আকুতিকে গ্রহণ করেন। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভজাত কন্যাগণকে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ গ্রহণ করেন †।

---

* মনোস্তু শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি বিশ্রুতাঃ ॥— ভাগবৎপুরাণ, ৪র্থ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়।

† বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায়।

মনু-কন্যা দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হয়। দেবহূতি হইতে কর্দ্দম মুনির নয়টী কন্যা জন্মে ঐ নয়টি কন্যা নব ব্রহ্মর্ষির পত্নী হয়েন।

দেবহূতি মদাত্তাস্তু কর্দ্দমায়াত্মজাং মনুঃ।
তৎসম্বন্ধি শ্রুতপ্রায়ং ভবতা গদতোমম॥ ১১
দক্ষায় ব্রহ্মপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান মনুঃ।
প্রাযচ্ছৎ যৎকৃতঃ সর্গস্ত্রীলোক্যাং বিততোমহান্॥ ১২
যাঃ কর্দ্দমসুতাঃ প্রোক্তানব ব্রহ্মষিপত্নয়ঃ।
তাসাং প্রসূতি প্রসবং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে॥ ১৩

ভাগবৎ পুরাণ, ৪র্থ স্কন্ধ, ১ম অঃ।

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ব্ভে ১২শ আদিত্য, দিতির গর্ব্ভে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণ বা সুরবিদ্বেষী অসুরগণ; দনুর গর্ব্ভে নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি দানবগণ; দনায়ুর গর্ব্ভে বিক্ষর, বল, বীর, বৃত্র; বিনতার গর্ব্ভে অরুণ ও গরুড়; কদ্রুর গর্ব্ভে মেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গ, কুর্ম্ম, কুলীরক, নাগ এই অষ্ট নাগগণ; কপিলার গর্ব্ভে অমৃত, বিপ্রজাতি, গো, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকুল এই পাঁচ মহানিধি জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা
|
বশিষ্ঠ
|
শক্তি
|
পরাশর
|
ব্যাসদেব

অরুন্ধতীর গর্ব্ভে বশিষ্ঠের ঔরসে শক্তি ঋষির জন্ম হয়, অরুন্ধতী কর্দ্দমঋষির কন্যা। কর্দ্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধার গর্ব্ভে অঙ্গিরাঋষির ঔরসে উতথ্য ও সুরগুরু বৃহস্পতি নামে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ব্ভে দীর্ঘতমা ঋষি জন্ম পরিগ্রহ করেন। যখন মমতা দীর্ঘতমাকে গর্ব্ভে ধারণ

করিয়া পূর্ণগর্ভা ছিলেন, তৎকালে বৃহস্পতি কামাতুর হইয়া মমতাতে উপগত হন; কিন্তু গর্ভস্থ পুত্র পাদদ্বারা গর্ভদ্বার আচ্ছাদন করিয়া বৃহস্পতির বীর্য্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এই অমোঘ বীর্য্য হইতে এক সন্তান জন্মিলেন, ইহাঁরই নাম ভরদ্বাজ। বৃহস্পতি গর্ভস্থ শিশুকে "অন্ধ হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। মমতা ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামি-সকাশে উপস্থিত হইলেন। উতথ্য ঋষি মমতাকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বৃহস্পতিও কহেন, তুমি ইহাকে ভরণ কর; এই শিশু আমাদিগের ঔরস ও ক্ষেত্র-জাত এজন্য ইহাকে দ্বাজ এবং তুমি ভরণ করিবে বলিয়া ইহার নাম ভরদ্বাজ হইল।

আকূতির গর্ভে রুচির ঔরসে যজ্ঞনামা পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞ আপন সহোদরা দক্ষিণাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন;—

দদৌ দক্ষায় প্রসূতিং তথাকূতিং রুচেঃ পুরা।
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ॥
পুত্রোজজ্ঞে মহাভাগঃ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়ান্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায়।

অঙ্গিরা ঋষি মরীচি-তনয়া সুরূপাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন:—

মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নামবিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসো দেবাস্তস্যাঃ পুত্রা দশ স্মৃতাঃ॥

মৎস্যপুরাণ, ১৯৫ অধ্যায়।

এইরূপ বহুবিধ নৈকট্য বিবাহে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল এবং গোত্রের সৃষ্টি হইল ;—

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

গোত্র ও প্রবরের বিবরণ স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বসতিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রজাবৃদ্ধি এবং রাজ্যশাসন করেন ;—

প্রজাপতিপতিঃ সম্রাট্ মনুর্বিখ্যাতমঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীং॥

ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়।

এই স্বায়ম্ভুব মনুবংশে পুরাণ-প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, বেণ, পৃথু প্রভৃতি নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পরে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মরীচির অন্বয়ে জাত বৈবস্বত মনু সরযূনদীতীরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ;—

কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্।
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরৈব পরিনির্ম্মিতা।

বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ।

সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মরীচি বংশ-সমুৎপন্ন। মরীচি-তনয় কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু।

অব্যক্তপ্রভবোব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্যমব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ॥
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥

বালকাণ্ড, ৬৯ সর্গ।

অপুত্রক মনু পুত্রকামনায় যজ্ঞ করেন। তাহাতে ইলা নাম্নী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন। অত্রিনন্দন সোমের ঔরসে বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। সোমাত্মজ বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ এবং পুরূরবা হইতে চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাতে রাজা হন;—

মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুরযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকং॥

বালকাণ্ড, ৬৯ সর্গ।

অযোধ্যা সূর্য্যবংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। মনুর ইলা নাম্নী কন্যা যিনি বশিষ্ঠের তপঃপ্রভাবে পুংস্বলাভ করিয়া সুদ্যুম্ননাম প্রাপ্ত হন, তিনি প্রয়াগের নিকটে দোয়াব দেশে প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজা হন। প্রতিষ্ঠান-পুরী চন্দ্রবংশীয়দিগের রাজধানী ছিল।

সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকাৎ রাজ্যং ন লেভে তৎপিত্রা তু
বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠান-নাম-নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তং।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ১ম অধ্যায়॥

কালক্রমে ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে ভারতের চতুর্দ্দিকে রাজ্যবিস্তার করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল

দেশে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই আর্য্যগণের পবিত্র লীলাভূমি ছিল।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।*
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
তস্মিন্‌দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়॥

অর্থাৎ উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্বদিকে প্রয়াগ, ইহার মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের আচার ব্যবহার সদাচার বলিয়া গণ্য। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন এই ৪টি ব্রহ্মর্ষিদেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু নিকৃষ্ট। এই সকল দেশের ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকলদেশের মনুষ্যগণ নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবে।

---

* দৃষদ্বতী—গাগরানামে পরিচিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারত-গীতা।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈবদক্ষিণং।
বর্ষং যদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

* * * * *

ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যাণাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥

* * * *

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে!
কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন ক্বচিৎ॥
তপাংস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে!
যতোহি কর্ম্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম!
কদাচিল্লভতে জন্তুর্ম্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্যতাম্ কর্ম্মমহীমনন্তে তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥

জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধং।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতেনেন্দ্রিয় বিপ্রহীনাঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ।

সমুদ্রকে দক্ষিণে রাখিয়া হিম গিরিকে মস্তকে ধরিয়া যে বর্ষ অবস্থান করিতেছে—যে বর্ষের নাম ভারতবর্ষ ভরত-সন্ততিরা যথায় বাস করিয়া থাকেন, মুনে! এই সেই লোকে; যে স্থান হইতে লোকে স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য, অন্ত অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্ত্যমানব কর্ম্মভূমির মাহাত্ম্য জানে না। এই ভারতবর্ষের জন্যই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি আদি চারিযুগ কল্পিত হইয়াছে। অপর বর্ষে যুগভেদের প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত লোকের মধ্যে এই স্থানে বসিয়াই তপস্বীজনেরা তপস্যা করিয়া থাকেন, এই স্থানে বসিয়াই যাজ্ঞিকেরা আহুতি দিয়া থাকেন, পরলোকের আদরার্থ (কল্যাণের জন্য) যে কিছু দান কার্য্য, তাহাও এই স্থানেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে যজ্ঞ পুরুষ জানিয়া তৎপ্রীত্যর্থে এই জম্বু দ্বীপের লোকেরাই যজ্ঞ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে—অন্য দ্বীপের ব্যবস্থা এরূপ নহে। মহামুনে! জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবাসীরাই ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া ব্যবহার করে, অপর সমস্ত ভূমি ভোগতৃপ্তির জন্য অবস্থিত রহিয়াছে। জীবগণ হাজার হাজার জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারত ভূমিতে

মানব জন্ম লাভ করিয়া থাকে। দেবতারাও গান করিয়া থাকেন যে,ভারত-বাসীরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য ; কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তিরই হেতু। ভারতের নির্ম্মল নিষ্পাপ লোকেরাই তাহাদের সমুদয় কর্ম্মফল পরমাত্মাস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। স্বর্গপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে আবার কি প্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব—দেবতারা এই কামনা করেন। এহেন ভারতের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষার দোষে দেবদেবী কল্পনামাত্র, সনাতন আর্য্যশাস্ত্র সকল স্বকপোলকল্পিত ও প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি। আরও বলি যাহা কিছু প্রাচীন তাহা ভঙ্গ কর ; জাতীয় সমুদয় সংস্কার, জাতীয় চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ কর ; প্রতীচ্য বিজ্ঞান স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া উন্নতি কামনা কর এই বীজমন্ত্র। আর্য্যগণ জগতের সকল বিষয়ে পথ প্রদর্শক তাহা আর্য্যসন্তান ভুলিয়া গিয়াছে।

ইউরোপের প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীকগণ যখন বন্যজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিত, মিসরদেশে যখন অত্যাশ্চর্য্য পিরামিড প্রস্তুত হয়, তাহার বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার আলোক বিস্তার হইয়াছিল।

"Ere yet pyramid's looked down upon the valley of the Nile, when Greece & Italy, those cradles of European Civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth & grandeur."

History of the British Empire in India

By E. Thornton. Vol. I. page 3.

ভারতের সেই পুরাকালীন জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা ভদ্রতা, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, রণ, বীজগণিত খগোল, ভূগোল, জ্যোতিষ, সদাচার, সহৃদয়তা ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অক্ষর ও লিখনপ্রণালী, ভাষা ও ব্যাকরণ সকল বিষয়েই ভারতের নিকট নব্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভাষিত ইউরোপ শিষ্য-

স্থানীয়। যে সময়ে ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র বা কামান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে সময়ে মহর্ষি ভার্গব মহানলনালিক ও সীসকের গোলক প্রস্তুত করিয়া জগতে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যে সময়ে গন্ধর্ব্ব সূর্য্যদেব লৌহবর্ত্ম বিস্তার করিয়া ভারত হইতে উত্তর কুরু পর্য্যন্ত সুগম রাস্তা করিয়াছিলেন, যে সময়ে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বরুণ, কুবের, ইন্দ্র ও চন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেক দেবতার জন্য 'কামগমং মনোজবং হেমজাল-বিমণ্ডিতম্' বিমান প্রস্তুত করিয়া দিয়া জগতে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, যে সময়ে ইন্দ্রজিৎ কুবেরের পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া মেঘের অন্তরাল হইতে বীরাগ্রগণ্য রামলক্ষ্মণকেও লঙ্কা-সমরে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, যে সময়ে অর্জ্জুন সম্মোহন বাণাঘাতে বিরাট গোগৃহের রণাঙ্গণে সভীষ্ম সদ্রোণ কুরু-বাহিনীকে কিয়ৎক্ষণের জন্য লুপ্তসংজ্ঞ করিয়া জগতে আর্য্য বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন, তখন ইউরোপের সভ্য জাতির যে অস্তিত্বও ছিল কি না সন্দেহ।

যে সময়ে পৃথিবীতে না ছিল বিদ্যা বুদ্ধি, না ছিল ভাষা সাহিত্য মানুষ আকার ইঙ্গিতে, কেহ বা শিষ দিয়া (কেনেরি দ্বীপের লোকেরা), কেহ কেহ বা পশু পক্ষী আঁকিয়া (মিশরবাসীরা) মনের ভাব প্রকাশ করিত, সেই সময়ে আর্য্য পুরুষদিগের বন্দনীয় স্বর্গলোকের দেবতাগণ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি * করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন। সে ভাষার

* ঐন্দ্র ব্যাকরণ ও চান্দ্র ব্যাকরণের নাম এখনও শ্রুত হওয়া যায়। কাত্যায়ন বররুচি ও পাণিনী উভয়ে বর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। বররুচি অসাধারণ মেধাবী ও শ্রুতিধর, পাণিনী জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। বররুচি ঐন্দ্র ব্যাকরণ প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন। পাণিনী হিমালয়ে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরকে প্রসন্ন করতঃ তাঁহার নিকট হইতে এক অভিনব ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে ব্যাকরণের তর্কে বররুচিকে আহ্বান করিয়া তর্ক-যুদ্ধের ৮ম দিনে পরাস্ত হইলে

বিকারে আজ জগতে সমুদয় ভাষার সমুৎপত্তি—গ্রীক, লাটিন, জার্ম্মাণ, হিব্রু, আরেবিক, স্যাক্সন, ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি যে ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—আজি সেই ভাষার শিক্ষার জন্য ভারত পরমুখাপেক্ষী! এতদপেক্ষা কালের বিচিত্র গতি আর কি হইতে পারে!!

যে সময়ে সমুহ পৃথিবী অজ্ঞান মহান্ধকারে আচ্ছন্ন, যে সময়ে মানবগণ আম মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, যে সময়ে বৃক্ষের বল্কল লজ্জানিবারণের একমাত্র উপায় ছিল, যে সময়ে জগত অগ্নি বলিয়া কোন পদার্থের সত্ত্বা জানিত না তখন—

সূক্তবাকং প্রথমমাসিৎ অগ্নিমাসিৎ
হবি রজন্তে দেবাঃ।
স তেষাং যজ্ঞো অভবৎ তনূপা
তং-তং পৃথিবী বেদ তমাপ ॥

দেবতারাই সকলের প্রথম কবিত্বলাভ করিয়া, মুখে মুখে বেদশাস্ত্র রচনা আরম্ভ করেন, আমাদিগের সাম বেদই সকলের আদি মহাকাব্য ও অনাদি মহাপুরাণ। আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহ অথর্ব্বাই সর্ব্বাগ্রে কাষ্ঠ সংঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। আর্য্যপুরুষগণই অত্যুপাদেয় খাদ্য ও

ভগবান্ মহাদেব ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনি করিলেন। সেই ঘোর হুঙ্কার রবে বররুচির ঐন্দ্র ব্যাকরণ নষ্ট হইয়া গেল। পাণিনী-সম্প্রদায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন বররুচি তাঁহার কথা-সরিৎ-সাগরে ঐ ঘটনা লিখিয়াছেন। যথা—

অথ কালেন বর্ষস্য শিষ্যবর্গো মহানভূৎ।
তত্রৈকো পাণিণিনাম জড়বুদ্ধি তরোহভবৎ ॥
*　　*　　*　　*
তেন প্রণষ্টমৈন্দ্রং তদ্ অস্মদ্ ব্যাকরণং ভুবি।
জিতাঃ পাণিণীয়াঃ সর্ব্বে মূর্খী ভূতা বয়ং পুনঃ ॥

কথা-সরিৎসাগরঃ।

পবিত্র হবি উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্ এই সাতটী ভুবন বা জনপদ সৃষ্ট হইয়াছিল। দেবগণ ক্রমে ক্রমে এই সপ্ত লোকে উপনিবিষ্ট হয়েন।

ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জনঃ।
তপঃ সত্যঞ্চ সপ্তৈতে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মৎস্য পুরাণম্।

বেদ হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কিরূপে প্রাচী, প্রতীচী ও উদীচীতে উপনিবেশ (Migration) আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রাচীন বংশং করোতি দেব
মনুষ্যা দিশোব্যতজন্ত।
প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ
প্রতীচীং মনুষ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ॥

কৃষ্ণ যজুঃ, ৩৬০ পৃষ্ঠা।

যে দৈত্যদানবগণ এক্ষণে আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান্' (Red Indian) নামে পরিচিত, উহারা আমাদের আর্য্যবংশের এক শাখা; কারণ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কশ্যপ ঔরসে দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া দেবতাগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান চীন ও পূর্ব্বোপদ্বীপে ব্রহ্ম দেশে, বৈবস্বত মনু প্রভৃতি পিতৃলোক-বাসী দেবগণ (আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ) দক্ষিণে এই ভারতবর্ষে, মনুষ্যগণ প্রতীচীদিকে বা আফগানিস্থান পারদ অর্থাৎ পারস্য দেশে ও স্বাধীন তাতারে এবং রুদ্র বংশীয়গণ উত্তরে উত্তরকুরু বা সাইবিরিয়া প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

আর্য্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত জনপদে বসতি করিয়াছিলেন। আরব, তুরুষ্ক, আফ্রিকা, ইউরোপের নাম গন্ধ কিছুই

উল্লেখ ছিল না, বোধ হয় ঐ সকল স্থান আর্য্যগণের অগম্য ছিল। ভুবন সংজ্ঞা ও সংখ্যার ভিতরে তাহাদের নাম নাই। আমাদিগের ত্রিসন্ধ্যার সন্ধ্যা বন্দনাদিতে উক্ত সপ্ত ব্যাহৃতির মাত্র উল্লেখ আছে। আরব দেশ এখনও সেই মরুভূমিতেই পরিণত আছে, অতি অল্পমাত্র স্থান মানুষের আবাসযোগ্য হইয়াছে। ত্রেতা যুগে সূর্য্যকুলসন্তানশ্রেষ্ঠ সগর-সন্তাড়িত তুর্ব্বসু সন্তান যে প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সেই প্রদেশের নাম তুরস্ক। যবনগণ তাহাদের নূতন উপনিবেশেও হিন্দুত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেই স্থানেও তাহারা কল্যাণ রাও ও গোবিন্দ রাও নামে দুইটী কৃষ্ণমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে থাকেন। (নীলমণি কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখ)। এই যবনগণের এক শাখা আরবে, এক শাখা মিশরে ও এক শাখা গ্রীক দেশে যাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজবপন করেন। অতএব মৈশর যবন ও গ্রীক যবনগণ স্বনামপ্রসিদ্ধ পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সাঙ্গ হইয়া তাঁহার অবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এখনও মিশর দেশে আর্য্য-গণের উপাস্য দেবতা শিবের ও দেবী তারার পাষাণময় মূর্ত্তি বিরাজমান। সগর সন্তাড়িত হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও যবন প্রভৃতি হিন্দু ক্ষত্রিয়গণ মিশর দেশে উপনিবিষ্ট হওয়ায় এই মিশ্রজাতির সমাগমে উহা মিশ্র দেশ বলিয়া সমাখ্যাত হয়; মিশর কথাটী মিশ্র শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মিশর দেশে যে বিখ্যাত পিরামিড মন্দির আছে, তাহা আমাদিগের "পুরমঠ" শব্দের বিকৃতি মাত্র মনে হয়। সপ্ত ভুবনের পর সপ্তভুবনাত্মক সপ্তপাতালের (আমেরিকার) আবিষ্কার করিয়া যখন ভুবন সংখ্যা চতুর্দ্দশে পরিণত হইয়া ছিল, তখনও যবন-উপনিবিষ্ট ঐ সকল প্রদেশের কোন সন্ধান ছিল না। ঋগ্বেদে ইউরোপের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

"হরিয়ূপীয়ায়াং"— ৫।২৭।৬ম।

সায়নাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"হরিয়ূপীয়া এতন্নামী কাচিৎ নদী

কাচিৎনগরীবা"। এই হরিচূপীয়া শব্দ লাটিন ভাষায় উরপা (Europa ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় ইউরোপ (Europe) বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ইহা কোন নদী বা নগরীর নাম নহে, একটী অঞ্চলের নাম। যবনগণ তুরুষ্কে গমন করিয়া যে স্থানে প্রথম পল্লীস্থাপন করেন তাহাই জগৎ (Palestine) প্যালেষ্টাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে প্রতীতি হয়। যবনেরা যবন শব্দের অপভ্রংশে জোলা নাম ধারণ করিয়া পরে জুড়াই নামে পরিচিত হয়েন, তাই মেদিনীকার বলিয়াছেন—

জুডাকাশে সরস্বত্যাং পিশাচেযবনেঽপি চ।

তুরুষ্কগণ এই যুগল যবন ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইলেও তখন পর্য্যন্ত হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তখনও তপস্যাপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যলাভের চেষ্টায় ছিলেন। যদাহভবিষ্য পুরাণে—

হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ তুরুষ্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপাধিতমিহাত্রৈব ব্রাহ্মণত্বমভীপ্সুভিঃ। ৫৫

ব্রহ্মপর্ব্ব।

ইহারা তখনও হিন্দু দেবদেবীর অর্চ্চনা ভুলিতে পারে নাই। হিন্দু যবন মহেশ বা মুষা মোজেশ হিন্দু শাস্ত্রের কতক সত্য কতক ভ্রান্তি লইয়া পুরাণ বাইবেলের দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মোজেস খৃঃ পূঃ ১৫৭১ অব্দে জন্ম পরিগ্রহ করেন, অতএব ৩৪৮৪ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জন্মিয়াই কিছু বাইবেল লিখেন নাই। অন্ততঃ তাহার ৪০ বৎসর বয়সে তিনি বাইবেল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ৩৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে বাইবেল লিখিত হইয়াছিল; সুতরাং বাইবেল গ্রন্থ যে আমাদিগের শেষ হিন্দুগ্রন্থ গীতা ও বিষ্ণুপুরাণাদিরও বহু পরবর্ত্তী কালের বস্তু! খৃষ্টদেব ১৮ বৎসর তিব্বতে ও ভারতে থাকিয়া

মনু গীতাদি হিন্দুশাস্ত্র ও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া গীতার ছাঁচে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। *

বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে ২০ অধ্যায়ে বা আদি গ্রন্থেই দশমাজ্ঞায় প্রতিমা পূজা করিতে নিষেধ আছে সত্য বটে, কিন্তু বাইবেলের প্রথমেই সৃষ্টি-প্রকরণে—Let us make man in our image and after our likeness অর্থাৎ "আমাদের প্রতিকৃতি সাদৃশ্যের অনুকরণে মনুষ্য সৃজন করি এস"—বলিয়া ভগবানের উক্তি লিখিত হইয়াছে। অতএব ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা যে একবারে নিষেধ কি প্রকারে বলা যায়। আমাদিগের বেদেও প্রতিমা পূজার উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু মহামতি রঘুনন্দন তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থে যমদগ্নি সংহিতার নিম্নলিখিত পুরাণ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনং॥

ককেসস্ প্রদেশ হইতে আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভারতাগত দেবগণের মধ্যে

* ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে যে, পরাক্রান্ত শকাদিত্য শালিবাহন যে সময়ে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে হূনদেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় ঈশপুত্র খৃষ্টদেব তিব্বত ও ভারত ভ্রমণ মানসে হূনদেশে অবস্থান করিতেছিলেন এবং রাজা শালিবাহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভারত-সম্রাট্ শকাদিত্য খৃষ্টের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়াছিলেন।

"একদা তু স ভূপালো হিমতুঙ্গং সমাযযৌ।
হূনদেশস্য মধ্যেতু গিরিস্থং পুরুষং শুভম্॥
দদর্শ বলবান্ রাজা গৌরাঙ্গং শ্বেতবস্ত্রকম্।
কো ভবানিতি তং প্রাহ সহোবাচ মুদান্বিতঃ॥
ঈশ পুত্রঞ্চ মাং বিদ্ধি কুমারী গর্ভ-সম্ভবম্।
ম্লেচ্ছধর্ম্মস্য বক্তারং সত্যব্রতা পরায়ণম্॥"

ভবিষ্যপুরাণ—প্রতিসর্গ পর্ব্ব।

এক সম্প্রদায় ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বেদের অসুরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন।

"অসুরো মহানই"

অধুনা খজদা নামে বিশেষিত। আমাদিগের আর্য্য পুরুষগণের সহিত এই ভারতবর্ষেই সংঘর্ষ হইলে তাহারা পরাভূত হইয়া আমার দেশের উত্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাতে উহা

আর্য্যায়ন

আর্য্যদিগের অয়ন বলিয়া প্রথিত হয়। তাহাই ক্রমে ভাষার বিকারে আইয়ন বা ইরাণে পরিণত হইয়াছে। বৃত্রাসুর প্রভৃতি ঐ দলের নেতা ছিলেন। ইহাদেরই একদল যাইয়া তুরুস্কের যে অংশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, উক্ত স্থানে প্রথমে

আস্তরীয়

নাম ধারণ করিয়া কালে এসেরীয়াতে পরিণত হয়। অসুরগণের আর একদল, যাঁহারা বেদে "পাণি" নামে অভিহিত, তাঁহারাও উক্ত দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলে তাঁহাদের উপনিবিষ্ট স্থান

ফিনিশিয়া নাম ধারণ করে।

গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, জেন্দা, ইংরাজী ভাষার ফাইলোলজী সম্বন্ধে অবগত হইলে এই সকল শব্দের তথ্যমর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইবে। ইরাণ বা ককেসীয় প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করেন নাই, বরং ভারত হইতে আর্য্যগণের শাখা সম্প্রদায় এসিয়া ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।"—সাহিত্য-সংহিতা।

আত্মহারা হইয়া আমরা সব ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের কিছুই ছিল না; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বর্ব্বর ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল না, কর্ম্ম ছিল না, তাঁহাদিগের সমাজ ছিল না,

ইতিহাস ছিল না, তাঁহারা মুর্খ ছিলেন; রামায়ণ ও মহাভারতকে ঠান্‌দিদির গল্প, উহা (myth) বই আর কিছুই নহে, শিক্ষার দোষে ইহাই আমাদিগের এক্ষণে বিশ্বাস। বৃদ্ধ পিতামহকে কোশাকুশী লইয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে দেখিলে তাঁহাকে উপহাস করি। কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের জনকজননী সভক্তি প্রণাম করিলে, তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলি; আমরা নিজেই সব হারাইতেছি। যখন নিজেই নিজেকে চিনি না, তখন অন্যে আমাকে চিনিবে কেন? কিন্তু জর্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি আমাদিগের আর্য্য পুরুষগণকে চিনিয়াছে, তাই সংস্কৃত ভাষার কত আদর করিয়া থাকে। লিপজিগের লাইব্রেরিতে হস্তলিখিত রাশি রাশি অমূল্য রত্ন সঞ্চিত হইয়াছে। বৃহৎ ক্যাটলগ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মূল্য ৫৬৲ টাকা শুনিয়াছি। কোন সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে হইলে সেই ক্যাটালগ অনুসন্ধান ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় নাই। ভাবুন, আমরা কতদূর অবনত হইয়া পড়িয়াছি। কি আক্ষেপের বিষয়, ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র যে দেশের উপদেষ্টা, কপিল কশ্যপ কণাদ যে দেশের যোগধর্ম্মের শিক্ষাদাতা; সে দেশের লোক মীল, স্পেন্সার, হাকসলী, কোমত, ম্যাক্সমুলার, বেকন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চরণে বিক্রীত। যে দেশের লোকে পুরী চন্দ্রভাগা তীর্থে অত্যাশ্চর্য্য শ্রীমন্দিরগুলি প্রস্তুত করিয়া জগতে স্থাপত্য কার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছে; পাশ্চাত্য ইঞ্জিনিয়ারগণ আজ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পারিল না যে কি মাল মসলায় এইরূপ লৌহ-প্রস্তর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তাঁহারা বড় দুঃখে বলিয়াছেন যে, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এমন শিল্পী ছিলেন, তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আজ কিছুই অবগত নহে। যাহাদিগের রণতরী এককালে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছে, যে রাজ্যের বীর বাহিনী ভারত-সাগরীয় দ্বীপমালায় হিন্দুজাতির উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, যে রাজ্যের অধিপতিবর্গের অত্যুজ্জ্বল প্রতাপ-রবির বিকীর্ণ রশ্মি-

মালার সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই জাতির ইতিহাস নাই; যে জাতির পণ্যভারাক্রান্ত পোতশ্রেণী চীনজাপান ও রোমের বন্দরে শোভা পাইত, যাঁহারা বাঙ্গালার গৌরব দেশদেশান্তরে বিকীর্ণ করিত" আজ তাহাদের কিছুই নাই। ভারতের ছিল না কি? ছিল সবই। উন্নত সভ্য ও জগজ্জয়ী জাতি হইতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই আমাদিগের ছিল। একবারে আকাশ হইতে পড়িয়া হড়দশনে পরিপক্ক হওয়া সম্ভবপর নহে। অগ্রে বাহ্যোন্নতিতে জগৎকে চমকিত করিয়া পরে ত অন্তর্দৃষ্টিতে পারলৌকিকী গবেষণার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছে। হা বিধাতঃ! এই সমস্ত জিনিষ গেল কোথায়! কোন্ পাপে অন্তর্হিত হইল! এক মাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ম্লান হওয়ায় আর্য্য সমাজের এত দুর্দ্দশা ও অধঃপতন হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মার আদি সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইয়াছেন; যিনি পৃথিবাস্থ সর্ব্বজনের অগ্রজন্মা, গুরু ও নেতা; যাঁহার অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া, যাঁহার প্রীতি সাধন কামনায় সমগ্র ভারতবর্ষ স্ব স্ব ধনমান বিষয়বিভব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও যাঁহার চরণ তলে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; যাঁহার অসীম তপোবলে, অক্ষুণ্ণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিধানে, আর্য্যক্ষেত্র রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-বিষাদ-বিসম্বাদ-বিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখের ধর্ম্মাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; যাঁহার তপোবলে কোটী কোটী লোক অগণিত কাল ব্যাপিয়া অন্নপানে পরিতৃপ্ত থাকিয়া সদানন্দে বিদ্যাবুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, ধর্ম্ম, অর্থ এক কথায় চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম হইয়াছিল; যিনি সত্য সরলতা সত্ত্বগুণের জীবন্ত মূর্ত্তি, যিনি তুচ্ছ বিষয় কামনায় বশীভূত না হইয়া বরং সর্ব্বত্যাগী ও বৈরাগী হইয়া নিবিড় নিস্তব্ধ গভীর আঁধ্যারণ্যে এই দেবপীঠে বসিয়া, ফল মূল আহারে পবিত্রচিত্তে সকলের হিতকামনায় চিরদিন সেই আনন্দচিদ্ঘন মূর্ত্তির ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করাতে, যাঁহার তপোদ্ভাসিত মস্তিষ্ক হইতে বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ গণিতশাস্ত্র

বেদান্ত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র সকল উদ্ভাসিত হওয়াতে, জগতে জ্ঞানস্রোত ও পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রতীচ্য বিজ্ঞানের চাক-চিক্যে চমকিত ও মুহ্যমান হইয়া সমস্ত হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ব্রহ্মণ্যদেব! কোন্ পাপে আপন সন্তানের বুদ্ধি এরূপ বিকৃত হইল যে, তুচ্ছ বিষয় লালসায় মুগ্ধ হইয়া তিনি প্রকৃত আত্মোন্নতি ভুলিয়া গিয়াছেন—জগতের উপহাসাস্পদ হইয়া ঘৃণিত জীবন বহন করিতেছেন? হে ব্রহ্মণ্যদেব! জগতের কল্যাণ কামনায় আবার জাগ্রত হউন, সংসার হইতে অকাল-মৃত্যু, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য অন্তর্হিত হউক—জ্ঞানানন্দে সদানন্দে আর্য্যের মুখ উদ্ভাসিত হউক—আবার জগৎবাসী সকলে দেখুক, সভ্যতা ভব্যতা কাহাকে বলে।—তপোবলে দুরতিক্রমণীয় ক্ষমতার অন্যথা কি আছে—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুখ-শান্তি-নিকেতন কত মঙ্গলময়—কত মহনীয়! যদি বীরপুরুষগণ কোন সমাজে কখন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি অলৌকিক শক্তিমান্ তেজস্বী তপস্বীর অভ্যুদয় পৃথিবীতে কখন হইয়া থাকে, যদি শিল্পসাহিত্য ও বিজ্ঞানাদি কলা বিদ্যার উৎকর্ষ জগৎ কখন দেখিয়া থাকে, তবে এই ভারতবর্ষেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের গুরু ব্রাহ্মণের গুরুগিরিতেই হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে মাংসলোলুপ দৈত্য দানবের অত্যাচার ব্রুটিশ-রাজ-শাসন-ক্ষমতায় দূরীভূত হইয়াছে; যজ্ঞভঙ্গের ভয় নাই, ইষ্টচিন্তার প্রতিবন্ধক নাই, ভগবদারাধনায় অন্তরায় নাই। ইংরাজরাজ কামান বন্দুক গোলা গুলি লইয়া ভারতবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষা করিতেছেন। মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"মহতী দেবতাহেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"

মহাত্মা মনু আরও বলিয়াছেন সৃষ্টিকর্ত্তা সমগ্র চরাচর রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্‌পালের সারাংশ গ্রহণ

করিয়া রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই হিন্দুর চক্ষে রাজা পরম দেবতা। ইংরাজ রাজ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রজার স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত প্রদান করেন নাই; বরং সুন্দর শাসননীতির সুখময় ফলে ভারতে শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। ভগবদারাধনার এই ত প্রকৃষ্ট সময়। ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসনের সমস্ত কৌশল জানিয়াও রাজ্যভোগের বাসনা করেন নাই। বিষয়বিভব ভোগলালসায় লালায়িত হন নাই। হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তিগণের উপদেষ্টা হইয়া এক দিনের জন্যও তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ-ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কর্ণধার হইয়া নিজের সুখের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ব্রাহ্মণের রাজত্বে অধিকার নাই, এইরূপ বিধান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পরশুরাম ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়া পৃথিবী লাভ করিলেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মমত সংস্থাপনের জন্য দুএকটী লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া দেবপ্রকৃতি ধর্ম্মবীর (Martyr) বলিয়া লোক সমাজে অদ্যাপি বরণীয় হইয়া আছেন; কিন্তু আর্য্য সমাজে যে শত শত ভূদেবগণ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন ও এক একটী ধর্ম্মবীরের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য যিনি অভিমানে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তদপেক্ষা দেবভাবে প্রণোদিত হইয়া যে ব্যক্তি সাংসারিক সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের হিতকামনায় জীবনের শেষ করিলেন, তাঁহার বীরত্ব কতদূর তাহা কি চিন্তনীয় নহে?

চতুর্থ অধ্যায়।

বাঙ্গালায় আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার।

যে সময়ে আর্য্যগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে ভারতের ভাবী কল্যাণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, যখন বেদের পবিত্র মন্ত্রগুলি পূজ্যপাদ ঋষিগণের মানসনেত্রে সমুদিত হইয়াছিল, তখন এই বঙ্গদেশ শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যানী পরিপূর্ণ অনার্য্যজাতির বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি প্রদেশ হইতে ভারতের প্রতি বিভাগে রাজ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সিন্ধুনদী পার হইয়া কাবুল, কান্দাহার এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে চীনদেশে অধিকার স্থাপন করেন।

সেতুপুত্র আরট্ট্যাং তু গান্ধারস্তস্য চাত্মজঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গান্ধারো বিষয়ো মহান্॥

মৎস্যপুরাণ, ৪৮ অধ্যায়।

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রমহিষী 'গান্ধারী' গান্ধার-রাজকন্যা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বর্ত্তমান কান্দাহারের নাম গান্ধার। গান্ধারের পিতা আরট্টের নাম হইতে পঞ্চনদ দেশের নাম আরট্ট হইয়াছিল, উহার বর্ত্তমান নাম পঞ্জাব। চন্দ্রবংশীয় হৈহয় নৃপতির ভ্রাতার নাম—'হয়,' তাঁহার বংশাবলী পুরাণে নাই, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, হয় চীনদেশে গিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। মনু মহারাজও চীনদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। চীনেরা কহেন, তাহাদের প্রথম রাজা য়ু। তাঁহার মাতা

যৎকালে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ফো (বুধ অথবা নক্ষত্র বিশেষ) কর্তৃক গৃহীত হইয়া গর্ভবতী হন, তাহাতেই যু জন্মগ্রহণ করেন। (কর্ণেল টড্ সাহেব কৃত রাজস্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। ইলা-গর্ভে পুরূরবার জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের সহিত যুর জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের সৌসাদৃশ্য আছে। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স সাহেবও চীনদিগকে হিন্দুবংশীয় বলিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন, জনসংখ্যার আধিক্যহেতু ক্ষত্রিয়গণ পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি দেশে বাস করায়, ব্রাহ্মণ অভাবে উপনয়ন-সংস্কার-চ্যুত ও গৃহ্য কর্ম্মহীন হইয়া পতিত ক্ষত্রিয় হন।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

মনু, ১০। ৪৫

বৈদিকযুগে আর্য্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই বসতি করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশগুলিই পুণ্যময় আর্য্যাবর্ত্ত। উহার বাহিরের প্রদেশগুলিই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত প্রদেশে গমন না করায়, পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ শূদ্রবৎ পতিত গণ্য হইয়াছিলেন।

সগরাস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ॥
অর্দ্ধংশকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ॥

হরিবংশ।

সগর রাজা বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণান্তর প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাত্য ক্ষত্রিয়দিগকে অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন, শকের মস্তক অর্দ্ধমুণ্ডন, যবন ও কাম্বোজের মস্তক সর্ব্বমুণ্ডন, পারদের মুক্তকেশ, পহ্লবের দাড়ি গোঁপ ধারণ করাইয়াছিলেন।

তেচ আত্মধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ।

কালক্রমে যবন, শক, পারদ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছে। দ্রাবিড় ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্ত বহির্ভূত কাম্বোজাদি দেশ এবং পৌণ্ড্রাদিদেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল—মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥

মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন কালে ঐ সকল দেশে, বোধ হয়, ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। কিন্তু স্কন্দপুরাণ বচনার পূর্ব্বে পৌণ্ড্র, উৎকল ও দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল ;—

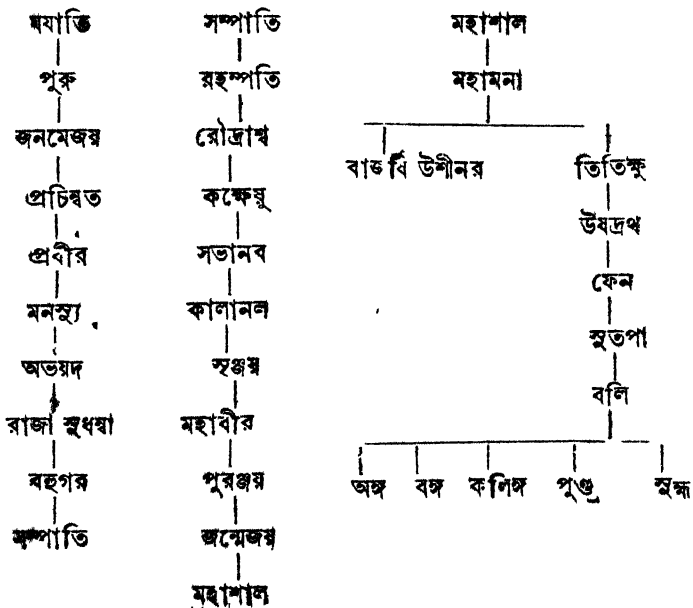
সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

যে সময়ে মনুসংহিতার রচনা হয়, সে সময়ে বঙ্গদেশ অনার্য্যের আবাস ভূমি ছিল। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেশে দ্বিজাতির গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

মনু।

হরিবংশ অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজ বলির পাঁচ পুত্রগণের নামানুসারে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম দেশের নামকরণ হইয়াছে।



বলিরাজের ঔরসে পুত্র জন্মে নাই। রাজার প্রার্থনানুসারে অন্ধ দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে তদীয় রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মে; সেই পাঁচ জনের নামে পাঁচটী রাজ্য বিভক্ত হয়।

মহাযোগী সতু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্‌ভুবি॥
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্ততথৈবচ।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে॥

হরিবংশ।

অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চেতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৪। ৪৯ শ্লোক।

বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গের বংশে দশরথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই লোমপাদ নামে খ্যাত ছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় দশরথের সখা ঋষ্যশৃঙ্গেব শ্বশুব ছিলেন; ইহা ত্রেতা যুগের কথা। এই লোমপাদের বংশে সূত অধিবথ জন্ম পরিগ্রহ করেন, এই অধিরথ সূত কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণকে পালিত পুত্র করিয়াছিলেন। মহাবীর কর্ণই দ্বাপরযুগে অঙ্গাধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অতএব হরিবংশ ও মহাভাবত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারত-যুদ্ধেব পূর্ব্বেও অর্থাৎ ত্রেতাযুগের সময়ে ক্ষত্রিয়-রাজগণ কর্ত্তৃক অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। এই পুণ্ড্রগণের বাসভূমি পৌণ্ড্র নামে খ্যাত।

"স্কন্দ পুরাণীয় পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত হয়। গৌড়দেশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র। খৃষ্টাব্দারম্ভের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজগৌড় নামা নৃপতি গৌড়নগর স্থাপন করেন।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৪ পৃঃ।

প্রকৃতি বিবেকের ১১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—পুণ্ড্রক বা গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের নাম। "পুণ্ড্রাঃ স্যুর্বরেন্দ্রী গৌড়-নীবৃতি" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। "হর্ষচরিত" প্রণেতা বাণভট্ট, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণ সুবর্ণের (কানসোণার) অধিপতি শৈব শশাঙ্ককে "গৌড়াধিপ" বলিয়াছেন।

দিনাজপুরের রাজবাটীতে পালবংশীয় রাজাদিগের যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষিত আছে তাহাতে যে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে, তাহা ৮৮৮ সংবতে অঙ্কিত হইয়াছে। যথা—

দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানেচ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামোগ্রহো গীয়তে।
কম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং*
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটবর্ষেণ ভূভূষণঃ।

আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্দ্দমনীয় শত্রুসৈন্য দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গুণ গ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বোজম্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জরঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দুমৌলির (শিবের) এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রাজতরঙ্গিণীতে কবি কহ্লন কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড়ের গৌড়বিজয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন—

গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা।
প্রবিবেশ ক্রমেণাথনগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনং॥

একাকী ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তখন "গৌড়রাজাশ্রিত" এবং জয়ন্ত নামক রাজার অধীনে ছিল।

এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মালদহ জেলার পেঁড়োকে বুঝায়। ঐ স্থানেই পাল-রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পেঁড়োর জঙ্গল নামে অভিহিত হইতেছে।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্ট আপনাকে "গৌড়নন্দনাবাসী" বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

গৌড়ে নন্দনাবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ।

উত্তর বঙ্গই যে গৌড়মণ্ডল তাহা নিশ্চয় হইলেও দক্ষিণ বঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ়দেশটী যে গৌড়মণ্ডল নামে অভিহিত তাহা দেখাইতেছি। যথা—

রাঢ়ীয় ৪০ গ্রাম মধ্যে পাণ্ডুবাসের (পেঁড়োর) নিকটবর্ত্তী ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম একতম।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের দম্ভের উক্তি স্থানটী দক্ষিণরাঢ় তাহা স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। যথা—

আঃ কথমস্মাকমপি কুলশীলাদিকং পরীক্ষিতব্যং নন্বরে শ্রূয়তাং।

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমাতত্রাপিরাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনামধামপরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলা ন বিদিতাঃ কস্যাপি তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেকধৈর্য্যবিনয়াচারৈ রহ নেত্তোত্তমঃ॥

উক্ত ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম অপভ্রংশে ভূরশিট্ হইয়াছে এবং উহা যে ভাগীরথী তীরে দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যগত তাহাও দেখাইতেছি। যথা—

বিলোক্য কোঽয়ং ভাগীরথীতীরমুত্তীর্য্য ইত এবাভিবর্ত্ততে
জ্বলন্নিবাভিমানেন গ্রসন্নিব জগত্রয়ং রাগজালৈঃ
প্রাজ্ঞালোপহসন্নিব তথাতু তর্কয়ামি নূনময়ং
দক্ষিণ রাঢ়প্রদেশাদাগতো ভবিষ্যতি।

কনৌজ হইতে আগত পঞ্চ মহর্ষির মধ্যে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ মহাশয়ের পুত্র শুভের আবাস জন্য মহারাজ আদিশূর ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম প্রদান করেন। যথা—

চট্টোঽম্বুলী তৈলবাটী পোড়ারির্হড়গুড়কৌ।
ভূরিশ্চ পালোধিশ্চৈব পর্কটিঃ পুষলী তথা॥

ভূরিশ্রেষ্ঠগ্রামী দ্বিজগণ সিদ্ধশ্রোত্রিয়। তাঁহারাই ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহকে ফুলিয়া গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কন্যাদানের যৌতুক স্বরূপ ভূরিশিট্ গ্রাম প্রদান করেন। তজ্জন্যই ভারতচন্দ্রের পিতা বিষয়ী হইয়া ধনবান হয়েন এবং ভূরিশিট্ পরগণা বাদসাহের নিকট করপ্রদ করিয়া লয়েন। বিষয়ী হওয়ায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল এবং রৈ শব্দ স্থলে রায় উপাধি গ্রহণ করেন। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র রায় ভূরিশিট্ গ্রামে নিজের বাসস্থান পরিচয় দিয়াছেন।

উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ এই উভয় অংশই গৌড়মণ্ডল নামে প্রখ্যাত। এতদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ স্কন্দপুরাণোক্ত গৌড় ব্রাহ্মণ প্রমাণীকৃত হইল।

অতি পুরাকালে বঙ্গের সমৃদ্ধি বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেন :—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রাদক্ষিণাপথঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধঃ কাশীকোষলাঃ॥

রামায়ণ, ২য় কাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ।

মহাভারতের সময়ও বঙ্গভূমি কলিঙ্গভূমি আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের অধিকার-ভুক্ত ছিল *। মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যং সহপুত্রো মহারথঃ ॥২৩

*　　*　　*　　*

এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি ॥
এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেহদ্যতম্ ॥"২৪

অর্থাৎ "ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ * * কলিঙ্গ, তাম্র-লিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * * ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।

প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুহ্ম দেশের নামান্তর তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের রাজধানী। ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজও পর্য্যন্ত নরনারায়ণ মূর্ত্তিতে তাম্রলিপ্তের (তমোলুকের) রাজবাটির দিকে সম্মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ হইতে অভগ্ন-

---

* "শিল্প ও সাহিত্য"—মাসিক পত্রিকা—১৩১৭ ভাদ্র সংখ্যায় "বাঙ্গালায় আর্য্য জাতির আগমন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শোণিত ধারায় প্রবাহিত বংশলতার ৬০তম রাজা মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-শিরোমণি সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বীয় গড়ে হতশ্রীক অবস্থায় ক্ষীণ দীপবর্ত্তিকার ন্যায় জ্বলিতেছেন। তীর্থযাত্রাকালে মহারাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গদেশে বৈতরণীতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা রচনার সময় যে স্থানে আর্য্যজাতির বাসের অযোগ্য ছিল; মহারাজ যুধিষ্ঠির সেইস্থান যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পবিত্র আর্য্যভূমি দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥

অধিকন্তু মহাভরত সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজো বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥ ২৪

তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মহৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত;

কর্ণাটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এই পৌণ্ড্রাধিপতি রাজা বাসুদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপহার পাঠাইয়া সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ;—

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা ॥ ১৮
কর্ণপ্রাবরণশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজ্যশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়োস্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ। ১৯
ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান্ কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥২০
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা ॥ ২১

সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্যোধন-সন্তাপে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগবক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে, আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।

আবার ভারত যুদ্ধের কর্ণপর্ব্বের সঙ্কুল যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তবপুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যয়ুঃ ॥ ১

প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গাবঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ ২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত॥ ৩
শরতোমরনারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্ব্বে পাঞ্চালবলমাহবে॥ ৪

* * * *

অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যয়ুঃ॥ ১৯
চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষাতনুচ্ছদৈঃ।
মিমর্দ্দিষন্তস্ত্বরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্ব্বতৈঃ॥ ২০
মেকলোৎকলকলিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ॥ ২১॥

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন-প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া করিসৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে ধাবমান্ হইলেন। গজযুদ্ধ-বিশারদ প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দশার্ণ, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর তোমর ও নারাচ বর্ষণকরতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। * * হস্তিশিক্ষা-বিশারদ অঙ্গরাজ-নন্দন নিহত হইলে, অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণরজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার

গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহাভারতের বনপর্ব্ব (১৪৪।১২) হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহাবেদী বহু প্রাচীন কাল হইতে একটী সিদ্ধ পীঠ বলিয়া গণ্য ছিল। উৎকলের যাজপুরও যে মহাভারতের বহু কাল পূর্ব্ব হইতে একটী পবিত্র তীর্থ রূপে বিবেচিত হইত, তাহাও বনপর্ব্ব পাঠে বুঝিতে পারা যায়। আর্য্য সভ্যতা মহাভারতের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ওড্র, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত বা সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কৌশিকিকচ্ছ মেদোগিরি ও মগধ প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালা বলিয়া কোন দেশ ছিল না। প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন জনপদগুলিই একত্রে এক্ষণে বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়াছে। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে, বোধ হয়, এই সমস্ত দেশই গৌড় সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত। এই বাঙ্গালা দেশ মহাভারতীয় যুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই আর্য্য জাতির আবাসভূমি হইয়াছে এবং এখানে বহু প্রাচীন কাল হইতেই চাতুর্ব্বণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাভারতীয় যুগ।

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের সেই ভারতীয় রণযজ্ঞ কোন সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা দেখা আবশ্যক। কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় হইলে আমরা ক্ষত্রিয়রাজ বাসুদেবের ও তাম্রলিপ্তাধিপতির রাজত্বকাল মোটামুটি নির্ণয় করিতে পারিব। পঞ্জিকার মতে মহারাজ যুধিষ্ঠির কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলের্গতাব্দ ৫০১৪ বৎসর; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের সময় ৫০১৪ বৎসর হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণে লিখিত আছে*:—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেহনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভু-
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্‌শককারকানৃপাঃ॥
যুধিষ্ঠিরাদ্বেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ববিশ্বে ১৩৫ ইভ্রখথাষ্টভূময়ঃ ১৮০০।
ততোহযুতং ১০,০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ॥—(দশমোহধ্যায়ঃ)

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি (অথবা কল্কী) এই ছয়জন রাজা যথাক্রমে শকাব্দ স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের, ১৩৫ বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ প্রচলিত

ছিল। তদনন্তর ১৮০০ বৎসর শালিবাহনের শকাব্দ চলিতেছে এবং ইহার পর ক্রমে ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ বৎসর বলির (বা কল্কীর) শকাব্দ প্রচলিত হইবে।

বোম্বে প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণও এই মতাবলম্বী। বর্ত্তমান সময়ে শালিবাহনের শকাব্দের পরিমাণ ১৮৩৫ বৎসর। তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের ১ম শকাব্দ (৩০৪৪+১৩৫+১৮৩৫)=৫০১৪ বৎসরকে আমরা বর্ত্তমান বর্ষ বলিয়া স্থির করিতেছি।

"নন্দাদ্রীন্দু গুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ"।—ভাস্করাচার্য্য।

"শাকোনবাগেন্দুকৃশানযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দশকো যুগস্য"।—মকরন্দ।

ইহাদ্বারাও বুঝা যায়, ৩১৭৯ বৎসর কলির্গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ হয়। অতএব ৩১৭৯+১৮৩৫=৫০১৪ বর্ষই স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শাক ও কল্যব্দের প্রারম্ভ একই বর্ষ বলিতে হয়। অর্থাৎ খৃষ্টের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে;—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

এই প্রমাণানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলিপ্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ খৃষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে হয়।

এই স্থানে আমরা পাণ্ডবদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম। এক সময়ে মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষীদ্বয়-সমভিব্যাহারে, হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন; পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখে সোমবার ধনুরাশি শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন (রাজতরঙ্গিণী মতে ৬৫৩ কল্যব্দ, ২৫২৬ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩৯১

সম্বৎ পূর্ব্বে, ২৪৪৮ খৃষ্ট পূর্ব্বে), ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, যে দিবস মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিবসেই দুর্য্যোধন গান্ধারী-গর্ভ হইতে প্রসূত হন।

এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল সেই সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন দেবতুল্য কুমারগণকে পরমানন্দে লালন পালন করিয়া, পরিশেষে দৈব বিড়ম্বনা-বশতঃ করাল কাল-কবলে পতিত হইলেন। তদীয় কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহমৃতা হন।

অনন্তর কুন্তীদেবী মুনিগণ সমভিব্যাহারে কুমারগণকে হস্তিনাপুরীতে আনয়ন করিলেন। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু রাজার অকাল মৃত্যু সংবাদে যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। পৌরজন দ্বাদশ দিবস শোকে সন্তাপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়া দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডু-নন্দনগণকে গুরুসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধনুর্ব্বেদে সকলেই সুপারগ হইলেও ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, নকুল ও সহদেব খড়্গযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথে এবং অর্জ্জুন সকল বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিলেন।

ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিল। দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই ভীমের প্রতি হিংসা করিত। এক্ষণে আবার পাণ্ডবগণের গুণগ্রাম অবলোকনে—বিশেষতঃ, অস্ত্রশিক্ষা-প্রদর্শনী সভায় তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দর্শনে প্রমুগ্ধ ও নিতান্ত আসক্ত পৌর ও জনপদবর্গের মুখে পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষা-কলুষিত হৃদয়ে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণের বিনাশ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক কৌশলে পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বিমোহিত করিয়া পাণ্ডবগণকে

বারণাবত্ত নগরে নির্ব্বাসিত করিলেন। পাণ্ডবগণের মাতৃ-সমভিব্যাহারে বারণাবত নগরে আগমনের কিছুদিন পূর্ব্বেই ক্রূরমতি দুর্য্যোধন, পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীস দেশীয়) শিল্পী দ্বারা জতুময় গৃহ প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। যৎকালে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে যাত্রা করেন, সেই সময় ঋষিকল্প বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় পাণ্ডবগণকে দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি বলিয়া দেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া, নাগরিকগণের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। নাগরিকগণ দশ দিবস পর্য্যন্ত নানা ভবনে পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্মান পরিচর্য্যাদি করিলে পর, পুরোচন সেই জতুগৃহে বাসার্থ লইয়া গেলেন, মহামতি বিদুরের উপদেশানুযায়ী পাণ্ডবগণ পুরোচনের সহিত বাহ্য আনন্দে এক বৎসরকাল সেই গৃহে বাস করিলেন। পরে একদা কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীর গাঢ় তমসাচ্ছন্ন নিশীথে অগ্রে পুরোচনের গৃহে এবং পশ্চাৎ সমস্ত ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মাতৃসমভিব্যাহারে বিদুর-প্রেরিত খনক নির্ম্মিত সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করতঃ তৎপ্রেরিত যন্ত্র-চালিত বাষ্পীয় নৌকাযোগে* গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তথায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন হিড়িম্ব নামক এক নরশোণিত-লোলুপ দুর্দ্দান্ত অসুর বধ করিয়া, তদীয় ভগিনী হিড়িম্বার মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, কিছুদিন তাহার সহিত বিহার করতঃ ভ্রাতৃ-সমীপে সমাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তপস্বিবেশে একচক্রা

---

* "যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্" মহাভারতে লিখিত আছে—পূর্ব্বে ভারতবাসীরা বাষ্পীয় যন্ত্রে নৌকাদি পরিচালনা করিত ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে।

(মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতার সন্নিকট আধুনিক একচাকা বা একাড়া গ্রাম) নগরে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণভবনে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। মহাবল ভীমসেন মহাকায় বক রাক্ষসকে নিধন করিয়া উক্ত প্রদেশ নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। বকরাক্ষসের অধিকার বলিয়া ঐ প্রদেশকে বকদ্বীপ বলিত; তাহা হইতে বর্ত্তমানে বকড়ী বা বগড়ী পরগণার নাম হইয়াছে। যে স্থলে বকরাক্ষসের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ স্থানে ভূমিতে খাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, এখনও ঐ খাদকে বকার খাল বলিয়া থাকে। মহাকায় বকরাক্ষসের অস্থি এখনও ঐ স্থলে গনগনীর মাঠে পতিত রহিয়াছে, ঐ অস্থির কতকাংশ এসিয়াটিক মিউজিয়ামে আনয়ন করা হইয়াছে, কতকাংশ ওয়াট্‌সন কোম্পানির গড়বেতার কাছারি বাটিতে রক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার কর্তৃক উক্ত অস্থির কিয়দংশ তাঁহার গৃহে আনীত হইয়াছে। গড়বেতা অঞ্চলের লোকেরা ভৌতিক উপদ্রবাদি নিবারণ কামনায় উক্ত অস্থি খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদেশে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ৩য় পাণ্ডব সব্যসাচী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া, যুদ্ধে সমাগত রাজন্যবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক পরম রূপবতী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মাতৃ-আজ্ঞায় পঞ্চ-ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া এক বৎসর দ্রুপদ ভবনে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে জতুগৃহ-দাহ হইতে রক্ষিত দেখিয়া এবং তাঁহাদের দ্রৌপদীলাভের কথা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে হস্তিনা-পুরীতে পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ নরপতির বশীভূত থাকিয়া, অন্যান্য নরপতিগণকে বাহুবল দ্বারা জয় করতঃ হস্তিনাপুরীতে বহুকাল বাস করেন, পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থাদি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে এবং তাঁহার নেতৃত্বে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কলির ৬৯৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩৭৪ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। এই রাজসূয় যজ্ঞে পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব উপঢৌকন পাঠাইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন রাজসূয়-যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিষয় বৈভব দর্শনে ঈর্ষা-কলুষিত অন্তঃকরণে দ্যূতক্রীড়ার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সপরিবারে হস্তিনাপুরে আগমন পূর্ব্বক, ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের নিয়োজিত শকুনির সহিত পাশাখেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশবৎসর বনবাস ও একবৎসর বিরাট-রাজধানীতে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। উক্ত অক্ষক্রীড়ার সভায়, দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ দুর্ম্মতি দুঃশাসন, রজঃস্বলা এক-বস্ত্র-পরিধানা রাজকুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রাজসভায় কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া লজ্জাভয়-কাতরা বিপন্না দ্রৌপদী বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্না হন। ভক্তজীবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ভক্ত ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ তৎক্ষণাৎ কৌরব সভার অন্তরীক্ষে থাকিয়া, বিপন্না দ্রৌপদীকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিয়া শেষ করিতে পারিল না। তাহার আকর্ষণে রাশি রাশি বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া গেল—শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য নিজেই অম্বর মূর্ত্তিতে শরণাগত ভক্তকে আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন! এইরূপ ঐকান্তিক চিত্তে যিনি ভগবানকে ডাকিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে পাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষিত পণ্ডিতগণ ফুল্ল-কুসুমশোভিত, কুঞ্জ-বিহঙ্গম-কলকাকলি-কূজিত বৃন্দারণ্যে শারদীয় চন্দ্রিমায়

উদ্ভাসিত, স্বচ্ছ-শ্যামসলিলা কুলুনাদিনী কালিন্দীকূলে জড়প্রকৃতির মধ্যে সাক্ষাৎ মন্মথেরও দর্পহারী অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিকাশ, মধুর ব্রজলীলার বিশেষ তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের গোপীগণের বস্ত্রহরণকারী লম্পট বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক্ষণে বুঝুন যে, গোপীদিগের বস্ত্রহরণকারী তাঁহাদের সেই লম্পট শ্রীকৃষ্ণ আজ কৌরব রাজসভায় বিপন্না রাজকুলবধূর সর্ব্বাঙ্গ অম্বর মূর্ত্তিতে ঢাকিয়া, কিরূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। ভাই কূট তার্কিক! ইহার রহস্য ভেদ করিতে কি কখনও সমর্থ হইয়াছ? যাঁহার দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার লইবারও ক্ষমতা আছে বুঝিয়াছ কি? যদি সেই ক্ষমতাই তোমার না থাকে, তবে ভক্তি-বিনম্র-হৃদয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হও, দেখিবে, তাঁহার করুণার অমৃতসিঞ্চিত কণা তোমার মস্তকের উপরে বর্ষিত হইবে।

এই সুদীর্ঘ বনবাসের সময়ে ৩য় পাণ্ডব অর্জ্জুন ঘোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভগবান শঙ্করের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। পরে ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার দৈবাস্ত্র লাভ করিয়া ভাবী রণযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়া পঞ্চভ্রাতার জন্য পঞ্চগ্রাম মাত্র *

---

* "ইন্দ্রপ্রস্থং তিলপ্রস্থং মাকুন্দং বারণাবতং
দেহি মে চতুরো গ্রামান্ পঞ্চমং হস্তিনাপুরং
পঞ্চগ্রামানিমান্ রাজন্ যাচ্যমানঃ সুযোধনঃ
শ্রুত্বা প্রোবাচ মন্দাত্মা অবপুত্রঃ সুদুর্ম্মতিঃ
সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে যাচ মেদিনী
তদর্দ্ধং নহি দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব।

দুর্য্যোধনের নিকট ভিক্ষা করিলেও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি লাভের আশা না দেখিয়া, বিফলমনোরথ হইয়া, হস্তিনাপুরী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ অগত্যা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই উদ্যোগে প্রায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। দুর্য্যোধন প্রবল পরাক্রান্ত সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি, আর পাণ্ডব বনবাসী ভিখারী। রাজ্য-ভ্রষ্ট বনবাসী পথের কাঙ্গালের উপর কুরুক্ষেত্রের মহা রণযজ্ঞের আয়োজনের ভার পড়িল। স্বয়ং ভগবান ভক্তের ভার গ্রহণ করিয়া সারথিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; কিন্তু ভারতযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন না। এই মহাযজ্ঞে * রাজা যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইয়াছিলেন, শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সদস্য, যুধিষ্ঠির যজমান, অর্জ্জুন হোতা হইয়াছিলেন। বীরকেশরী অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুকে শ্রুব অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পবিত্র (আহুতি যোগ্য কুশাগ্র) করিয়া নিত্য আহুতি প্রদান করিয়াছেন। কলির ৭৪১ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩০২ সংবৎ পূর্ব্বে, ২৩৫৯ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বে এই তুমুল লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও স্লেচ্ছ রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন জ্ঞাতিবান্ধব বধপূর্ব্বক ভারত সিংহাসন লাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার গাণ্ডীব ধনুঃ পরিত্যাগ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত যুক্তিযুক্ত

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

যদা যদা দ্রক্ষ্যসি বানরধ্বজং ধনুর্দ্ধরং পাণ্ডব-মধ্যমং রণে।
গদাগ্রহস্তং ভ্রমিতং বৃকোদরং তদাতদা দাস্যসি সর্ব্বমেদিনীং॥

* যৎ সংগ্রামে মহাযজ্ঞে দীক্ষিতোঽয়ং যুধিষ্ঠিরঃ।
হোতারমর্জ্জুনং কৃত্বা যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ॥
গাণ্ডিবঞ্চ শ্রুবং কৃত্বা হূয়তে চাপি নিত্যশঃ।
যুদ্ধযজ্ঞে পবিত্রাণি ক্রিয়ন্তে তানি নিত্যশঃ॥

কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাই জগতে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষৎ হইতে গোপালনন্দন এই গীতামৃত দোহন করিলেন। পার্থ বৎসরূপে তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তাঁহার মোহ অপগত হইলে দৃঢ় মুষ্টিতে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। তদবধি অনন্তকাল সুধীগণ গীতামৃতরূপ দুগ্ধ পান করিয়া আসিতেছেন। পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী ও কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী, মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত বঙ্গীয় বীরগণ এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণের প্রথম দিবস হইতে একাদিক্রমে অষ্টাদশ * দিবস ব্যাপী

---

* হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী।
প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্র যব দৈবতে॥

*   *   *

অর্জ্জুনেন হতো ভীষ্মো মাঘে মাসি সিতাষ্টমী।
মার্গে মাসি সিতাষ্টম্যাং সায়ং শরশয়োহিসঃ॥
নবম্যাং ধৃষ্টকেতুশ্চ হতো রাজা মহাবলঃ।
দশম্যামথসৌতদ্র একাদশ্যাং জয়দ্রথঃ॥
দ্বাদশ্যাং মধ্যরাত্রেতু হতো বীরো ঘটোৎকচঃ।
আকর্ণ পলিতঃ শ্যামো বয়সাশিতিকোদ্বিজঃ।
রণে পর্য্যটতি দ্রোণঃ বৃদ্ধ ষোড়শবৎ॥
ত্রয়োদশ্যাস্তু মধ্যাহ্নে ভরদ্বাজোনিপাতিতঃ।
কৃত্বা পঞ্চদিনং যুদ্ধং ধৃষ্টদ্যুম্নেন ভূমিপঃ॥
চতুর্দ্দশ্যান্তু সন্ধ্যায়াং কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ।
সূর্য্যপুত্রঃ যদাকর্ণঃ পার্থেন বিনিপাতিতঃ॥
তথাচোর্দ্ধোত্থিতা ভূমিরঙ্গুল্যাত্রেকবিংশতিঃ॥
তস্যাস্তিথাবর্দ্ধরাত্রে সেনাঃ সর্ব্বাঃ সমাহৃতাঃ।

এই ভীষণ যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, দুর্য্যোধনাদি কুরুপক্ষীয়, এবং দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহা মহারথিগণ নিধন প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতের গৌরব, শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ও সম্পদ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাজ দুর্য্যোধন তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়' যুযুৎসুকে ভারতযুদ্ধে স্বীয় পক্ষে যোগদান করিতে না দেওয়ায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু ভারত-যুদ্ধে অসীম শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে ৭ জন (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং কৌরবপক্ষে ৩ জন মাত্র (কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জীবিত ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লব্ধ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া ৩৬ বৎসর কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

ততঃ প্রভাতসময়ে বিরাটদ্রুপদৌ হতৌ ॥
ভূরিশ্রবাশ্চ বাহ্লীকঃ শকুনিশ্চ হতস্ততঃ
তস্যাঞ্চৈবার্দ্ধবেলায়াং নিহতঃ শল্য এবচ ॥
অমাবস্যাস্তু সন্ধ্যায়াং রাজাদুর্য্যোধনোহতঃ।
ততঃ প্রত্যুষসময়ে দ্রৌণিনা সৌপ্তিকো হতঃ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নো হতো যত্র দ্রৌপদ্যা পঞ্চাত্মজাঃ।
এবমষ্টাদশাহানি চাক্ষৌহিণ্যা দিনে দিনে ॥
অন্তেঽহনি ক্ষয়মাপুঃ পরস্পর জয়েপ্সবঃ ॥
দিনানি দশভীষ্মেন ভারদ্বাজেন পঞ্চমং।
দিনদ্বয়ন্তু কর্ণেন শল্যঃ স্বার্দ্ধদিনং তথা ॥
দিনার্দ্ধং তু গদাযুদ্ধমেতদ্ভারতমুচ্যতে ॥

তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দ্রৌপদী ব্যতীত পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যান্য পত্নী ছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের বীরকুমার অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করেন। নাগকন্যা ও মণিপুর রাজ কন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে যে সকল পুত্র জন্মেন, তাঁহারা মাতামহ আশ্রমে লালিত পালিত হন; তাঁহারা এই ভারত যুদ্ধে নিহত হন নাই। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে মহাবীর ঘটোৎকচ, অর্জ্জুনের বীরকুমার অভিমন্যু এই ভারত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনে যে কয়জন পাণ্ডবপক্ষে জীবিত ছিলেন, নিশীথ রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় শিবির মধ্যে মহাপাপ অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে হনন করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত সন্তানগণ হত হইয়াছিলেন।

অনন্তর কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর প্রভৃতি গুরুজন কাল প্রাপ্ত হইলে এবং যদুবংশ ধ্বংসের পর প্রিয় সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ দেহ ত্যাগ করিলে, দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত শোক-সন্তপ্ত-চিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্বীর সংসারভোগে বীতস্পৃহ হইয়া তৃতীয় সহোদর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যু-কুমার পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হিমালয় প্রদেশে দারাত্মজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন; আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে ২৪০০ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২২৬৫ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩২২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান সংঘটিত হয়।—আর্য্যদর্শন, দশম খণ্ড।

সর্ব্ব প্রথমে বরাহ মিহিরের গ্রন্থে আমরা যুধিষ্ঠিরের কাল সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ পাই—

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃশাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ,
ষড়্দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ।"

সপ্তর্ষিচারোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। ৫৬

অর্থাৎ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। বৃহৎ-সংহিতার এই অংশ রচনার সময় যুধিষ্টিরাব্দ ২৫২৬ ছিল।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—

"নন্দাদ্রীন্দু গুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয়, অতএব ৩১৭৯—২৫২৬=৬৫৩। অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। আবার কেহ কেহ বলেন,—

মহর্ষি গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করিলে পর শকটাকৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল, (অগস্ত্যাদি মুনি নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র) মঘাদি নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে একশত বৎসর ও পূর্ব্ব-ফাল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটী নক্ষত্রে এক একশত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়। অতএব যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়।

আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কালপুরুষ সংজ্ঞক অধোঽধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটী নক্ষত্র আছে; তাহাদিগকে মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘানক্ষত্র পুঞ্জের অনতিদূরেই শকটাকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বচনটীর অপর পদের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাম প্রকাশের

পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে) ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। গর্গমুনি এই শ্লোকটী দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল বা জীবন কাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল এতদুভয়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে ইহা জানা যায় যে, কলিযুগে ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে বর্ত্তমান শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৩৫ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিলে ৫০১৪ বৎসর কলির গতাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকালের পরে ২৪০০ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে, ঐ শকাব্দারম্ভ হয়; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের জীবন কাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। ২৫২৬—২৪০০=১২৬ বৎসর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জীবন কাল।

এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারা গেল, মহারাজ যুধিষ্ঠির ৪৩৬১ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কলির গতাব্দ ৫০১৪—৬৫৩=৪৩৬১। এই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমসেন পৌণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে, বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। অতএব ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজের প্রয়োজনবশতঃ ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। মনু মহারাজের নিষেধ বাক্যের প্রতিষেধ হইয়াছিল। ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্য্য ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৌড়ে ব্রাহ্মণাধিকার।

ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ।

সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা
মাগধো ব্রহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজ এব চ
বরাহস্য তু ঘর্ম্মেণ মাথুরো জায়তে তথা ॥

—ভৃগুসংহিতা।

মাগধ (গয়ালী) ও মাথুর (মথুরার চোবে) ভিন্ন সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ। প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে মাগধ ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেন এবং মাথুরগণ বরাহের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

পৌণ্ড্র, উৎকল, দ্রাবিড় এই তিন দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শন নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু যখন এই কথা কহেন, তৎকালে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। তাহার পরে স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে গৌড় উৎকল এবং দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল।

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিল উৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ ॥

স্কন্দ পুরাণানুসারে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন ;—(১ম) পঞ্চ গৌড়ীয়, (২য়) পঞ্চ দ্রাবিড়ী ;—সারস্বত, কান্যকুব্জ গৌড়, উৎকল ও মৈথিল এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরদিকে বাস করায় তাঁহাদিগকে পঞ্চ গৌড়ীয় বলে, আর কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুজরাট্, অন্ধ্র এবং দ্রাবিড় দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ দ্রাবিড়ী কহে।

এই দশবিধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত উল্লিখিত মাগধ ও মাথুর ব্রাহ্মণ আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১২শ প্রকার ব্রাহ্মণ ভারতে দেখা যায়—

গৌড়ী আদি দশ দ্বিজ কান্যকুব্জ খ্যাত।
মঘী আর চোবে দুই বিধির কল্পিত॥
অব্রাহ্মণ্যের তীর্থে, কান্যকুব্জ নিয়োগ।
তথা তারা ব্রাহ্মণ্যের করয়ে প্রয়োগ॥
যে দেশে নাই ব্রাহ্মণ্য আচার প্রচার।
তাঁদের আছে তথায় গমনাধিকার॥
এদের মধ্যে কেবল যারা বেদ পড়ে।
তাহাদেরই মাত্র বৈদিক নাম গড়ে॥
গয়ার গয়ালী আর মথুরার চোবে।
কেবল আপন তীর্থে ব্রাহ্মণ্যেতে সেবে॥
তীর্থভ্রষ্ট মঘী আর চোবের দ্বিজত্ব।
নাহি মানে কান্যকুব্জ মত শুদ্ধ সত্ত্ব॥
কান্যকুব্জ স্পর্শমণি ধরয়ে যাহায়।
তাহারে করয়ে স্বর্ণ লৌহ রত্ন হয়॥

আদিশূরের যজ্ঞের পূর্ব্বাবধি যারা।
এদেশে বিরাজিল দশ শ্রেণীতে তারা॥
সে দেশের নাম শুন, শুদ্ধবুদ্ধি বল।
সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় উৎকল॥
মৈথিল বিন্ধ্য-উত্তর দেশবাসী দ্বিজ।
পঞ্চেরে গণিল বিধি পঞ্চগৌড়ী বীজ॥
কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ্র, দ্রাবিড়ী, গুর্জ্জর।
বিন্ধ্যের দক্ষিণে পঞ্চ বিপ্রের নির্ভর॥

—গোষ্টীকথা।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

চন্দ্রগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় চাণক্য পণ্ডিতের মন্ত্রণায় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হন। এই চাণক্য পণ্ডিত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে :—

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ১০
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তে বৈ কলৌ॥ ১১
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ॥ ১২

অর্থাৎ, নন্দ এবং তাহার সুমাল্যপ্রমুখ অষ্টপুত্র একশত বৎসর রাজত্ব করিলে পর, কৌটিল্য (বিখ্যাত চাণক্য) নন্দবংশীয়দিগকে উন্মূলিত

করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে (খৃঃ পূর্ব্ব ৩১৫ অব্দে) রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বারিসার ও তৎপরে অশোকবর্দ্ধন রাজা হন। এই মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতে ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপগণ যখন গৌড়ে রাজা ছিলেন, তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের সীমার সন্নিহিত জঙ্গলের নিকট দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে, গরুড়স্তম্ভ নামে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে; এই স্তম্ভকে বাদলস্তম্ভও বলে। স্তম্ভের উপরিভাগে গরুড়-মূর্ত্তি ছিল, তজ্জন্য উহার গরুড়স্তম্ভ নাম হয়। বজ্রপতনে গরুড়মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং স্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। গাঢ় ধূসর বর্ণের একখানি প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভটী নির্ম্মিত। স্তম্ভগাত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। এসিয়াটিক রিসার্চের ১ ভলাম, ১৩০ পৃষ্ঠায় শ্লোকগুলির ইংরাজি অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বিন্দুভদ্রনামা শিল্পিদ্বারা স্তম্ভটী নির্ম্মিত ও শ্লোকাঙ্কিত হয়। পালবংশীয় রাজাদিগের মন্ত্রিবংশের ক্ষমতা ও যশোবর্ণনা করিয়া শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হয়। শ্লোকগুলির মর্ম্ম এই—শাণ্ডিল্য বংশে ধীরদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার বংশে পাঞ্চালের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র গর্গ, গর্গের স্ত্রী ইচ্ছা, ইচ্ছার গর্ভে দর্ভপাণি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মন্ত্রণায় বৌদ্ধরাজ দেবপাল বিন্ধ্য হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেশ জয় করেন। দর্ভের পুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্র কেদার মিশ্র। ইহার মন্ত্রণায় বৌদ্ধরাজ শূরপাল উৎকল, হূন, দ্রাবিড় ও গুজরাট দেশ জয় করেন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র (রাম গুরব মিশ্র) ইনি বৌদ্ধ ভূপতি নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। ইহারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ—রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ছিলেন না।

পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে হীনপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল; সুতরাং সে কালে ব্রাহ্মণগণকে নিজেদের পক্ষে না রাখিলে সুবিধা নহে বিবেচনা করিয়া, পালরাজগণ ব্রাহ্মণ্য শক্তি হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যেই বংশপরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধদেবকে শ্রীভগবানের দশ অবতারের মধ্যে অন্যতম অবতার স্বীকার করিয়া লইলেন। তাই আমরা জয়দেব গোস্বামী কৃত দশ অবতারের স্তোত্র মধ্যে দেখিতে পাই—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহঃ ! শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতং
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কবি সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতম্' নামক এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য নেপাল হইতে সংগ্রহ করিয়া বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"The family of the writer of the Buddal pillar inscription were the hereditary ministers to the Pala dynasty. They belonged to the Sandilya gotra and were very learned in the the Sa'stras. Garga was the minister of Dha'rmapala, and he boasted that his ni'ti made Dharma the lord of the world The Pa'las were shrewd

Hereditary Brahman Ministers.

enough to find that a purely Buddhist regime was impossible in their days when Buddhism was declining and Bra'hminism was rising into power in every quarter, and so they always tried to prop their empire by enlisting the power of the Brahmans on their side.

Garga's son Darbhapa'ni was the minister of Devapa'la. He was greatly respected by the king for his learning and his Niti. Kedar Misra, the grandson of the latter, was the minister of Vigrahapala, called Surapa'la, in the Buddal pillar inscription. The king attended his Vedic sacrifices. Kedar married Babba', whose father lived at Devagram in the Nadia district. So at that time the Ra'dhiya and Va'rendra Brahmans were not so exclusive as they are at present." (1)—*Introduction to Ramach'arita by Sandhyakara Nandi,—Memoirs of Asiatic Society of Bengal Vol. III No. 1. pp. 8—9.*

পালরাজ ১ম বিগ্রহপাল উক্ত স্তম্ভে শূরপাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কেদার মিশ্র এই ১ম বিগ্রহ পালের মন্ত্রী ছিলেন। ১ম বিগ্রহপাল কেদার মিশ্রকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, তিনি কেদার মিশ্রের বৈদিক যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম নিবাসী জনৈক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের বব্বা নাম্নী কন্যাকে কেদার মিশ্র বিবাহ করিয়া ছিলেন। তখন এ প্রদেশে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আগমন হয় নাই (শাস্ত্রী মহাশয় প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন)।

(1) Ind. Ant. Vol. XV, pp. 304—310.

এই রামচরিত কাব্যে দেখা যায়, রামপালের রাজধানীতে "অনুচান" সাঙ্গবেদে পারগ আরও বহু বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পালরাজগণ ও মহারাজ ভীমও তাঁহাদের রক্ষক ছিলেন। রামপালের সাহায্যকারী শিবরাজ রাজা ভীমের হস্ত হইতে জয়লব্ধ গৌড়দেশের দেবতা ও ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া রামচরিত কাব্যের ১ম পরিচ্ছেদের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

আপন্নভীমরক্ষা বিষয়গ্রামাকুলত্বদুস্থা যা।
ত্রস্তানুসৃতাবসুমত্যমুনা সীতেনতেজসাভাজি॥ ৪৮

টীকা।—অমুনা শিবরাজেনাসীতেনাসিগতেন তেজসা খড়্গদর্পেণ সা বসুমতী ভুমির্বরেন্দ্রী আপন্না ব্যস্তা ভীমস্য রক্ষা যস্যাং অতো বিষয়াণাং চ গ্রামাণাঞ্চাকুলতয়া দুঃস্থা ত্রস্তা দেবব্রাহ্মণাদিভুমিরক্ষানিমিত্তং কোঽয়ং বিষয়ঃ, ক এষ গ্রামঃ, কস্য ভুক্তিরিয়মিতি প্রশ্নপুরঃসরং অনুসৃতা সতী অভাজি ভগ্না॥ ৪৮॥

মহারাজ ভীম যে সকল দেবতাব্রাহ্মণ রক্ষা করিতেন, শিবরাজ খড়্গদর্পে গৌড়দেশ ব্যস্ত করিলেও সে সমূহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে শাস্ত্রী মহাশয় বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। তখন বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? ইহা আলোচনার যোগ্য। পালরাজ্যের প্রতাপ বিনষ্ট হইবার পরে * গৌড়ীয়

* রামচরিতম্ কাব্যের মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন যে, পালরাজগণ ৭৭০ হইতে ১১১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১১১৯ খ্রীঃ অব্দেই বাঙ্গালার সেন রাজগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

মহাযুদ্ধাবসানে নির্বীর গৌড়সাম্রাজ্যে সেন-রাজগণ অতি সহজে আধিপত্য বিস্তার করিতে সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। 'সেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে। বারেন্দ্রগণের কুলপঞ্জিকাতে লিখিত হইয়াছে যে, ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চমহর্ষি অযাজ্য আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও গৌড়দেশে আদিশূরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখের কথা অবগত করাইয়া রাঢ় দেশেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে ভট্টনারায়ণাদি কালকবলে পতিত হইলে কান্যকুব্জস্থিত পূর্ব্ব পক্ষীয় পুত্রগণ পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া পুত্রগণকেও সমাজচ্যুত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহারাও গৌড়দেশে আদিশূরের নিকট আসিয়া রাঢ় দেশে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের নিকট না থাকিয়া বরেন্দ্র দেশে বসতিস্থাপন করিলেন। (স্থানান্তরে বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা উদ্ধৃত হইল।) আদিশূর রাঢ়-দেশে প্রথমতঃ যজ্ঞকার্য্যের জন্য কান্যকুব্জ হইতে সভৃত্য ব্রাহ্মণপঞ্চকে আনয়ন করেন। তাহার পর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়ে আসেন এবং সেনরাজ বল্লাল সেনের সময় রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ করা হয়। অতএব তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রামপালের পুত্র মদন পালের সভাসদ সন্ধ্যাকর নন্দী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কিরূপে হইবেন ?

রামচরিত কাব্যের শেষভাগে "কবিপ্রশস্তি" নাম দিয়া চারিটী শ্লোকের রচনাকৌশলে কবি স্বল্পাক্ষরে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥ ১॥

তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরত্নসন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধিগু´ণৌঘস্য ॥ ২ ॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥ ৩ ॥
নন্দিকুলকুমুদকাননপূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পি(প্র)শুনাস্কন্দী সদানান্দী ॥ ৪ ॥

কবির পিতামহের নাম পিনাক নন্দী, পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী। এই প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। কয়েকটী ছত্রে পিতার গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দানার্থ কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকে তিনি রামচরিতকে "কলির রামায়ণ" এবং নিজেকে 'কলিকালের বাল্মীকি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নিজগোত্র, জাতি বা বংশপরিচয় বলিয়া যান নাই। শাস্ত্রী মহাশয় নন্দী উপাধি নন্দনা গ্রাম হইতে হইয়াছে বলিয়া কবি সন্ধ্যাকরকে বারেন্দ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। *

পালবংশের মন্ত্রিগণ বংশপরম্পরায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা

---

* The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmans, who derived their name from their residence in the Varendra country, *i. e.*, North Bengal, the scene of the struggles of, Rampala for Empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their cognomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known.

Introduction—p. 1.

রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ছিলেন না, এই কথা প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন। সন্ধ্যাকরও যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নন্দী উপাধি দেখিয়া তাহাকে কায়স্থ ধারণা করা যাইতে পারে না। তিলি জাতিতেও নন্দী উপাধি আছে। এমন অনেক উপাধি আছে, যাহা দ্বারা ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, গোপ ও অন্যান্য জাতি পরিচিত হয়। যথা "কর" উপাধি গৌড়াদ্য-বৈদিক গণের মধ্যেও আছে, কায়স্থের মধ্যে ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও আছে। অতএব নন্দী উপাধি দেখিয়া তাঁহাকে কায়স্থ বা তিলি বলাও যাইতে পারে না। সে যুগে কায়স্থ বা তিলি জাতীয় কেহই সংস্কৃতজ্ঞ হইতেন না। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, নন্দী উপাধি নন্দনা গ্রাম হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বারেন্দ্র কুলবিবরণ মতে নন্দনাবাসী নামে একটী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবার আছেন। এই বংশেই ভারতবিখ্যাত মনু-টীকাকার কুল্লুকভট্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় এই প্রসিদ্ধ পরিবারের নেতা; কিন্তু নন্দনাবাসী শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র শ্রোত্রিয়ের বংশে দিবাকর ভট্ট হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কাহারও নন্দী উপাধি দেখা যায় না। কবির কাব্য সূচনায় "শ্রীঘনায় নমঃ সদা" হইতেই বুঝা যায়, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন (১৯১৩ জানুয়ারী সংখ্যা ঢাকা-রিভিউ)। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণের বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়ার একটা জনশ্রুতি আছে। মুঞ্জশ্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াও যেমন আদৃত ছিলেন, সেইরূপ বৌদ্ধগুরু বলিয়াও সম্মানিত হইতেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। সিংহলের ইতিহাসে দেখা যায়, রামচন্দ্র কবিভারতী নামক জনৈক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তথায় যাইয়া পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে সমস্ত বৌদ্ধমঠের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ কবি সন্ধ্যাকরও এইরূপ 'শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন-প্রতিবদ্ধ' গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী তমলুক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আলোকিত ছিল—বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক হিন্দু দেবমন্দিরের উচ্চ-চূড়ায় সুশোভিত ছিল।

Hiouen Thasang travelled from the Punjab to the mouth of the Ganges and made journeys into southern India * * * * In the south-west, Orissa was a stronghold of the faith. But at the seaport of Tamluk at the mouth of the Hugly the temples of the Brahmin Gods were five times more numerous than the Converts of the faithful.—*Imperial Gazetteer of India, Vol. IV. P. 258.*

হিউয়েন সাঙ্ পঞ্জাব হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এবং দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন, তৎকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক ব্রাহ্মণদিগের দেবমন্দির ছিল। ইহাঁরাও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

এই তমলুক হইতেই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য রাজন্য, বৈশ্যবণিকগণ সমগ্র ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় গৌড়ীয় হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী আর্য্য জাতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়া জগতের বরেণ্য হইয়াছিলেন *। চীনদেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী বহু সংখ্যক হিন্দু ব্রাহ্মণ দেখিয়া যান †। ইহারাও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের বংশধর।

---

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী সঙ্কলিত তমলুকের ইতিহাস।

† Elphinstone's History of India, Appendix IX.

গৌড়ে ব্রাহ্মণ্য শক্তি।

বঙ্গদেশে তখনও রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চ মহর্ষির শুভাগমন হয় নাই, তখনও বঙ্গের সামন্তরাজ শ্যামলবর্ম্মদেব তাঁহার শাকুন সত্র সম্পাদন করিবার জন্য শুনক গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আদিপুরুষ যশোধর মিশ্র মহাশয়কে আহ্বান করেন নাই, তখনও যবন অত্যাচারে বশিষ্ঠাদি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ ত্যাগ করিয়া বঙ্গে পলায়ন করেন নাই, এমন কি তখনও যবনদুন্দুভি দিল্লীর দ্বারে প্রতিধ্বনিত হয় নাই এবং গজনির মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধু নদী অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই। সেই সময়ের বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবস্থা আলোচনা করিলে বিশেষ প্রতীয়মান হইবে যে, গৌড়ীয় বৈদিক ঠাকুরগণই তাৎকালিক আর্য্যসমাজের কর্ণধার ছিলেন।

পালবংশীয় রাজাধিরাজ গোপালদেব হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ পাল পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্যলক্ষ্মী পালবংশের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। মধ্যে দিব্বোক, রুদোক ও ভীম পালবংশের হস্ত হইতে রাজসিংহাসন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। ৮ম শতাব্দীতে 'মাৎস্যন্যায়' অরাজকতা দূর করিবার জন্য জনসাধারণ বপ্যটতনয় গোপালদেবকে রাজ্যলক্ষ্মীর "কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন"। খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে গোপালদেবের গৌড় রাজ্য লাভের কাহিনী বিবৃত আছে। গরুড়স্তম্ভের ১ম, ২য় শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বীরদেবের পুত্র গর্গের মন্ত্রণাবলে ধর্ম্মপালদেব মগধাদিদেশ জয় করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র শ্রীদেবপালদেব দর্ভপাণির "নীতিকৌশলে নৃপহস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া, মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত হিমাচল পর্য্যন্ত, এবং সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণরাগরঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিম

সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" (৫)। নানা-মদমত্ত-মাতঙ্গজমদবারি-নিষিক্ত ধরণিতল-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরালসমাচ্ছন্ন করিয়া দিকচক্রাগত ভূপালবৃন্দের চির সঞ্চরমান সেনাসমূহ যাহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত। সেই দেবপাল (নামক) নরপাল (উপদেশ গ্রহণের জন্য) দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন (৬)। সুররাজকল্প [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রীবরকে] অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিত পদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন" (৭)।

প্রবল পরাক্রান্ত দেবপাল দেব স্বীয় সচিবের সম্মুখে "সচকিত" ভাবে কি কারণে উপবেশন করিতেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হইতে পারা যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জকর্ত্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার কথা আলোচনা করিলে জননায়ক মন্ত্রিগণকেই [King-maker] রাজনির্ব্বাচনকারী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সচকিত শব্দ প্রয়োগে [ইঙ্গিতে] সেই ঐতিহাসিক তত্ত্ব সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। নচেৎ কেবল মন্ত্রিবরের প্রতি পদোচিত সম্মান প্রদর্শন বিজ্ঞাপনার্থ "সচকিত" শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে বৌদ্ধনরপালগণের শাসন সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের সমুচিত পদ মর্য্যাদার অভাব না থাকিবারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অধ্যাপক কিলহর্ণ "অগ্রে" শব্দের অর্থ করিয়াছেন first offered him a Chair of State. ইহাতে মন্ত্রিবংশের কিরূপ প্রাধান্য ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অত্রি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি সেইরূপ তাঁহার এবং শর্করা দেবীর পরমেশ্বরবল্লভ শ্রীমান্ সোমেশ্বর [নামক] পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল (৮)। * * * *

শিব যেমন শিবার, হরি যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ গৃহাশ্রম প্রবেশ কামনায় রল্লা দেবীকে যথাশাস্ত্র [পত্নী রূপে] গ্রহণ করিয়াছিলেন (১০)।

"তাঁহাদিগের কেদার মিশ্র নামক তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ কার্ত্তিকেয় তুল্য (এক) পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার [হোমকুণ্ডোত্থিত] অবক্র-ভাবে বিরাজিত সুপুষ্ট হোমাগ্নি-শিখাকে চুম্বন করিয়া দিকচক্রবাল যেন সন্নিহিত হইয়া পড়িত। তাঁহার বিস্ফারিত শক্তি দুর্দ্দমনীয় বলিয়া পরিচিত ছিল। আত্মানুরাগ-পরিণত অশেষ বিদ্যা [যোগ্যপাত্র পাইয়া] তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। তিনি স্বকর্ম্মগুণে দেব-নরের হৃদয়-নন্দন হইয়াছিলেন।" *

"দর্ভপাণির পর তাঁহার পৌত্র কেদার মিশ্র দেবপালের মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করিয়া "তাঁহার পরামর্শ মতে গৌড়েশ্বর উৎকলকুল উৎকলিত করিয়া হূনগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রাবিড়-গুর্জ্জরনাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৩)"।

---

* এই শ্লোকে এক অর্থে কার্ত্তিকেয়কে অন্য অর্থে কেদারমিশ্রকে সূচিত করিবার জন্য অনেকগুলি দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশ্রপক্ষে "শিখি শিখা" হোমাগ্নি শিখা, কার্ত্তিকেয় পক্ষে ময়ূরপুচ্ছ। মিশ্রপক্ষে স্ফারশক্তি বাহুবল, কার্ত্তিকেয়পক্ষে "শক্তি" নামক অস্ত্র। মিশ্রপক্ষে বিদ্যা, জ্ঞান, কার্ত্তিকেয় পক্ষে "মাতৃকাগণ"; মিশ্রপক্ষে সৎক্রিয়া যাগযজ্ঞ, কার্ত্তিকেয় পক্ষে "অসুর-নিপাত"। মিশ্রপক্ষে 'জাতরূপ' প্রশাস্তরূপ কার্ত্তিকেয় পক্ষে কাঞ্চন। কার্ত্তিকেয়ের ধ্যানের সঙ্গেও ইহার কিছু সম্পর্ক আছে—

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতং
তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতং।

দশম শতাব্দের প্রারম্ভে দেবপালের মৃত্যুর পর, বিগ্রহপাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত হইবার এখনও ২৫০ শত বৎসর বাকী। বাদলস্তম্ভে এই বিগ্রহপাল শূরপাল নামে অভিহিত হইয়াছেন। "সেই বৃহস্পতি তুল্য কেদার মিশ্রের যজ্ঞ স্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু-সংহারকারী নানাসাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে, নতশিরে পবিত্র [শান্তি] বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৫)।"

অর্থাৎ গরুড়স্তম্ভের ১৫ শ্লোক দ্বারা অনুমতি হয় যে, কেদার মিশ্রের শাসন কৌশলে যুদ্ধবিগ্রহ দূরীভূত হইয়াছিল, বৌদ্ধরাজশাসনকালেও সনাতন বেদযজ্ঞে পূজা অর্চ্চনায় পবিত্র শান্তিতে শূরপাল ওরফে বিগ্রহ-পাল রাজ্য করিয়াছিলেন।

বিগ্রহপালের পত্নী মহারাণী লজ্জার গর্ভজাত নারায়ণ পাল পিতার মৃত্যুর পর গৌড় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন! সচিবশ্রেষ্ঠ কেদার মিশ্রের পুত্র গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠাতা রামগুরব মিশ্র নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। গরুড়স্তম্ভে অঙ্কিত ১৯ শ্লোক দ্বারা "বিজিগীষু" নারায়ণ পাল তাঁহাকে মাননীয় মনে করিতেন সূচিত হইয়াছে। গরুড়স্তম্ভের ১৯ হইতে ২৮ শ্লোক পর্য্যন্ত সচিবপ্রধান রামগুরব মিশ্রের নীতিকুশলতায় বেদ-বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ প্রভৃতি বিদ্যাবত্তার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন নারায়ণ পালের রাজত্বের ১৭শ বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই শাসনের আটটি শ্লোকে নারায়ণ পালের ন্যায়নিষ্ঠা দানশীলতা ও সাধু চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে।

গৌড়রাজমালা, ৩৩ পৃঃ।

পরিশিষ্টে গরুড়স্তম্ভের সমুদয় শ্লোকগুলি ও তাহার অনুবাদ অর্থ উদ্ধৃত করা হইল।

নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপালও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে, রাজ্যপাল "জলধিমূল-গভীরগর্ভ" জলাশয়ে এবং "কুলপর্ব্বত তুল্য কক্ষবিশিষ্ট দেবালয়" নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল পিতার পরলোক গমনের পর, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া "চিরতরে" "অবনীর একমাত্র ভর্ত্তা" ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (গৌড়রাজমালা ৩৪ পৃঃ)। ২য় গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহ পাল গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ২য় বিগ্রহপাল হইতে তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপাল দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই আনুমানিক ৯৮০ খ্রীঃ অব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া 'অনধিকারী' কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া ভূপালগণের মস্তকে চরণপদ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন। লামা-তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন যে, মহীপাল ৫২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সারনাথের শিললিপি হইতে জানা যায় যে, গৌড়াধিপ মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে (১০২৬ খ্রীঃ অব্দে) জীবিত ছিলেন। মহীপালদেব যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া পুণ্যতীর্থ কাশীপর্য্যন্ত রাজদণ্ড চালনা করিতে ছিলেন, তখন গজনীর মামুদ কান্যকুব্জের দ্বারে সাহি জয়পালকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত কান্যকুব্জাধিপতি, পুত্র আনন্দপাল, পৌত্র ত্রিলোচন পাল মামুদের গতিরোধ করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। মামুদ রাজ্য অধিকার করিতে আইসেন নাই; তিনি হিন্দুধর্ম্মের লোপসাধন কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া থানেশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, কালেঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের দেবমন্দির লুণ্ঠন ও বিগ্রহ পদদলিত করিয়াছিলেন; কিন্তু পুণ্যধাম কাশীধামের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। মহী-পালের সুব্যবস্থায় বারাণসী সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই মামুদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। 'কাম্বোজান্বয়জ' গৌড়পতির কবল হইতে বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়া গৌড়াধিপ মহীপালদেব অশোকের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ

পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর এবং পারত্রিক মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রাঢ়দেশে (মুর্শিদাবাদ জেলায়) "সাগরদীঘি", বরেন্দ্রে (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপালদাঘি" তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। মহীপালের পুত্র নয়পালও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া গৌড়রাজ্য অখণ্ড রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল এই তিন পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন। "রামচরিত" কাব্যে তৃতায় বিগ্রহপালের পুত্রের এবং পৌত্রগণের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া দুষ্কার্য্যরত [অনীতিকারম্ভরত] হইয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ শূবপাল ও রামপালকে লৌহ-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দ্বিতায় মহীপালের অত্যাচারে প্রজাবর্গ ও সামন্ত রাজগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। তখনকার জননায়ক রাষ্ট্রনীতিবিশারদ দিব্য বা দিব্বোক যুদ্ধে মহাপালকে নিহত করিয়া জনকভূ বা পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুজ রূদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। মহীপালের ভ্রাতা রামপাল গৌড় পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সামন্ত রাজগণকে বশীভূত করতঃ মাতুল মহন দেবের আশ্রয়ে তৎপুত্র শিবরাজের কৌশলে মহাবল রাজা ভীমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পালরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। এই গৌড়ীয় মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অভিনয়ে সামন্ত রাজগণ বলহীন হইয়াছিলেন। এই রামপালের বিজয়-কাহিনী রামচরিতে তাৎকালিক কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বর্ণনা করিয়াছেন। রাম পালের পর তৎপুত্র মদনপাল সিংহাসন লাভ করেন।

"প্রজাপুঞ্জের নির্বাচনক্রমে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রজা-শক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথ-ব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।" এই রাজবংশের প্রবল পরাক্রমশালী নরপাল দেবপাল দেবও, তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবর্গের সম্মুখে সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন বলিয়া বরেন্দ্রমণ্ডলের গরুড়স্তম্ভ লিপিতে উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়! ইহা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণশক্তির শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক নহে কি? সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিতেন। রামপালচরিতেও ভীমপাল ও তাঁহার পরাভবকারী ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব সেনবংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সতেজে স্বসম্মানে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার আর অধিক প্রমাণ দিতে হইবে না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময়ের বহু পূর্ব্বকাল হইতে গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণবংশ এক্ষণে কোথায়? রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত—এই কথা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না; কারণ তাঁহারা কয়েকশত বৎসর মাত্র বঙ্গে বাস করিয়াছেন। গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ বংশ যে একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই, এই কথাও সম্ভবপর নহে। পাঁচজন মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা ৯০০ শত বৎসরের মধ্যে যদি সমগ্র বাঙ্গালা ভারাক্রান্ত হইতে পারে সম্ভব হয়, তাহা হইলে মহাভারতীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পালবংশীয় রাজগণের শাসনকাল পর্য্যন্ত যে গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সতেজে সসম্মানে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের একটী অঙ্কুরমাত্র বর্ত্তমানে জীবিত নাই, ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অসম্ভব। মহাভারতে দেখা যায়, ভগবান পরশুরাম, ভারতসম্রাট্ ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক স্বীয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য, একবিংশতি বার ক্ষত্রিয় বংশকে

ধ্বংস করিয়াছিলেন, তথাপি পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, পরশুরামের ন্যায় কোন তেজস্বী মহাপুরুষ বঙ্গের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন ? কেহ কি পুরাণ ইতিহাসে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? কথনই না। আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বংশপরম্পরায় এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন, গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ কাহাবা ? পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবর।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কোন্ কোন্ গোত্র ও প্রবর ছিল? গোত্র ও প্রবরের ইতিবৃত্তই বা কি? এই সকল বিষয় নিয়ে লিখিত হইতেছে।

মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। পরিচয় স্থলে ব্রাহ্মণের কোন্ বেদ, কোন্ গোত্র ও কোন্ প্রবর বলিতে হয়। মদীয় পিতৃদেব সন্ধ্যার পর আমাকে কুলপরিচয় শিক্ষা দিতেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, কত কালের ব্রাহ্মণ? প্রশ্ন করিয়া ভৃগুভারতসংহিতার শ্লোক মুখস্থ করাইয়া দিতেন:—

যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবদ্বিপ্রকুলে বয়ম্॥

সৃষ্টির পর ক্রমশঃ জন সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া, ঋষিগণ নৈকট্য-বিবাহ নিষেধ উদ্দেশ্যে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্র বিবাহ নিষেধ করিয়া দিলেন।

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা।

আর্য্য ঋষিগণ হোমধেনু পালন করিতেন। তাঁহাদের সন্তান ও শিষ্যগণ এই হোমধেনু রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু হইতে নিজ নিজ গোধেনু সকলের ত্রাণ করিবার জন্য আশ্রমের নিকটেই গোচারণ ক্ষেত্র থাকিত। এই গোচারণ ক্ষেত্রের নামই গোত্র ছিল অর্থাৎ যাহা দ্বারা গরু ত্রাণ পায়। কালক্রমে একস্থানে বহু ঋষির গোচরণ স্থান থাকিত। প্রত্যেক ঋষির নামানুসারে গোচরণ ক্ষেত্রের নামকরণ হইত। পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল ঋষি হইতে যত সন্তান বা শিষ্য জন্মিল, তাঁহারা নিজ নিজ গোত্রকারক পূর্ব্ব ঋষির নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এই গোত্র পরিচয় দ্বারা কোন্ ঋষির বংশ-জাত বা কোন্ ঋষির শিষ্যসম্প্রদায়ভূক্ত তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারা যাইত। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ নিজ নিজ গুরু বা পুরোহিতের গোত্রানুসারে পরিচিত হইয়া থাকেন। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া গোত্র প্রবর্ত্তন করেন। তজ্জন্য ক্ষত্রিয়কুলজাত ঋষিকেও গোত্রসংস্থাপক দেখা যায়। আশ্বলায়ন-শ্রৌত সূত্রানুসারে পুরোহিতের গোত্রই ক্ষত্রিয়ের গোত্র স্থির হইয়াছে যথা—পুরোহিতপ্রবরোরাজ্ঞাং।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাণাম্ গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং।
তথান্যবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥*

অগ্নিপুরাণ।

এই জন্য অনুলোম-বিবাহ-সঞ্জাত বর্ণসঙ্কর ও শূদ্রগণের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সমান গোত্র ও সমান প্রবর সঞ্জাত বংশে বিবাহ নিষেধ; যথা :—

"ইতি আচার মাধবীয় মদন পারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ। সমানগোত্র-প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ। অস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

সমান প্রবরত্বং সংজ্ঞা সংখ্যয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বেন, ভিন্নগোত্রত্বেঽপি সমানপ্রবরত্বম্। যথা বাৎস্যসাবর্ণিগোত্রয়োরৌর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্ন বৎ

প্রবরাঃ। একগোত্রেঽপি প্রবরান্তত্বং তথাচ ঘৃতকৌশিকগোত্রস্য কুশিক-কৌশিক-ঘৃতকৌশিক-প্রবরাঃ কৌশিক-কুশিক-বন্ধুলাশ্চেতি প্রবরাঃ। অতো গোত্র প্রবরয়োঃপৃথক্ নির্দ্দেশঃ।

গোত্রাণি তু তত্তন্নামক গোত্রভাগীনি, বংশপরম্পরা-প্রসিদ্ধমাদিপুরুষ-ব্রাহ্মণরূপং গোত্রং তেন কাশ্যপঃ গোত্রং যস্য স কাশ্যপ গোত্রঃ। প্রবরস্তু গোত্র প্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তকো মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ।"

উদ্বাহতত্ত্বম্।

মনুতে চতুর্বিংশতি গোত্রের উল্লেখ আছে যথা :—

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজোগৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ।
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়বশিষ্ঠকৌ।
বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
ঘৃতকৌশিকমৌদ্গল্যৌ অ্যালম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকীরোহিতস্তথা।
বৈয়াঘ্রপদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতির্বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ॥

মনুর শেষ অবস্থায় ১৮ জন ঋষি উক্ত ২৪ শ গোত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথক্ বংশ সৃষ্টি করেন। বৃহন্মনুর সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২টী গোত্র গণিত হয়। যথা :—

জমদগ্নির্ভরদ্বাজোবিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
সৌকালীনকমৌদ্গল্যৌ পরাশর বৃহস্পতী॥

কাঞ্চনোবিষ্ণুকৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয়ঃ কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিন্যোগর্গসংজ্ঞকঃ॥
আঙ্গিরস ইতি খ্যাতঃ অনাব্লকাখ্য সংজ্ঞিতঃ।
অব্য জৈমিনি বৃদ্ধ্যাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এবচ।
সাবর্ণালম্যানৌ বৈরাগ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ॥
শক্তিঃ কাণ্বায়নশ্চৈব বাসুকির্গৌতমস্তথা।
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।

ইতি কুলদীপিকাধৃত ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপে।

সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ।

বাৎস্য কাশ্যপ সাবর্ণাঃ শাণ্ডিল্যাগ্নিস্তথাপরঃ।
দাল্‌ভ্য গোতমৌ কর্ম্ম্যঃ রঘুঃ পুণ্ডরিকস্তথা।
আলম্যানোবশিষ্ঠশ্চ পরাশরস্তথাপরঃ।
শক্তিঃ কাঞ্চনোবিষ্ণুশ্চ কৃষ্ণাত্রেয়মহাতপাঃ।
আঙ্গিরসঃ কৌশিকশ্চ পৈণ্ডবস্তদনন্তরঃ।
ভরদ্বাজোমৌদ্গল্যশ্চ কাত্যায়নোমহাব্রতঃ।
হংসোসৌপায়নশ্চৈব কৌণ্ডিন্য গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে॥

ধারাবাহিক ঐ সকল গোত্রপ্রবর-সঞ্জাত পুত্রগণ ঋষিযুগের অবসানে আদর্শপুরুষ, শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মরাজ মহারাজ যুধি-

স্থির পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে সকলেই 'জাতি ব্রাহ্মণ' হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষার্থ স্ব স্ব আদি পুরুষ ও ঐ বংশীয় আর কতকগুলি প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণকে নিত্য স্মরণার্থ আদি পুরুষকে গোত্র ও প্রবর্ত্তকগণকে প্রবর স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদিতে গোত্রপ্রবর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ গোত্রের কোন্ প্রবর এবং তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১। শাণ্ডিল্য	১ শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল ২ কাশ্যপ, অসিত, দৈবল	—শাণ্ডিল্য কশ্যপের পৌত্র অসিত দেবল কশ্যপ-বংশীয়
২। কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।	—মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ সন্তানেরা কাশ্যপ। অপসার, নৈধ্রুব; ইঁহারা উভয়েই কশ্যপ বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
৩। বাৎস্য ও ৪। সাবর্ণ	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নবৎ	বাৎস্য সাবর্ণ উভয়েই ভৃগুবংশীয়। ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ব্ভে চ্যবন ও আপ্নবানের জন্ম হয়। আপ্নবানের পুত্র ঔর্ব্ব্য, তদাত্মজ জমদগ্নি। ভার্গব শুক্রের অপর নাম।
৫ ভরদ্বাজ।	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	—অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি তৎপুত্র ভরদ্বাজ। অঙ্গিরার পুত্র আঙ্গিরস। বৃহস্পতির পুত্র বার্হস্পত্য।

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
৬। গৌতম।	গৌতম অপসার, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।	অঙ্গিরাবংশীয় গৌতমাপত্য।
৭। সৌকালিন।	সৌকালিন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপসার, নৈধ্রুব।	সৌকালিনের পরিচয়, অজ্ঞাত
৮। কম্বিষ	(প্রবর অজ্ঞাত)	(পরিচয় অজ্ঞাত)
৯। অগ্নিবেশ্ম	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় নরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্মের জন্ম হয়। নবদ্বীপ নিবাসী রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।
১০। কৃষ্ণাত্রেয়।	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস	(পরিচয় অজ্ঞাত)।
১১। বশিষ্ঠ।	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	—বশিষ্ঠ এবং অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র। সাঙ্কৃতি অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
১২। বিশ্বামিত্র।	বিশ্বামিত্র, মরীচি কৌশিক।	—বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়া গোত্র প্রবর্ত্তন করেন। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।
১৩। কুশিক।	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।	

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১৪। কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য।	
১৫। ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক। ঐ ঐ ঐ বন্ধুল। ঘৃতকৌশিক, বিশ্বামিত্র, দেবরাট।	
১৬। মৌদগল্য।	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ	মৌদগল্য অঙ্গিরাবংশীয়। চন্দ্রবংশীয় হর্য্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল হইতে মৌদগল্য হয়। ঐ গোত্রে কৃপাচার্য্যের জন্ম হয়।
১৭। আলম্যান।	আলম্যান, শালঙ্কায়ণ, শাকটায়ণ।	(পরিচয় অজ্ঞাত)
১৮। পরাশর।	বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর	—মিত্রাবরুণের যজ্ঞে কলস হইতে বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর।
১৯। সৌপায়ন।	ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ	পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।
২০। অত্রি।	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।	অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তৎপুত্র আত্রেয়। শাতাতপের পরিচয় অজ্ঞাত।
২১। বাসুকি।	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।	
২২। রোহিত।	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত।	—পরিচয় অজ্ঞাত।
২৩। বৈয়াঘ্রপদ্য।	সাঙ্কৃতি	ঐ
২৪। জামদগ্ন্য।	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ।	—জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য।

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১।	অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	
২।	বৃহস্পতি	(প্রবর অজ্ঞাত)	অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি
৩।	কাঞ্চন	অশ্বথ, দেবল দেবরাজ।	
৪।	বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।	
৫।	কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।—কাত্যায়ন কশ্যপ বংশজ অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র।	
৬।	আত্রেয়,	আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য।	
৭।	কাণ্ব	কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল। পুরুবংশে অপ্রতিরথ জন্মে। 'তস্যপুত্র কণ্ব, তস্যপুত্র মেধাতিথি, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভুবুঃ' (বিষ্ণুপুরাণং ৪ অংশঃ ১৯ অধ্যায়ঃ)। মেধাতিথি ঋগ্বেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইহার বংশে মৃত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন।	
৮।	সাঙ্কৃতি	অবাহ, আরাত্রি, সাঙ্কৃতি।	মন্ত্রকৃৎঋষি ক্ষত্রবংশ।
৯।	কৌণ্ডিন্য	কৌণ্ডিন্য, স্তিমিক, কৌৎস্য।	
১০।	গর্গ	গর্গ, কৌস্তভ, মাণ্ডব্য।	
১১।	আঙ্গিরস	আঙ্গিরস বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	
১২।	অনাবৃক	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।	
১৩।	অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।	
১৪।	জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।	
১৫।	বৃদ্ধি	কুরু, বৃদ্ধাঙ্গির, বার্হস্পত্য।	
১৬।	শক্তি	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ।	
১৭।	কাণ্বায়ন	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপস্মার, আজমীঢ়।	

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১৮।	শুনক	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।	—ঔর্ব্ব্যের পুত্র প্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুন, তৎপুত্র শৌনক, আয়ুর বংশে গৃৎসমদ, তৎপুত্র শৌনক ক্ষত্রবংশ।
১৯।	রঘু		
২০।	হংসঋষি		
২১।	কম্ম্য		ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।
২২।	পুণ্ডরিক।		
২৩।	গৌতম	গৌতম, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব	গৌতম অঙ্গিরার পুত্র ক্ষত্রবংশ।
	গোতম	গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	
২৪।	গর্গ	মাণ্ডব্য, কৌস্তভ, গর্গ এবং (মৎস্যপুরাণে) অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শিনি, গর্গ, ভরদ্বাজ।	

"অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা, দেবচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভরদ্বাজস্তথা গর্গঃ শিনিশ্চ ভগবান্ ঋষিঃ॥
ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"—মৎস্যপুরাণং ১৯৫ অধ্যায়ঃ।

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
২৫।	শৌনক	সুনহোত্র, গৃৎসমেদ।	—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার আয়ু নামাপুত্রের ক্ষত্রবৃদ্ধ নামে সন্তান জন্মে, তৎপুত্র সুনহোত্র, তৎপুত্র গৃৎসমেদ, তৎপুত্র শৌনক।

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাবভূব॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৮ম অধ্যায়ঃ।

গোত্র		প্রবর	পরিচয়।
২৬।	গর্গ	... ...	—গর্গের পুত্র শিনি। শিনি হইতে গার্গ্য ও শৌন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

"গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৌন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা
দ্বিজাতয়ো বভুবুঃ॥"—বিষ্ণুপুরাণং।

২৭।	কৌশল্য	কৌশল্য, অসিত, দেবল।	
২৮।	দালভ্য		
২৯।	ঋষ্যশৃঙ্গ	ঔর্ব্বচ্যবনেত্যাদি	বিভাণ্ডকঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টিবশতঃ দুর্ভিক্ষ হইলে অঙ্গরাজ লোমপাদ ঋষির আশ্রম হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে ঋষির অজ্ঞাতে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিবামাত্র ইন্দ্রদেব বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করেন।
৩০।	দেব		
৩১।	ঋষি অলক	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
৩২।	হংসল	গোয়েল, হংসল, বাসল, দেবল।	
৩৩।	আলাদ স	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
৩৪।	কর্ণঋষি।	ঐ	

মৎস্যপুরাণেও ৯২ জন মন্ত্রকৃৎ গোত্রকারক ঋষির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

এবং মন্ত্রকৃতঃ সর্ব্বে কৃৎস্নশশ্চ নিবোধত।
ভৃগু কাশ্যপ প্রচেতা দধীচো হ্যাত্মবানপি॥

ঔর্ব্বোহথ জমদগ্নিশ্চ বেদঃ সারস্বতস্তথা।
আর্ষ্টিষেণশ্চ্যবনশ্চ বীতহব্যঃ সুবেধসঃ॥
* * * *
অসিতো দেবলশ্চৈব ষড়েতে ব্রহ্মবাদিনঃ।
অত্রিরর্চ্চনানাশ্চৈব শ্যাবশ্বোহথ গবিষ্ঠরঃ।
* * * *
ত্রর্ষিষ্ঠা গন্তয়ো হ্যেতৌ বিজ্ঞেয়ৌ মন্ত্রবাদিনৌ।
ভলন্দনশ্চ বৎসশ্চ সঙ্কীলশ্চৈব তেত্রয়ঃ॥
এতে মন্ত্রকৃতো জ্ঞেয়া বৈশ্যানাং প্রবরাঃ সদা।
ইতি দ্বিনবতিঃ প্রোক্তা মন্ত্রায়ৈশ্চ বহিষ্কৃতাঃ॥

মৎস্যপুরাণম্ ১৪৫।৯৮-১১৭।

আশ্বলায়ন বৌধায়ন কাত্যায়ন আপস্তম্ব প্রভৃতি শ্রৌতসূত্রকারগণ ৭০০ গোত্রকারক ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ এই সাতজন ঋষিই যে আদি গোত্রকারক তাহা বৌধায়ন সূত্রে লিখিত হইয়াছে।

পালবংশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রিবংশের গোত্র যে শাণ্ডিল্য, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তাঁহারা যে বঙ্গের রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নহেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছে, তাহাও ৪র্থ অধ্যায়ে প্রমাণিত হইয়াছে। যে সমস্ত গোত্রকারক ঋষির কথা এই অধ্যায়ে লিখিত হইল, সেই সমস্ত ঋষিসন্তান ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ কলিঙ্গ সনাতন আর্য্যধর্ম্মে আলোকিত ছিল, তাহা মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানসন্ততিগণ আজও বাঙ্গালাদেশে বাস করিতেছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা বিশেষ-রূপে আলোচনা করা যাইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

রাঢ়ীকুলজ্ঞ নুলো পঞ্চাননের ব্রাহ্মণ-বিচার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল গোত্র প্রবর ও মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ জনশ্রুতিমূলক আদিশূরের জন্ম গ্রহণের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিয়া বঙ্গভূমির গগনমণ্ডল যজ্ঞির হোমধূমে আচ্ছাদিত করিতেন। তান-লয়-যুক্ত উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে বেদধ্বনিতে বঙ্গভূমি মুখরিত করিতেন; তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-ভ্রমণ প্রসঙ্গে মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজ সেবিতম্॥ ১১৪।৪-৫

বহুগোত্রের ব্রাহ্মণ, কেবল মাত্র পাশ্চাত্য বৈদিক ও গৌড়াদ্য বৈদিক এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে দেখা যায়। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য গোত্রের ব্রাহ্মণ নাই। কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের ৪৩ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্রের মতে

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ আগমন করেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথাবেদ প্রসিদ্ধকঃ।—কুলরাম।

দেবীবর ঘটকের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস্য গোত্রীয় বীতারাগ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, সাবর্ণ গোত্রীর সৌভরি গৌড়ে আইসেন :—

শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

আবার বারেন্দ্র-কুলজ্ঞেরা বলেন—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর, এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আইসেন :—

"নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ।
পরাশরশ্চ সাবর্ণঃ।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৩ পৃঃ।

ব্রাহ্মণপঞ্চকের নাম লইয়া মতভেদের কথা লিখিত হইল। আবার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে প্রকাশিত 'গৌড়রাজমালায় আদিশূরের অনৈতিহাসিকতার কথা আলোচিত হইয়াছে। আদিশূর নামে সত্য-সত্যই কোন একজন রাজা বর্ত্তমান ছিলেন কি না, তাহা বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আদিশূরের অস্তিত্ব

সম্বন্ধে দৃঢ়প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি আদিশূরের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অপ্রমাণ্য, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী জনশ্রুতি মাত্র। সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণানয়ন কাহিনী "বুড়া-ঠান্‌দিদির রূপ কথায়" পরিণত হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে রাঢ়ীয় ঘটক ঠাকুরগণের কুলপঞ্জিকা অবলম্বনে "ব্রাহ্মণ বিচার" অধ্যায় আলোচিত হউক।

এই ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যাপার ৯৫৪ শকাব্দায় ঘটিয়াছিল।

"বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকদত্ত প্রমাণং।

অতএব প্রায় ৮৮১ বৎসর হইল, বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষের আগমন হইয়াছিল। আবার ১০০১ শকে অর্থাৎ ৪৭ বৎসর পরে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন। অতএব রাঢ়ী বারেন্দ্র,পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের আদি ব্রাহ্মণ নহেন। তাঁহাদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বঙ্গের ব্যাস বৈদিক ব্রাহ্মণ গৌড়ীয় সৎব্রাহ্মণ কি না। এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ রাঢ়ীয় ঘটকদিগের কুলকারিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কারণ বাদীর তরফ (Prosecution side) হইতে আসামীর সাফাএর (Defence) সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারিলেই আসামী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আসামীকে আর পৃথক্ সাফাই দিতে হয় না।

প্রাচীন কুলজ্ঞ নুলো পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের গোষ্ঠী কথা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্টে নিম্নোদ্ধৃত কারিকাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা'ছাড়া বামন নাই
যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর।"

পঞ্চানন মুলো কয়, কান্যকুব্জ পরিচয়,
উভয় কুলে শতাধিক উনষাটি।
তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি॥
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজ-যাজী কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর॥
এব বাঁশে জন্ম ডাকে, ব্যজন আর ধনুকে,
প্রাণ দানে আর নাশে, ত্যাজ্য, গ্রাহ্য, গুণ দোষে॥
তাই পিতৃ উপদেশে, ক্ষুধাতেও না বিনাশে,
নিষাদীরত ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট দ্বিজে।
গরুড় কহিল উঠ, ব্রহ্ম-বংশে জন্ম বট,
গলা জ্বলে লয়ে সে প্রিয়া অন্ত্যজে।"—৩৮৭।৩৮৮পৃষ্ঠা।

সেন-রাজানুগৃহীত পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বসবাস করিবার জন্য বঙ্গদেশে ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণ নাই ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় মনোযোগের সহিত উদ্ধৃত কবিতার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন, অনেক সত্য দেখিতে পাইবেন। মুলোপঞ্চানন উভয় কুল অর্থাৎ রাঢ়ী-বারেন্দ্রকুলে একশত উনষাটি গাঁই স্বীকার করিলেন। আর রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মাত্র সুদ্বিজ যাজন করিতেন, কদাচ একজ অর্থাৎ শূদ্র যাজন করিতেন না। আবার মুলো স্বীয় কবিতার মধ্যে—

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই। তা ছাড়া বামন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর। সাতশতী আর পরাশর"॥

এই প্রাচীন গাথা তুলিয়াছেন। ইহাতে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই" অর্থাৎ রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু শত গাঁই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃত হয় নাই। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ মুলো পঞ্চানন মহাশয়

এক বাঁশ হইতেই প্রাণদাতা ব্যজন ও প্রাণনাশক ধনুকের উৎপত্তি ও গুণে গ্রাহ্য, দোষে ত্যাজ্য, যুক্তি দেখাইয়া গুণী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জীয় সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। মহাভারতের উক্তি মত নিষাদী কন্যায় উপরত ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে গরুড় গলাধঃকরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাতকের কারণ গরুড়ের গলা জ্বলার কথা তুলিয়া, নীচ ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়া লইলেন।

উল্লিখিত কারিকায় বিশুদ্ধ কনোজিয়া বারেন্দ্রদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"এই কারিকা রাঢ়ীয়দিগের বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।"—২১-২২ পৃষ্ঠা।
"ইহা রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগকালে বল্লালের সময় সৃষ্ট।"—২৭৬-২৭৮ পৃষ্ঠা।

অতএব দেখা যাইতেছে, বল্লালের সময় বা তৎপূর্ব্ব হইতেই কনোজ ব্রাহ্মণ, সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান ছিলেন। যে রাঢ়ীগণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করেন নাই, তাঁহারাই সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন—পরাশর ব্রাহ্মণ কাহারা?

উত্তর—পরাশর ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণ। কারণ ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর, যশোহরের কিয়দংশ অঞ্চলে মাহিষ্যগণের নাম "পরাশর দাস"। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নাম পরাশর ও লালমোহন বিদ্যানিধির মতে একটী "সচ্ছূদ্র সদৃশ" "অনুপনীত মাহিষ্য" জাতির নামান্তর "পরাশর দাস"। এই উভয় কথার সামঞ্জস্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পরাশর ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব বঙ্গের আর্য্য কৈবর্ত্তগণ, ঐ অঞ্চলের অনার্য্য অন্ত্যজ জালিক কৈবর্ত্তগণ হইতে আপনাদের পার্থক্যনির্ণয় জন্য এবং আপনাদের পুরোহিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'পরাশর ব্রাহ্মণের দাস' এই অর্থে 'পরাশর-দাস' নাম ব্যবহার করেন।

পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর নাম প্রাপ্তির সম্বন্ধে কথিত আছে যে, "আদিশূরের বহুপূর্ব্বে পরাশর গোত্রীয় একজন সমাজপতি আপন স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ-গণকে লইয়া একটি দল গঠিত করেন এবং স্বীয় গোত্রের নামানুসারে ঐ দলকে পরাশর নামে অভিহিত করেন"। মাননীয় রিজলি সাহেবও "পরাশর দাস" ও "পরাশর ব্রাহ্মণের" কথা লিখিয়াছেন। ইহারাই পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত ও তৎপুরোধা ব্রাহ্মণ। ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার "কুলকালিমা" গ্রন্থের ৩৬শ পৃষ্ঠায় মাহিষ্যগণের আশ্রয়ে অত্যাচারী রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচারপ্রপীড়িত পরাশর ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ সমাজ গঠনের ইতিবৃত্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব প্রমাণ হইল যে, পরাশর ব্রাহ্মণ বঙ্গের আদিব্রাহ্মণ। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি ও হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন সম্পর্কে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-প্রণেতা বালবলভী-ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাও এই পরাশর ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহে অস্ফুট আলোক প্রদান করে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

বিশ্বনিন্দক নুলো পঞ্চানন ইঁহাদিগকে অবৈদিক, নামে মাত্র দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার, বিশেষণ দিয়া নিন্দা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কখন কৃত্রিম ব্রাহ্মণ এই পাপ কথা মুখে আনিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার কারিকাতেই ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"তাদের যাজ্য শূদ্র দ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ থাটি।
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজ-যাজী, কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর।"

সম্বন্ধ-নির্ণয়, পরিশিষ্ট, ৩৮৭।৩৮৮ পৃষ্ঠা।

অন্ত্যজযাজী (সাতশতী), কৌণ্ডিন্য (বর্ত্তমানে অপরিচিত), ব্যাস (হাওড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ ব্যাসোক্ত

নামে অপরের নিকট পরিচিত ; ঐ ব্যাসোক্ত শব্দই সংক্ষেপে পদ্যে "ব্যাস" নামে লিখিত হইয়াছে), পরাশর (পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষি কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণের নাম) ব্রাহ্মণকে মুলোপঞ্চানন, মাত্র অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার বলিয়াছেন। তিনি এই ব্রাহ্মণের সামাজিক অমর্য্যাদা সম্বন্ধেও বলিয়াছেন—"ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞান হীন।

তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

ব্যাস ও সাতশতী বেদজ্ঞান হীন বলিয়া সামাজিক মর্য্যাদাহীন হইয়াছেন। বিশ্বনিন্দকের নিন্দা সম্পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্য অধিকতর মূল্যবান্। মুলোপঞ্চানন অনেকেরই অযথা নিন্দা করিয়াছেন। জগৎপূজ্য চৈতন্য দেব, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি মুলোর হাত হইতে নিস্তার পান নাই, তা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের কথা ত দূরের কথা। মুলোর কারিকা :—

"চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর যারে করে মাথ॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্ট মতি বড়।
মাতাপত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥"

মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-যাজী ব্রাহ্মণ যে বঙ্গের আদি-ব্রাহ্মণ, তাহার অন্যতম প্রমাণ, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের গোত্র প্রবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অবগত হওয়া যায়। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিম্ন

লিখিত গোত্র গুলি পাওয়া গিয়াছে। যথা—১ শাণ্ডিল্য, ২ গৌতম, ৩ হংসঋষি, ৪ ঘৃতকৌশিক, ৫ কর্ণঋষি, ৬ রঘুঋষি, ৭ দালভ্য, ৮ পুণ্ডরীক, ৯ কাত্যায়ন, ১০ আলম্যান, ১১ মৌদ্গল্য, ১২ সাবর্ণি, ১৩ ভরদ্বাজ, ১৪ কাশ্যপ ১৫ বাৎস্য। এই সকল গোত্র ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গে আরও কতিপয় গোত্রেব অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা—বশিষ্ঠ, পরাশর কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৃষ্ণাত্রেয়, আঙ্গিরস, শক্তি, কৌণ্ডিল্য ও সৌপায়ন। বঙ্গীয়মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদার কারণ কেবল মাত্র ঈর্ষা ও দলাদলি। সেনরাজগণ বাহুবলে মাহিষ্য রাজাদের উপব আধিপত্য স্থাপন করিয়াও সহজে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তদবধি জেতা ও জিত এই দুই জাতির মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত হয়। সেনরাজগণ ও তাঁহাদের অনুগত জাতিগণ ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের পুরোহিত-বর্গকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জলবিম্বের ন্যায় সেনরাজগণের অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছে। কালের অনন্তগর্ভে সেনবংশ বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন আর বঙ্গে তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু মাহিষ্য জাতির রাজ-চিহ্ন-ধ্বজা অদ্যাপি স্থানে স্থানে উড্ডীন হইতেছে। শাস্ত্রীয় ঐতিহাসিক ও ব্যবহারানুরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণসত্ত্বেও কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি ইহাঁদিগকে ও তৎপুরোহিতগণকে সমাজের চক্ষে নীচ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে।

মাহিষ্য জাতি, সেনবংশের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অতিশয় প্রবল ছিল, তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে; ইংরাজরাজদপ্তরে তাহার কাহিনী বিবৃত আছে। সেনগণের অভ্যুদয়ে মাহিষ্যগণ অভিভূত হইয়া পড়েন, তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বযাজক পরিত্যাগ করেন নাই নূতন যাজকও গ্রহণ করেন নাই; এই তেজস্বিতাটুকু মাহিষ্য জাতির মহাগ্লানির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কনৌজাগত পঞ্চ যাজ্ঞিকের সন্তানগণ সপ্তশতীকে স্বদলে স্থানদিয়া, রাঢ়ীয় চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া, নবশাখ জাতির পৌরোহিত্য

করিতে লাগিলেন। এমন কি, খাঁটি শত শত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখের যাজকতা করিয়া শূদ্রযাজক নামে পরিচিত হইয়া উচ্চতম সমাজে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন অর্থাৎ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী কনৌজ ব্রাহ্মণের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে লাগিলেন, তখনও মাহিষ্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করিল না। কনৌজাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের সন্তানগণ প্রথমে শূদ্রযাজন করেন নাই, যথা—

"তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি।"—সম্বন্ধ-নির্ণয়।

নুলোর সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও বৈশ্য, কায়স্থ ও নবশাখ জাতি বিশুদ্ধ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যাজ্য ছিল না, কারণ বৈদ্য, কায়স্থ নবশাখ কেহই সুদ্বিজ নহেন।

যদি বলেন, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য লইয়াই বঙ্গদেশে আইসেন; বৈদ্যজাতি প্রথম হইতে তাঁহাদের যাজ্য ছিলেন, তবে এখন না থাকার কোন হেতু নাই। তদুত্তরে দেখা যায়, বৈদ্যজাতি প্রথম হইতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যাজ্য থাকিলেও পরবর্ত্তিকালে কান্যকুব্জীয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন, যথা—

"একদিন রাজা (মাধব) জিজ্ঞাসিলেন পঞ্চগোত্রীয়ে
মহাবংশ কুলীন আদি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে।
কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত
কি হেতু ত্যেজিলে বৈদ্য, ছিলে পুরোহিত।
তখন—উত্তরিলা মহেশাদি যতেক সুকৃতি
(উত্তর)—বৈশ্য ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য।
তাই কান্যকুব্জি বৈশ্য না করে যাজন।
সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলে গণ্য
বৈশ্যকুল শূদ্রবৎ............অধম্য।

(অতএব)—সৎ শ্রোত্রিয়ে আর কুলীন তনয়ে।

যাজন ত্যাজে রাজার, শূদ্র ব'লে ভয়ে॥

সম্বন্ধ নির্ণয় ৫৮৪—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ পঞ্চগোত্রীয়গণ বৈদ্যকে পতিত জানিয়া তাহাদের যাজন ত্যাগ করেন। কিন্তু রাজার ভয়ে বৈদ্যকে পতিত না বলিয়া শূদ্র বলিয়া প্রকাশ করতঃ চতুরতাক্রমে বল্লালের যাজকতা ত্যাগ করেন। পাঠকগণ দেখুন, ঘটকের কথা মত সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন বল্লালকে পতিত জ্ঞানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ত্যাগ করিলেন। বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ যখন বাঙ্গলার সার্ব্বভৌম রাজরাজেশ্বর বল্লালসেনকে যাজন করেন নাই, তখন কায়স্থ নবশাখের কথা ত সুদূর-পরাহত। তবে এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কনোজিয়াগণ আদিশূরকে কেন যাজন করেন? নুলোপঞ্চানন এই প্রশ্নেরও সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন :—

" আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী

উচ্চ মাতা নীচ পিতা অপকৃষ্ট জাতি "।

অর্থাৎ আদিশূর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু বৈদ্য অপেক্ষা উচ্চজাতি যে ক্ষত্রিয়, তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। নীচজাতীয় পুরুষ হইতে প্রতিলোম-ভাবে উচ্চজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর হয়।

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।

অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্ম-বিগর্হিতাঃ॥

বিষ্ণুসংহিতা।

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ

প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।

নারদ সংহিতা।

অতএব আদিশূরের সন্তান প্রভৃতি বৈদ্য হইতে নীচ বর্ণ-সঙ্কর জাতি

হইয়া যান ; সুতরাং তাঁহারা সদ্‌ব্রাহ্মণের অযাজ্য হন, ইহাই রাঢ়ীয় ঘটক ঠাকুরগণের মত। আমরাও বলি, আদিশূর যে জাতীয় লোক ঐ জাতীয় লোক বাঙ্গালায় আর নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ কনোজিয়ার যাজ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কোন জাতি নাই ; থাকিলে অবশ্য তাহার অস্তিত্ব থাকিত। কিন্তু তাহা নাই কেন, কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি ?

কায়স্থ-কুলভূষণ শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার অমিয় নিমাই-চরিত গ্রন্থের ১/০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—"চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে নবশাখের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জল পান করিলে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিলে কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাটীতে গেলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন।" অতএব শিশির বাবুর মতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবশাখগণ সমাজে অচল ছিল ও সদ্‌ব্রাহ্মণ তাহাদের বাটীতে যাওয়া মাত্র পতিত হইতেন। রঙ্গপুর জেলার অনেকস্থানে ও শ্রীহট্টে নবশাখের মধ্যে মালাকার, তাঁতি, মোদক ও কুম্ভকারের পুরোহিত এক নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যথা—

"The following castes of the Nobashakha group do not enjoy the ministration of Srotria Brahmin......... Mali, Tanti, Modak, Kulal (Kumar)".

Gait's Account of Sylhet 1891.

পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে, বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ রাজা বল্লালের পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানগণ নবশাখ জাতির যাজন করিয়া গ্রামযাজী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কি হইতে পাবে ? অতএব যাঁহারা ধীরে ধীরে বৈদ্য ও কায়স্থের যাজন করিয়া একটু সাহস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে ক্রমশঃ নবশাখ-দিগের পর্য্যন্ত যাজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে নবশাখযাজী নিকৃষ্ট বলিয়া, ধনী নবশাখগণ বিশুদ্ধ কনোজিয়ার বাটীতে গিয়া পূজা দিয়া

অল্পে অল্পে ঘনিষ্ঠতার বীজ রোপণ করিতেন। পরে কনোজিয়াগণও নবশাখের বাটীতে যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যে উপদেষ্টা স্বরূপে উপস্থিত থাকিয়া ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন; শেষে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরোহিতকে ছাড়াইয়া তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখন যে সমস্ত বিশুদ্ধ কনোজিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহারা. বৈদ্য, কায়স্থের যাজনা করা দূরের কথা, যে সকল ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থের ও নবশাখের যাজন করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, তাঁহাদের বাটীতে ভোজনও করেন না। অতএব কায়স্থ-নবশাখ কনোজিয়া-যাজক পাইয়া তাঁহাদের মান বজায় করিতে পারেন না এবং নিজেরাও তজ্জন্য অত্যুচ্চ জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"কায়স্থের পুরোহিত ও নবশাখের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্র যাজক, শূদ্র শিষ্য রাখেন ও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্টবংশ-সম্ভূত হইলেও অশূদ্র-প্রতিগ্রাহীর নিকট মর্য্যাদা-সম্পন্ন নহেন, সামান্য কুলব্যক্তির কথা সুদূর-পরাহত।"

দেখুন, বৈদ্য কায়স্থ ও নবশাখ ইহারা কেহই বিশুদ্ধ কনোজিয়ার যাজ্য হইলেন না, সকলকেই নূতন পুরোহিত গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু মাহিষ্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করিলনা। ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালসেনের পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন, তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ইঁহারা যে নবাগত নহেন, তাহা কনোজিয়ার গাঁই মেল দেখিলেই জানা যায়। মাহিষ্য জাতির যেরূপ নিজের পুরোহিত ছিল, বাঙ্গলার অন্য কোন জাতির সেরূপ ছিল না। যাহাদের ছিল তাহারা নিকৃষ্ট বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু মাহিষ্যজাতির যাহা ছিল, তাহা নিকৃষ্ট ছিল না, সুতরাং তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রশ্ন—এই

মাহিষ্য জাতিতে শত শত স্বাধীন ভূপাল ছিলেন, যাঁহারা চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও "আধিপত্যকারী" (রিজলি সাহেবের মতে had commanding position) জাতি ছিলেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, বলবীর্য্যে যে জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন বাঙ্গালী জাতি সে সময় ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যাঁহারা এখনও বঙ্গের প্রদেশ বিশেষে "উচ্চতম স্তরের"[১] (নবদ্বীপের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি এম, এ, ডি, এল, মহাশয়ের মতে "forms upper layer of the population") হিন্দু সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য, যাঁহাদের বিশালকীর্ত্তি আসমুদ্রহিমাদ্রি গৌড় সাম্রাজ্য, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তাম্রলিপ্ত কলিঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাঁহারা কি যত্ন করিলে নূতন যাজক গ্রহণ করিতে পারিতেন না? যাহা চর্ম্মকার, ধীবর, শৌণ্ডিকাদির সুসাধ্য হইয়াছে, তাহা কি পরাক্রান্ত মাহিষ্য জাতির অসাধ্য হইয়াছিল? যখন তাঁহারা রাঢ়ী বৈদিকের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুরূপে পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে বৈদিক গুরুরূপে অর্থাৎ পুরোহিতরূপে পাইতে পারিতেন না? যে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ ও নবশাখ জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে সঙ্কুচিত, সেই বৈদিক শ্রেণীর ঠাকুরগণ অসঙ্কোচে মাহিষ্যজাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন। ফলতঃ অনাবশ্যক বিধায় মাহিষ্যজাতি প্রাচীন যাজক ত্যাগ করেন নাই এবং নূতন যাজকও গ্রহণ করেন নাই।

দশম অধ্যায়।



বাঙ্গালায় কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল।

জনশ্রুতি মূলক গৌড়সম্রাট আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। গৌড়রাজমালায় স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে—

"কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন আর কোথাও আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্ত্তী কালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের ভাণ্ডার রূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থ নিচয়ে উল্লিখিত আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এ যাবৎ কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশূরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই।"

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু আদিশূরের ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইয়া কহ্লণোক্ত ৮ম শতাব্দীর গৌড়াধিপ জয়ন্তকে আদিশূর বলিয়া প্রমাণ করিতে অনর্থক চেষ্টা করিয়াছেন। ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃ অব্দের মধ্যে জয়ন্ত ওরফে আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আনয়ন সিদ্ধান্ত করিয়া বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ১০২ পৃষ্ঠায় তিনি আলোচনা

করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ের শ্বশুর পুণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত* যে আদিশূর নহে, তাহা রাঢ়ীয় সমাজের পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ বংশাবলী হিসাব করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। রাঢ়ীয় সমাজে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে ৩৪।৩৫ পুরুষের উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের লোক নাই। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, ৮৭৫ বৎসর পূর্ব্বে [১০৩৮ খ্রীঃ অব্দে] আদিশূর বর্ত্তমান ছিলেন অনুমান হয়। এই অনুমান "বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। (৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে গৌড় ব্রাহ্মণগণ আসিয়াছিলেন) এই প্রমাণের বিরোধী নহে। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ ১ম বার যজ্ঞ কার্য্যে আইসেন, ২য় বার দেশ প্রত্যাগমনের পর আদিশূরের নিকট পুনরাগমন করেন। হয়ত ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে প্রথম আগমন করেন, আর ১০৩৮ খৃঃ অব্দে ২য় বার আগমন করেন। কোথায় ১০৩২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৩৮ খৃঃ অব্দ; আর কোথায় ৭৫৩ হইতে ৭৫৫ খৃঃ অব্দ!!—তিন শত বৎসরের তফাৎ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আদিশূরের ঐতিহাসিকত্বের প্রমাণ না পাইয়া ১০৩৩ খ্রীঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোলের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকেই ব্রাহ্মণ আনয়নের কর্ত্তা বলিয়া রাম চরিত কাব্যের ভূমিকার ২০ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পাহাড়ে উৎকীর্ণ তামিল ভাষার লিপিতে লিখিত হইয়াছে—

পরকেশরীবর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে—যিনি······তাঁহার মহান সমরপটু সেনাদ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ

---

*যত দিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, তত দিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস-উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।—গৌড়রাজমালা ১৮ পৃঃ।

সকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন), মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল ; মধুকরনিকরপরিপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়া ছিলেন ; সকলদিকে প্রসিদ্ধ তক্কন-লাড়ম, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; "বঙ্গাল" দেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দ-চন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন, কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া যিনি তাহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্ ; বালুকাময়-তীর্থধৌতকারিণী গঙ্গা"।

প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব ১০১২ খৃঃ অব্দে চোলসিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ১৩শ বৎসরে (১০২৪ খ্রীঃ অব্দে) তিরুমলয় পাহাড়ে তাঁহার লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১২ হইতে ১০২৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ওড্ড্ বিষয়, কোশলনাড়ু "বঙ্গালদেশ" প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। ওড্ড্ বিষয় বা উড়িষ্যা "তক্কন্ লাড়ম্" দক্ষিণরাঢ় এবং বঙ্গালদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই মহীপাল অবশ্যই পালবংশীয় গৌড়াধিপ মহীপাল। অতএব কাঞ্চী অধিপতি রাজেন্দ্র চোলের বঙ্গদেশ আক্রমণ ১০২৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, কারণ গৌড়াধিপ মহীপাল দেব ১০২৬ খৃঃ অব্দের অব্যবহিতপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন ইহা সারনাথে আবিষ্কৃত ১ম মহীপালদেবের খোদিত লিপি হইতে জানা যায়। অতএব ১০৩১ খৃঃ অব্দে রাজেন্দ্র চোল বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন নাই। এই সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর যে পাল সম্রাট্ গণের একজন সামন্ত রাজা

ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। দক্ষিণ রাঢ়ের সার্ব্বভৌম অধিপতি কোন্ বংশীয় রাজা এবং কাহার আতপত্র ছায়ায় দক্ষিণ বঙ্গবাসী ১৪ শত বৎসর সুখে কাল কাটাইয়া ছিল, এবং কোন্ বংশীয় বীরগণ তমলুক অঞ্চল হইতে বহির্গত হইয়া উৎকল বিজয় করিয়া প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ি কীর্ত্তি-মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পরে আলোচিত হইবে।

বিজয়সেনই সেন বংশের ১ম রাজা। বিজয়-সেনের সুদীর্ঘ প্রশস্তি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতেই জানা যায় যে, বিজয়সেন গৌড়েন্দ্রকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রামচরিত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে গাহড়বাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব, মদনপালের সমসাময়িক ব্যক্তি ও সুহৃৎ ছিলেন।

"সিংহীসুত বিক্রান্তেনার্জ্জুনধাম্না ভুব-প্রদীপেন। কমলা বিকাশ ভেষজ ভিষজাচন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতন॥ চণ্ডীচরণ সরোজ প্রসাদসম্পন্নবিগ্রহশ্রীকং নথলু মদনং সাঙ্গেণ সীশমগাদ্ জগদ্বিজয়লক্ষ্মীঃ"।

Memoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol. III. P. 52

কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব ১১৪৮ বিক্রম সম্বৎসরে (১১৯২ খ্রীঃ অব্দ) একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর নিকট চন্দ্রাবতী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১১৯৭ খৃঃ অব্দে চন্দ্রদেব বারাণসীতে ত্রিলোচন ঘট্টায় স্নান করিয়া বামন স্বামী শর্ম্মাকে যে গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তাম্রশাসন তৎপুত্র মদন পাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১০৪ খৃঃ অব্দে মহারাজ পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিষ্ণুপুর হইতে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পিতা মদনপাল দেব নিশ্চয়ই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন ও তাঁহার পিতামহ চন্দ্রদেব স্বর্গ গমন করিয়াছেন অতএব গৌড়ীয় মদন পাল দেব ১০৯০ হইতে ১১০৪ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। অতএব বিজয়সেন দ্বাদশ

শতাব্দীর ২য় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া গৌড় রাজমালায় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত প্রতিবাদ প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে বিজয় সেন ১২শ শতাব্দীর ১ম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন।

সম্বন্ধনির্ণয়কার শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় জনশ্রুতিমূলক রাজা আদিশূরকে ১৩৬ বৎসর অগ্রবর্ত্তী করিয়া তাঁহার রাজ্যকাল ৯০০ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৫২ খৃঃ অব্দ লিখিয়াছেন। তিনি ক্ষিতিশ-বংশাবলীর দোহাই দিয়া "আদিশূরোনবনবত্যধিকশতশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস" শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয়ের ২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে, "ক্ষিতীশবংশাবলীর বচন দ্বারা আদিশূরের সময় নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। সুতরাং ঐ অব্দ শব্দ পদের শক্তি শক এবং সংবৎ এই উভয়েই যাইতে পারে, কিন্তু সংবৎ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "শক" এই অর্থ ধরিলে সপাদ-শতাধিক বৎসর কালের ন্যূনতা ঘটে, এজন্য সংবৎ অবশ্য গ্রহণ করিতে হয়। ঐ অর্থ গ্রহণ না করিলে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনের কালের সঙ্গে বিশেষ অনৈক্য ঘটে। এমন কি ১৩৬ বৎসরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে হয়"।

এদিকে বল্লালসেনের "দানসাগর" রচনার কাল ১০৯১ শকাব্দে (১১৬৯ খৃঃ অব্দ)—নিখিলচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে-শশি-নবদ-শমিতে শক-বর্ষে দানসাগরো-রচিতঃ।

J. A. S. B. 1896 Part I, P. 23

বিদ্যানিধি মহাশয় ২৬২ পৃষ্ঠায় ১০৯১ কে ১০১৯ শকাব্দ কেন ধরিলেন তিনিই জানেন। দানসাগরের রচনা কাল দেখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়কে কাজে কাজেই ১৩৬ বৎসর যে উপায়ে হউক অগ্রবর্ত্তী না হইলে আদিশূরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না। তজ্জন্য শকাব্দকে সংবৎ ধরিয়া সুধীজনের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার

গ্রন্থের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় বল্লাল সেনের রাজ্যকাল ১০৬৬ খৃঃ—১১০১ খৃঃ লিখিয়া বল্লালকে প্রায় ১০০ বৎসরে অগ্রবর্ত্তী করিতেছেন। কিন্তু বল্লালের "দানসাগর" রচনাকাল ১১৬৯ খৃঃ অব্দ তাঁহার স্বকপোল কল্পিত যুক্তি ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

নবদ্বীপের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দ্র বাহাদুরের নিকট হইতে "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত" পুস্তক আনয়ন করিয়াছি। ঐ পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ৬৮—৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "১০৭৭ খৃঃ অব্দ (শক ৯৯৯) বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কোন যাগের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ-সম্পাদনে এ দেশস্থ ব্রাহ্মণগণকে অসমর্থ দেখিয়া কান্যকুব্জ রাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভট্টনারায়ণ দক্ষ, শ্রীহর্ষ ছান্দড় এবং বেদগর্ভ নামে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব সহ-ধর্ম্মিণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসেন এবং যাগ সমাপনান্তে রাজের নির্ব্বন্ধানুসারে বঙ্গদেশে সপরিবারে উপনিবেশ করেন।" ইহার পাদ-টীকায় লিখিত হইয়াছে—

ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতানপ্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্ট-নারায়ণ-দক্ষ-শ্রীহর্ষ-ছান্দড়-বেদগর্ভ-সংজ্ঞকান্ পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণ-সামগ্রী-সংভৃত্যাননীয় নবনবত্যধিক-নবশতী-শকাব্দে প্রাগুপ-কল্পিত-বাসে নিবেশয়ামাস।

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।

ইহাতে স্পষ্ট "নবনবত্যধিক-নবশতী-শকাব্দে" লিখিত হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়ে উক্ত পাদটীকার শকাব্দকে শতাব্দ লিখিত হইয়াছে। অতএব বিদ্যানিধি মহাশয় ৯৯৯ শকাব্দকে কিরূপে সংবতে পরিণত করিতে পারেন তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। তিনি "সম্বন্ধ নির্ণয়ে"র ৩৬৯ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে "শকাব্দে" কে "শতাব্দে" লিখিয়া স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড় পত্রের ৪৪ পৃষ্ঠায় বিদ্যানিধি মহাশয় আবার নগেন্দ্র বাবুর মত সমর্থন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তের ভ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আদিশূর ও জয়ন্তের অভিন্নত্ব যে ভিত্তিহীন তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় কি জানেন না? তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত ও ভ্রম-পূর্ণ এবং পরবর্ত্তী ক্রোড় পত্রের সমর্থিত সিদ্ধান্ত আরও অধিকতর ভ্রমপূর্ণ। কোনটীই ঠিক নহে। আদিশূর বলিয়া কোন ঐতিহাসিক রাজাই যখন ছিলেন না তখন তাঁহার আবির্ভাব কাল ঠিক করা শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিদ্যানিধি মহাশয়ই বলুন আর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবই বলুন কেহই আদিশূরের সংশয় শূন্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল নির্দ্ধারণও করিতে পারেন নাই।

হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে বঙ্গদেশে তখন যাজ্ঞিক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান ছিলেন। আদিশূরের নামে কোন ব্যক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না; তখন তাঁহার পুত্রেষ্টি যজ্ঞই বা কোথায়! আর তাঁহার কর্ত্তৃক কান্য-কুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আনয়ন বৃত্তান্তই বা কোথায়? এমন কি বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের কথা সত্য নহে বলিয়া বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। গৌড়রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে "বর্ম্মরাজকে পদচ্যুত বা পদানত করিয়া বল্লালসেন বঙ্গে বা রাঢ়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন"। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। পাঠকগণের অবগতির জন্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসী হইতে রাখাল বাবুর "লক্ষ্মণসেনের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এক্ষণে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"বিজয়সেন যে বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনই তাহার প্রমাণ। বর্ম্মবংশীয় হরিবর্ম্মদেব ইহার বহু পূর্ব্বে

স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার তাম্রশাসন ও ভবদেব ভট্টের খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। * * বল্লালসেন সম্বন্ধে এক মাত্র বিশ্বাসযোগ্য কথা এই যে বর্দ্ধমান ভুক্তির উত্তর রাঢ়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং তিনি অন্যূন একাদশবর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিজয়সেন ৩১ বা ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশকাল রাঢ়ে সামান্য ভূস্বামীর ন্যায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়সেন বরেন্দ্রে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সংবৎ হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বল্লালসেনের রাজত্বকাল ১১১৯ খৃঃ অব্দে শেষ হইয়াছিল। বল্লালসেন সত্যই কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্য প্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহুশতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য সত্যই বল্লালসেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পালরাজ বংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয়সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লালসেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন আভিজাত্যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কি না সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহাই বোধ হয় ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণিত হইবে। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া সাবডিভিজনের অন্তর্গত সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনের নূতন তাম্রশাসনে বল্লালসেন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথাই পাওয়া যায় না, যাহা পাওয়া

যায় তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।"
কেশবসেনের, বিশ্বরূপসেনের, লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে সমাজ বিপ্লব, কৌলীন্যপ্রথার নাম গন্ধ নাই কেন?

যশোধর মিশ্র শ্যামল বর্ম্মদেবের শাকুন সত্র সম্পাদন করিবার জন্য ১০০১ শকের বৈশাখী দশমীর দিন গৌড়ের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অথ গোত্রেষ্টিযাগানুষ্ঠাতৃতয়া সার্থক-গোত্র-প্রবর-শুনকান্বয়ঃ, ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বালয়নশাখৈকদেশাধ্যায়ী শুনক-শৌনক-গৃৎসমদ প্রবরঃ প্রবরো বেদবিদাং যশোধরঃ শশধরসুববস্ত্র শূন্য বিধুমানে শাকে বৈশাখমাসীয় শুক্লদশম্যামাগমৎ গৌড়ে শ্যামলবর্ম্মরাজধানীম্।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ২৪ পৃঃ।

রাজা শ্যামল বর্ম্মদেব অথবা যশোধর মিশ্রের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ হইতে গঙ্গাগতিমিশ্র যবনভয়ে ভীত হইয়া হরিবর্ম্মদেবের রাজসভায় আসিয়া দেখিয়া ছিলেন "রাজা নানা শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ অসাধারণ বিচক্ষণতাসম্পন্ন বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতি প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাতজন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন।"

"রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দাবানলং দস্যুভয়ং বিভাব্য।
এতদ্বিযুক্তং ধনধর্ম্মাদেহপ্রাণাদিরক্ষার্থমিতঃ প্রয়াণম্॥

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ভূমিকা—

গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্র, নিজপুত্র প্রজাপতি কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতিরত্ন মিশ্র, ও বন্ধু যাদবানন্দ মিশ্র এই তিন জনের সহিত কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়া আইসেন।

অতএব পাশ্চাত্য বৈদিক গণের ন্যায় যবনভয়ে কান্যকুব্জ হইতে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের পঞ্চ মহাপুরুষগণও বঙ্গে ১১শ শতাব্দীতে আসিয়া-

ছিলেন প্রতীয়মান হয়। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কার্য্যের কথা অলীক বলিয়াই অনুমান হয়।

দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত বিজয়সেনের প্রশস্তি লিপিতে আদিশূরের কথা বা আদিশূর কর্ত্তৃক কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আনয়নের কোন কথার উল্লেখ নাই। বিজয়সেন পদ্মানদীর তীরস্থ বিজয়পুরে (দেওপাড়ায়) প্রত্যুম্নেশ্বর নামক শিবমন্দির স্থাপন করেন। উক্ত মন্দির মধ্যে যে শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার শ্লোকগুলি উমাপতি ধর কর্ত্তৃক রচিত। ইনি লক্ষণ সেনের সভাসদ ছিলেন।

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষণস্যচ॥

রূপ সনাতনের উক্তি।

জয়দেবের "গীত গোবিন্দে" আছে "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধর"। বাস্তবিক শিলালিপির রচনা-মাধুর্য্য দেখিলেই জয়দেবের উক্তি সত্য বলিয়াই বোধ হয়। শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে সেনবংশের আদি পুরুষ বীরসেন, তিনি দক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন।

"বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য"
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।"

বীরসেনের বংশে সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন।

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনো ব্রহ্মবাদী।
সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি:কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ॥"

সামন্তসেনের সময়ে কর্ণাটলক্ষ্মী অরিকুলাকীর্ণ ছিল। তিনি অন্তর্বদ্রোহে উত্যক্ত হইয়া কর্ণাট ত্যাগ করেন।

"দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।"

সামন্ত সেন হইতে হেমন্ত সেনের আবির্ভাব হয় (১০৩৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৭৯ খৃঃ অব্দ) তৎপুত্র বিজয় সেন ১০৭৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১১৯ খৃঃ অব্দ রাজত্ব করেন (গৌড়ের ইতিহাস)। এই বিজয় সেনই রাজ্য বিস্তার করেন ইনিই পালবংশের শিথিল হস্ত হইতে বরেন্দ্রীর শাসন দণ্ড অধিকার করেন। বিজয় সেনের প্রশস্তি ৩৬টি শ্লোকে শেষ হইয়াছে; কোন শ্লোকের মধ্যে আদিশূরের অথবা ভট্ট নারায়ণাদির নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই।

বিজয় সেনের পুত্রই বল্লাল সেন। বিজয় সেনকে বিম্বক সেন বলিত। বল্লালকৃত সম্পূর্ণ দানসাগর দেখিবার সুবিধা ঘটে নাই; যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে সেনবংশের তালিকায় আদিশূরের উল্লেখ নাই। যথা:—

"হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্থ নৈসর্গিকৈ-
রুদ্গীতস্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞাবৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশ্যাঃ॥"

যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বকপোল-কল্পিত ৯৯৯ সংবৎ গৌড়ে আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞে কনোজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমন কাল ধরা হয় তাহা হইলে তখন (৯৪২ খ্রীঃ অব্দে) গৌড়ে কোন্ বংশের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা দেখিতে হইবে।

খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে—

"ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরু-যদু-যবনাবন্তিগন্ধার-কীরৈ-
র্ভূপৈর্ব্যালোলমৌলি প্রণতিপরিণতৈঃ সাধুসংগীর্য্যমাণঃ॥
হৃষ্যৎ-পাঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো-
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জঃ * সললিতচলিতোভ্রূলতা-লক্ষ্মযেন॥

১২শ শ্লোকঃ।

তিনি [ধর্ম্মপাল] মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিতমাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্তপাঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কন্যকুব্জকে [অভিষিক্ত করাইয়া] রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।"

ধর্ম্মপাল দেব কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের বিষয় ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণ পালের তাম্রশাসনেও লিখিত আছে, ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া পরাক্রান্ত [ধর্ম্মপাল] মহোদয়শ্রী (কান্যকুব্জের) রাজশ্রী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পুনরায় উহা প্রণত এবং প্রার্থী চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন।

"জিত্বেন্দ্ররাজ-প্রভৃতী-নরাতী-
মুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।

---

*। মূল লিপিতে 'কন্যকুব্জ' শব্দ আছে। এই 'কন্যকুব্জ' হইতেই "কনোজ" হইয়া পড়িয়াছে।

দত্ত্বাপুনঃ সা বলিনাথশিত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায় ॥”

ধর্ম্মপালদেবের আবির্ভাবকাল ৮১৫ খৃঃ ৮৬৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ছিল।

গৌড়রাজমালা ২৪পৃঃ।

তাহার পর দেবপাল দেব ধর্ম্মপালের ন্যায় তুল্য আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবপাল দেবের মন্ত্রী দর্ভপাণি মিশ্র সম্বন্ধে তাহার পৌত্রকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাদলস্তম্ভে লিখিত হইয়াছে—“তাহার নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল নৃপ হস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিন্ধ্য-পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাট-শোভি-ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত হিমাচল পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণরাগ-রঞ্জিত জল-রাশির আধার পূর্ব্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (৫)

১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে দেবপাল দেবের মৃত্যু হইলে অর্দ্ধ শতাব্দী-কাল গৌড়রাজ্য উন্নতিহীন শান্তির অবস্থায় ছিল। বিগ্রহপাল দিনাজ-পুরের গরুড়স্তম্ভে শূরপাল নামে কথিত হইয়াছেন। উক্ত স্তম্ভের ১৫শ শ্লোকে তাঁহাকে “সাক্ষাৎ ইন্দ্র-তুল্য শত্রু-সংহারকারী নানা-সাগর-মেখলা-ভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী” বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার সময়ে কোন যুদ্ধবিগ্রহে অশান্তির উদয় হয় নাই। তিনি যে বসুন্ধরার শান্তি-প্রিয় ছিলেন তাহাই সূচিত হইয়াছে।

পালবংশীয় নবম নরপাল মহীপাল দেব পিতার অনধিকৃত ও বিলুপ্ত রাজ্যগুলি উদ্ধার করিয়াছিলেন। পিতা ২য় বিগ্রহপাল বিশেষ পরাক্রম-শালী ছিলেন না। যথা—

“হতসকলবিপক্ষঃসঙ্গরে বাহুদর্পা-
দনধিকৃত বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্যপিত্র্যং।

নিহিত চরণ-পদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মা-
দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥ ১২শশ্লোক।

মহীপালদেব ১০২৬ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, "অনধিকৃতবিলুপ্ত" পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনিপাল হইয়াছিলেন।

পালবংশীয় নরপালগণের মধ্যে ধর্ম্মপাল, দেবপাল ও মহীপাল প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর ১ম ভাগে মহীপালদেব আর্য্যাবর্ত্তের কাশী পর্য্যন্ত পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দখলে রাখিয়া মামুদের হস্ত হইতে কাশীধাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব ৮ম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণমন্ত্রিপরিচালিত প্রবল নরপালগণের গৌরব মার্ত্তণ্ডের মধ্যাহ্ন-ময়ূখমালায় আচট্টল-গান্ধার সমূহ আর্য্যাবর্ত্ত আলোকিত ছিল। বিদ্যানিধি মহাশয়ের কল্পিত ৯৯৯ সংবতে (৯৪২ খৃঃঅব্দে) আদিশূরের শৌর্য্যবীর্য্য ও প্রতিপত্তির খদ্যোতচ্ছটা মানবচক্ষুর অন্তরালেই ছিল বলিতে হইবে এবং সেই সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবশতঃ আদিশূর কর্ত্তৃক কণৌজ হইতে ব্রাহ্মণপঞ্চক আনীত হইয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠার গল্পে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় কিনা তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বতীরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে,—সাবর্ণ মুনির বংশধর শ্রোত্রিয়গণ যে সকল গ্রামে বাস করিতেন, তন্মধ্যে রাঢ়দেশের অলঙ্কার সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই গ্রামের একটি সমুন্নত বংশে প্রথম ভবদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভবদেবের পুত্র রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ। অত্যঙ্গের পুত্র স্ফুরিতবুধ। স্ফুরিতবুধের পুত্র আদিদেব

বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী মহাপাত্র-সন্ধি-বিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণের দুহিতার [সাঙ্গোকার] পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন এবং সাঙ্গোকার পুত্র ভবদেব বালবলভীভুজঙ্গ দীর্ঘকাল হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং পরে হরি-বর্ম্ম দেবের পুত্রেরও মন্ত্রিপদারূঢ় ছিলেন। এই ২য় ভবদেব রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন; এবং ভুবনেশ্বরে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া সেই মন্দিরে নারায়ণ অনন্ত এবং নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া-ছিলেন। ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তির সারমর্ম্ম "গৌড়রাজমালার" ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, ভবদেব ভট্টের বংশবৃত্তান্তের সহিত আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণানয়ন বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য অসম্ভব। ভবদেব সাবর্ণগোত্রীয়, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সিদ্ধলগ্রামবাসী এবং তাহার জননী বন্দঘটী-বংশীয়া ছিলেন। প্রশস্তির রচয়িতা ভবদেবের সুহৃদ বাচস্পতি ভবদেবের পূর্ব্বপুরুষগণের সংবাদ রাখিতেন। প্রশস্তিতে ভবদেব বাল-বলভী ভুজঙ্গকে ধরিয়া সাত পুরুষের বিবরণ আছে। প্রশস্তিতে উল্লিখিত প্রথম ভবদেব খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং এই প্রথম ভবদেব যে গৌড়নৃপ হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি সম্ভবত প্রথম মহীপাল। বাচস্পতি মিশ্র যে ভাবে প্রশস্তির প্রারম্ভে সিদ্ধলগ্রামবাসী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, স্মরণাতীত কাল হইতে সাবর্ণ গোত্রীয় শ্রোত্রিয়েরা তথায় বাস করিতেছিলেন। এখন যেমন সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্রেই আদিশূরানীত বেদগর্ভ বা পরাশর হইতে বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন তখন এই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে, বাচস্পতি বোধ হয় প্রিয় সুহৃদের প্রশস্তিতে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না। ভবদেবের ভুবনেশ্বরের প্রশস্তিতে আদিশূর কর্ত্তৃক সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রতিকূল প্রমাণ দেখিয়া

গৌড়রাজমালায় আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঘোর সংশয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সাবর্ণ গোত্রীয় ভবদেবকে রাঢ়ী শ্রেণী-ভুক্ত করা হইলে অন্য চারি গোত্রের রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ তখন কোথায় এই প্রশ্নের মীমাংসার আবশ্যক। গৌড় রাজমালা-গ্রন্থকারের সহিত প্রায় সকল বিষয়ে আমাদের মত মিলিয়াছে, কিন্তু ভবদেবের জননী বন্দ্যঘটী রাঢ়ীয় বংশীয়া ছিলেন বলিয়া ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন এবং ভবদেব যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এ কথা হইতে পারে না। ভবদেব বাল-বলভী-ভুজঙ্গের অতিবৃদ্ধ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ১ম ভবদেব ১০ম শতাব্দীর শেষপাদে বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা রাঢ়দেশে সিদ্ধলগ্রামবাসী ছিলেন এবং ১ম ভবদেব গৌড় নৃপ হইতে যে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের গাঁই তালিকার অন্তর্ভূক্ত নহে। অতএব ভবদেবকে কিরূপে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলা যায়। প্রশস্তিকার কেবল মাত্র ২য় ভবদেবের মাতৃবংশের পরিচয়ে রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটী-বংশীয়া বলিয়াছেন কিন্তু উর্দ্ধতন অন্য ছয় পুরুষের মাতৃ পরিচয় দেন নাই এবং ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধনেরও সেরূপ ভাবের কোন পরিচয় দেন নাই, যাহা দ্বারা তাঁহাকে রাঢ়ী শ্রেণী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। যদি তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণী হইতেন প্রশস্তিকার নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। ভবদেব যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার আর সংশয় নাই।* হরিবর্ম্ম দেবের রাজধানী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল এবং তাঁহার সভাতেই পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ গঙ্গাগতি, ভবদেব প্রভৃতি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে সচীবরূপে দেখিয়াছিলেন। * পূর্ব্ববঙ্গে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর ব্রাহ্মণ বলিয়া পৃথক সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৺যাদব চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার কুলকালিমা গ্রন্থের ৩৬পৃষ্ঠায় সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর

*বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ; ভূমিকা ৬৵০

ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। প্রশস্তিকার ২য় ভবদেবের পিতা গোবর্দ্ধন রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যা সাঙ্গোকারকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এই মাত্র লিখিয়াছেন। তাহাদ্বারা রাঢ়ীয় বংশীয়া একমাত্র কন্যা সাঙ্গোকারের জন্য ভবদেবের পিতৃবংশ রাঢ়ীয় শ্রেণী হইয়া যাইবেন ইহা সম্ভব নহে। অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গে এখনও গোড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কন্যাগণকে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছেন। তাহাতে কি সেই পত্নীর গর্ভজাত সন্তান গৌড়ীয় বৈদিক হইতেছেন? রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের সহিত গৌড়ীয় বৈদিকগণের যৌন সম্বন্ধে আদান প্রদান পূর্ব্বকালে চলিতেছিল ইহাতে তাহাই প্রতীয়মান হয়। ভবদেবের পদ্ধতি অনুসারেই গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দশ সংস্কারের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ইহাও অন্যতম প্রমাণ। ভবদেবকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করিয়া নিজেদের প্রাচীনত্ব ও আভিজাত্য প্রমাণ করিবার জন্য নগেন্দ্র বাবু বঙ্গের সামন্তরাজ জয়ন্তকে আদিশূর এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আগমনের কাল ৭৫৫ খ্রীঃ অব্দ বলিয়া স্থির করিবার জন্য নানাপ্রকার স্বকপোল-কষ্টকল্পিত তর্কজালের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের বংশতালিকা তাঁহার এই সমস্ত বৃথা চেষ্টার প্রতিকূল প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রামে বাস করিলেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হয় না। এইরূপে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার মদীয় পূর্ব্বপুরুষ গোয়ীচন্দ্রকে বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়ী বলিয়া কাড়িয়া লইতেছেন।

সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার মূল পুস্তকের ক্রোড়পত্রে আদিশূরের আবির্ভাব কাল তথা কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনকাল সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা যে সমীচীন নহে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় তিনিও ভবদেব ভট্টকে সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণী প্রতিপন্ন করিবার জন্য তথাকথিত কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ঘটক সংগৃহীত মহাবংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, ভট্টনারায়ণাদি সহ আগত সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ হই-তেই তদ্‌বংশে ৭ম পুরুষ ১ম ভট্ট ভবদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিকার কিন্তু সে কথা জানিতেন না, তৎপরবর্ত্তী ঘটকঠাকুরগণ তাহা বিশেষ জানিলেন কিরূপে? বাল-বলভী-ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেব যদি বেদগর্ভের সন্তান হইতেন তবে তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ প্রশস্তিতে সে কথার উল্লেখ করিতে অবশ্য ভুলিতেন না। ঘটক মহাশয় লিখিয়াছেন ১ম ভট্ট ভবদেব ধর্ম্মপালের অমাত্য ছিলেন। ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৮১৫—৮৬৫, গৌড়রাজমালা) গড়পড়তায় প্রত্যেকের ২৫ বৎসর হিসাবে ৮ পুরুষে ২০০ বৎসর লাগে। অতএব ৮১৫ হইতে ২০০ বাদ দিলে ৬১৫ খৃঃঅব্দ বেদগর্ভের আগমনকাল ধরিতে হয়। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁহার "সম্বন্ধ নির্ণয়ে"র ২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন যে "অনেকেই জানেন যে পালবংশীয়েরা গৌড়রাজ্য সার্ব্বভৌম আদিশূরের অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করেন।" অতএব বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত বংশাবলী বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না এবং 'পঞ্চ মহর্ষির' আগমন কালের সহিত উহার সামঞ্জস্যও হইতে পারে না। তাহা হইলে ভট্ট নারায়ণাদির আসিবার কালের বহু পূর্ব্বে বেদগর্ভ বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিতে হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় নিজেই ক্রোড়পত্রের ৬১ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, "বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে কাশ্যপ গোত্রীয় সুসেনের অধস্তন দশম পুরুষ স্বর্ণরেখ ও ভবদেব ভট্টকে লইয়া যথাক্রমে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী সংজ্ঞা বিভাগ হইয়াছে। বস্তুতঃ কাশ্যপ গোত্রীয় ভবদেব রাঢ়দেশে আসিয়া রাঢ়ী হইবার কথা অসম্ভব নহে"। কাশ্যপ গোত্রীয় ভবদেব ও সাবর্ণ গোত্রীয় ভবদেব যে পৃথক্ তাহা সহজেই বোধ হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভবদেবই রাঢ়ী ও শেষোক্ত ভবদেব রাঢ়ী নহেন তাহা বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন না। সম্বন্ধনির্ণয়ের মূল পুস্তকে এ সম্বন্ধে কোন কথা নাই। নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রকাশের পর, জয়ন্ত

ও আদিশূরের হাস্যজনক একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা দেখিয়া, বাল-বলভী-ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের বংশধারা যে বেদগর্ভ হইতে প্রবাহিত তাহা ক্রোড়-পত্রে সংগৃহীত হইয়া গেল। প্রশস্তিকার কিন্তু বেদগর্ভের সন্তান বলিয়া ভবদেবকে পরিচিত করেন নাই।

গঙ্গাগতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন বর্ম্মরাজ * সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সভায় ৭ জন বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিয়া ছিলেন। ভট্ট ভবদেব তাহার অন্যতম। তখন এদেশে রাঢ়ী বা বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ হয় নাই; তখন সকল সম্প্রদায়ে অবাধ যৌন সম্বন্ধ চলিত। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলগ্রন্থ, হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন ও ভুবনেশ্বর-প্রশস্তির পরস্পর ঐক্য আছে। কিন্তু সেনবংশের ইতিবৃত্ত, তাম্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতির সহিত ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূরের বিবরণের সামঞ্জস্য নাই।

কুলগ্রন্থের আদিশূরের অস্তিত্বই যখন ঐতিহাসিকগণের নিকট সংশয় শূন্য নহে তখন তাঁহার রাজধানী, রাজ্যকাল ও ব্রাহ্মণানয়ন ব্যাপার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি না তাহাও এখন সংশয়শূন্য নহে। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব হইতে যে সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গৌড় সাম্রাজ্যে বাস করিতে-ছিলেন তাঁহারা যে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যহীন হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালার হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ-

---

* "দেশনিবাস-নিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনিপুনপরিজ্ঞান লব্ধানন্তবৈচক্ষণ্য-বালভট্ট ভট্টাচার্য্য স্বর্গবাচস্পতি-প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সপ্তসচিব-সাহচর্য্য-নির্ব্বর্ত্তিত সম্যক্-স্বপররাষ্ট্রনির্ব্বাহ ব্যাপারো বারানসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপদারবিন্দসন্দর্শনার্থ সমুদ্ভূতস্বজননী-স্বচ্ছন্দপরিচার-কৃতে প্রবর্ত্তিত প্রশস্তবর্ম্মাসদস্মুমং প্রতি নিয়ত সম্প্রীতি পরিসেবন সম্প্রাপ্ত পরম শর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্য-শেষ জনপদ বহুনহাদ্ভুতকর্ম্মা ধর্ম্মানুগতাখিলকর্ম্মাদিগন্তসম্বৃত-কীর্ত্তি-সন্ততিরত্যন্ত দয়ার্দ্র-চেতা ভূদেব ভূদানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মাজয়তাচ্চিরং রাজাধিরাজো দেব শ্রীহরিবর্ম্মা।"

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর কর্ত্তৃক শ্রীহরিবর্ম্মা দেবের কুলপ্রশস্তি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগের ভূমিকা।

গণ এদেশে আনীত হইয়াছিলেন তাহার ইতিহাসও যথার্থ নহে। ৯৫৪ শকাব্দের পরে বা প্রায় সমকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হিন্দু রাজগণ যবন অত্যাচারে হীনবল হইতেছিলেন এবং যবনাধিকার হিন্দুস্থানে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল দেখিয়াই যে তথাকার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ গৌড়সাম্রাজ্যে আসিয়াছিলেন তাহাই অনুমিত হইতে পারে। এই ঘটনা অবশ্য দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হইয়াছিল ; তাহার পূর্ব্বে কোন মতেই হইতে পারে না। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১২শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত গজনির মামুদ ও মহম্মদ ঘোরী পুনঃপুনঃ দিল্লি আক্রমণ করিয়া পৃথ্বীরাজকে নিহত করিলে ব্রাহ্মণগণ সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষী রাজার অভাবে বঙ্গে আসিয়াছিলেন অনুমান হয়। তখন পালরাজগণ শিথিল হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের ও দক্ষিণ রাঢ়ের আধিপত্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড়ের সিংহাসনও অধিকারের উদ্যোগ চলিতেছিল বোধ হয়। যাহা হউক সেন বংশের গৌড়বিজয়ের সময়ের সমকালেই কনৌজ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের বাঙ্গালায় আগমন কাল নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

দশম অধ্যায়।



কনৌজ হইতে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আগমনের প্রকৃত কারণ।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশে গৌড়াস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—১ রাঢ়ী, ২ বারেন্দ্র, ৩ বৈদিক-পাশ্চাত্য, ৪ বৈদিক-দাক্ষিণাত্য, ৫ শাকদ্বীপি (গ্রহ বিপ্র), ৬ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ ভূমিহার। কেবলমাত্র মেদিনীপুর অঞ্চলে মধ্যশ্রেণী নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তাঁহারা রাঢ়ী হইতে তাঁহাদের বংশ পরিচয় দিয়া থাকেন। নীচ পতিত অন্ত্যজজাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ী শ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া অনাচরণীয় জাতির যাজকতা করিয়া পতিতরূপে কালযাপন করিতেছেন। সাধ্যমত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আগমন বৃত্তান্তও পরে আলোচিত হইবে। এক্ষণে পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আগমনের কারণ প্রদর্শন করা হইতেছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ইহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করা হইয়াছে। দৃঢ় প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত করা হয় নাই। যজ্ঞকারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল, ইহাই আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কার্য্য তাহার মূলীভূত কারণ, ইহাই বঙ্গীয় ছাত্রগণকে সমাজ শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ড ২য় ভাগে

রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের ভবভূমি বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া উক্ত অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন শ্যামল বর্ম্মদেবের সময়ে শুনক গোত্রীয় যশো ধর মিশ্র মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্বেই সাম বেদের কৌথুম শাখাধ্যায়ী বেদাচার্য্য আগমনিগমে তৎপর বৈষ্ণবমিশ্র গঙ্গাগতি কাণ্যকুব্জে যবনগণের আগমন, রাজ্যনাশ,চারিদিকে দস্যুভয়, সর্ব্বত্র দাবানলের প্রকোপ দেখিয়া ধন ধর্ম্ম, দেহ প্রাণাদি রক্ষা করিবার জন্য অতি দুঃখে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুত্র প্রজাপতি, ভ্রাতা শ্রীপতিরত্ন মিশ্র, কাম্বশাখাধ্যায়ী গৌতম গোত্রীয় বন্ধুবর যাদবানন্দ মিশ্র সহ বঙ্গে পলায়ন করিয়া আইসেন। যাদবানন্দ মিশ্র কাশীধামে রহিয়া গেলেন। গঙ্গাগতি গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে আসিলেন। পথিমধ্যে নকুলেশ শিব ও মহাপীঠগতা কালীকা দেবী দর্শন ও পূজা করিয়া যশোহরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া সেই দেশের নানাপ্রকার দোষ দর্শন করিলেন এবং তথায় থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া কোটালিপাড়ে উপস্থিত হইলেন। শস্যপূর্ণ উপদ্রবশূন্য সেইস্থান অতীব রমণীয় দর্শন করিয়া তথায় বাস করিতে অভিলাষ করি-লেন। কিয়দ্দিন তথায় বাস করিয়া গর্ভবতী স্ত্রী ও পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া চন্দ্রনাথ দর্শনে গমন করিলেন। তথায় শঙ্কর শঙ্করীর পূজা করিয়া ক্রমে ব্রহ্মপুত্রে আগমন করিলেন। চৈত্রমাসে বুধাষ্টমী যোগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-পুত্র জলে স্নান তর্পণাদি শেষ করিয়া সুবর্ণগ্রাম হইয়া নিজবাটী কোটালি-পাড়ে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে আসিয়া একটী কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে দেখিলেন। ব্রহ্মপুত্রে বাস করিবার সময় কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া কন্যার নাম রাখিলেন ব্রহ্মাণী। এই কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে পাত্র অনুসন্ধানের জন্য পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিয়া শুনক গোত্রীয় অগ্নিহোত্রী যশোধর মিশ্র মহাশয়কে বর পাত্র স্থির করিয়া বাটী প্রত্যাগমনের পথে রাজা হরিবর্ম্ম দেবের রাজসভায় রাজসভাপতি বাচস্পতি মিশ্রের সহ

প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজাকে আশীর্ব্বাদবাক্যে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহারই রাজ্যমধ্যে কোটালিপাড়ে বাস করিয়াছেন তাহা রাজাকে অবগত করিলেন এবং কর নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের নিকট কর না লইয়া তাঁহার বাসস্থান এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে সমস্ত ভূমি তাঁহাকে বৃত্তিস্বরূপ দান করিলেন। এ দিকে যশোধর কান্যকুব্জ হইতে আত্মীয়, পুরোহিত, ভৃত্যাদি সহ গঙ্গাগতির বাটীতে আসিয়া ব্রহ্মাণীকে বিবাহ করিলেন এবং শ্বশুরালয়ে এক মাস থাকিয়া কান্যকুব্জে প্রত্যাগমন করিলেন। ৫ বৎসর পরে আত্মীয় স্বজন সহ কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করিলেন।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ভূমিকা হইতে আদি পাশ্চাত্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। যিনি রাঘবেন্দ্র কবি শেখরের শ্লোকাবলিসহ আনুল বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ পাঠ করিবেন।

উক্ত ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, "কান্যকুব্জে "যবনাগম" ও রাজ্যনাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে দেবদ্বেষী ভারতবিজেতা সুলতান মামুদ ১০১৯ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ৯৪১ শকাব্দে কনোজ জয়ে অগ্রসর হন। প্রায় ৯৪২ শকে মহাসমৃদ্ধিশালী কনৌজ রাজ্য তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। তৎকালে জয়পাল (কুল গ্রন্থোক্ত জয়চন্দ্র) কনোজের অধিপতি। সেই যবনবিপ্লব কালেই গঙ্গাগতি প্রাণ ও মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য পরিবারসহ বঙ্গে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে ৯৪৩ শকে গঙ্গাগতি বৈকুণ্ঠ মিশ্র বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

এদিকে কুল গ্রন্থকারগণ সকলে একবাক্যে বলিতেছেন যে শ্যামল বর্ম্মার সময়ে ১০০১ শকে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের আদিপুরুষ যশোধর মিশ্র

বঙ্গে আগমন করেন। যদি ৯৪৩ শকাব্দ হইতে ১০০১ শকাব্দ পর্য্যন্ত বেদজ্ঞ পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আগমন সূচিত হয়, তাহা হইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব বশতঃ ৯৫৩ শকাব্দায় আদিশূরের যজ্ঞে রাঢ়ায় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের বীজপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চকের আগমনের কারণ বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। যদি ৯৫৪ শকাব্দায় কনৌজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা করা আদিশূরের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১০০১ শকাব্দায় অর্থাৎ ৪৭ বৎসর পরে বৈদিক ব্রাহ্মণের অভাবপ্রযুক্ত শ্যামল বর্ম্মদেব কর্তৃক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন ব্যাপারও সম্ভব হইতে পারে না।

আবার মহাদেব শাণ্ডিল্য লিখিয়াছেন—শুনক গোত্রীয় যশোধর কনৌজে যবনাধিকার দেখিয়া (নিজ দেশ) ছাড়িয়া বঙ্গদেশ ঘুরিয়া পূর্ব্ব আত্মীয়গণকে স্মরণ করিয়া নবদ্বীপে আসিলেন। এখানে তিনি সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রীয় কার্ত্তিকের আশ্রয় লইলেন। ধর্ম্মাত্মা কার্ত্তিক তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নবদ্বীপে বাস করাইলেন। তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই জানিয়া কার্ত্তিকের কথায় যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ-গোত্রজ রত্নগর্ভ শুনক যশোধরকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁহার হরিরামাদি বহু পুত্র হইয়াছিল। হরির পুত্র বৎসরাজ, তৎপুত্র দিনকর, তৎপুত্র পশুপতি আচার্য্য, পশুপতির পুত্র শ্রীপতি, ইনিই নবদ্বীপ হইতে কোটালী-পাড়ায় গিয়া বাস করেন।

"শুনকগোত্রসম্ভূতো যশোধরো মহামতিঃ।
যবনাক্রান্তমালোক্য কন্যুজং ত্যক্তুমুদ্যতঃ॥
পরিভ্রম্য বহূন্ দেশান্ পূর্ব্ববন্ধুং পরিস্মরন্।
নবদ্বীপং সমাগত্য কার্ত্তিকশরণং গতঃ॥

কার্ত্তিকোঽপি ততো জ্ঞাত্বা নামধেয়াদিতত্ত্বতঃ।
নবদ্বীপান্তরে তংহি স্থাপয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥"

* * * * *

মহাদেব শাণ্ডিল্যের সম্বন্ধ তত্ত্বার্ণব—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

সেন বংশের আভ্যুদয়িক কালের পূর্ব্বেই পাল বংশের ক্ষমতা বঙ্গে অব্যাহত ছিল। তাঁহারা বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তাঁহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য-শত্রুসংহারকারী নানা সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী নরপাল হইলেও তাঁহাদের "বৃহস্পতি প্রতিকৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রিমহাশয়ের যজ্ঞস্থলে স্বয়ং বারম্বার শ্রদ্ধা-সলিলা-প্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (দিনাজপুরের গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ ১৫শ শ্লোক) পাল বংশীয় রাজা নয়পালদেবের সময়ে "বেদাভ্যাস পরায়ণ দ্বিজগণের কণ্ঠনিঃসৃত [শিক্ষা-স্বর-সমাজুষ্ট] পাঠ পদ্ধতি ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত পাঠধ্বনির সংমিশ্রণে [অন্য বাক্যালাপ সযত্নে বোধগম্য হইয়া থাকিত] কিঞ্চ সেখানে নিরন্তর হোমধূমরাশি উদ্গত হইত, তাহার তিমিরাবরণের মধ্যেই ধর্ম্ম, কলি-কালের মহাভয়ে আত্মগোপন করিয়া অবস্থিতি করিত।" তখন "প্রচুর ভস্ম ভূষণে বা অষ্ট বৈভবে অলঙ্কৃত চন্দ্র শেখরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ [সমন্ততো ভূরি-বিভূতি-ভূষণঃ] সর্ব্বতোভাবে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভূষণে অলঙ্কৃত থাকিতেন। শরচ্চন্দ্র সুধা [সমুদ্ভাসিত] সুদূরপ্রস্থিত নয়নাভিরাম কুন্দকুসুমশোভন প্রতিবিম্ব বিশিষ্ট তাঁহাদের যশোরাশিতে ত্রিলোকীতল আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহা যেন কর্পূর-পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শ্বেত-চন্দন-চূর্ণ-চর্চ্চিত হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুব্ধ-ক্ষীর সমুদ্রোত্থিত সমুচ্চ-লহরী-লেহে প্লাবিত হইয়া যাইত। তখন তাঁহারা যোড়শ-কলা পরিপূর্ণ তাপান্তকর সুধানিধি [চন্দ্রের ন্যায়]

চতুঃষষ্ঠি কলা-সম্পন্ন বলিয়া, [লোক সমাজের] তাপান্তকর ছিলেন। তখন তাঁহারা সমুন্নত শৈলশিখরারূঢ়, প্রখর-কিরণ প্রকাশক মার্ত্তণ্ড-দেবের ন্যায় অত্যুচ্চ সমুন্নতি লাভ করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন' (গয়াধামে আবিষ্কৃত নয়পালদেবের কৃষ্ণদ্বারিকামন্দির-লিপি) তখন তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে, সর্ব্ব-শ্রোত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রাতঃনক্ত, অযাচিত এবং উপবসন নামক বিবিধ কৃচ্ছ সাধন যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। তখন তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-বিৎ পণ্ডিত-গণের অগ্রগণ্য, সর্ব্বাকার-তপোনিধি এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত-শাস্ত্রের গুপ্তার্থবিৎ বাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। (বারাণসিধামের নিকটবর্ত্তী কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি ২৬, ২৭ শ্লোক)।

তখন তাঁহারা বেদব্যাসের পুণ্যকাহিনী মহাভারতের অমৃত কথা (রসভাবসমন্বিতং কলস্বরসমাযুক্তং) পালবংশের শেষ নরপতির পট্ট মহিষী চিত্রমতিকা দেবীকে শ্রবণ করাইয়া শাসনী ভূমি ব্রহ্মোত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। *

অতএব বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটে নাই বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণাভাবে কনৌজ হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণকে আগমন করিতে হয় নাই।

এদিকে ইতিহাসে অবগত হওয়া যাইতেছে যে ৭১১ খ্রীঅব্দে মহম্মদ কাসিম আরবদেশ হইতে সসৈন্যে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া হিন্দুরাজ

শাণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় পণ্ডিত শ্রীভূবণ-সব্রহ্মচারিণে সামবেদান্তর্গত কৌথুম শাখধ্যায়িনে চম্পাহিট্টি বাস্তব্যায় বৎসস্বামি প্রপৌত্রায় প্রজাপতি স্বামি পৌত্রায় শৌনক-স্বামি পুত্রায় পণ্ডিত ভট্টপুত্র শ্রীবটেশ্বর স্বামি-শর্ম্মণে পট্টমহাদেবী-চিত্রমতিকয়া বেদব্যাস-প্রোক্ত-প্রপাঠিত মহাভারত সমুৎসৃষ্ট দক্ষিণাত্বেন ভগবন্তং বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য শাসনী-কৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। দিনাজপুরের অন্তর্গত মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত মদনপাল দেবের তাম্রশাসন। J. A. S. B. 100

ডাহিরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিলে তদীয় বীরপত্নী শত্রুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও রাজধানী রক্ষা করিতে সমর্থা না হইয়া সপরিবার জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কাসিম ৩৮ বৎসর মাত্র সিন্ধুদেশ বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। ৭৫০ খৃঃ অব্দে রাজপুতগণ মুসলমানগণকে সিন্ধুদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। যদিও কিয়ৎকাল কোন উপদ্রব করিতে সমর্থ হয় নাই কিন্তু ১০০১ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত গজনির মামুদ ও মহম্মদ ঘোরীর উপর্যুপরি অত্যাচারে কাশ্মীর হইতে সোমনাথ, কালিঞ্জর হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম অংশ বিধ্বস্ত হইলে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ, গুজরাট সোমনাথ পত্তনের পবিত্র দেবমন্দির লুন্ঠিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল। ম্লেচ্ছের হস্তে দেবতা লাঞ্ছিত হইলেন। ১০০৮ খ্রীঃ অব্দে মামুদের সহিত সাহি আনন্দ পালের লোমহর্ষণ যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের সমবেত হিন্দুশক্তি মুসলমানের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। হিন্দুমহিলাগণ গাত্রের স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের দূরদৃষ্ট বশতঃ আনন্দপাল নিহত হইলেন। ২০০০০ সহস্র হিন্দু সৈন্যের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। যবনরাজ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নাগরকোটের প্রসিদ্ধ মন্দির লুণ্ঠন করিয়া অসংখ্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া গজনিতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি ১০১৮—১০১৯ খ্রীঃ অব্দে পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে আসিলে রাজা তাহার শরণাপন্ন হন। কিন্তু যবনরাজ মথুরার দিকে আসিয়া ২০ দিন ধরিয়া মন্দির ধ্বংশ করিয়া নগর উৎসন্ন দিয়া গিয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল মুসলমানগণ কোন অত্যাচার না করিলেও হিন্দুগণ মামুদের আঘাতে হীনবল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা প্রনষ্ট বল লাভ করিতে না

করিতে মহম্মদ ঘোরী ১১৮৪ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। ১১৯১ খৃঃ অব্দে যবনরাজ থানেশ্বরের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের নিকট পরাস্ত হইলেও বৈরনির্য্যাতন মানসে যত্নবান হইতে লাগিলেন। এ দিকে গৃহবিবাদে হিন্দুশক্তি ক্ষীণ হইতেছিল। কান্যকুব্জরাজ জয়চাঁদ যবনের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া যবন হস্তে নিহত হইলেন। এতদিনের পর ভারতের ভাগ্যে ভগবান যে ভীষণ বজ্রাঘাত করিলেন, সে আঘাতে সনাতন আর্য্যশক্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইল। যে গৃহবিবাদের ফলে কুরুক্ষেত্রের রণযজ্ঞের হোমাগ্নিতে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথিগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই গৃহবিবাদে পৃথ্বীরাজ, রাণা সঙ্গ প্রভৃতি শত শত হিন্দুবীরগণ নারায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া গিয়াছেন। সেই যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাসে যেভাবে বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, অশ্রুনীরে লেখনীর কালি ভাসিয়া যায়। হিন্দু সূর্য্য চন্দ্র পৃথ্বীরাজ ও রাণা সঙ্গ অস্তমিত হইলে সনাতন আর্য্যধর্ম্মকর্ম্ম কালস্রোতে যবন অত্যাচারে পরিম্লান হইয়া গেল। কত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সন্তান মুসলমান হইয়া গেলেন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কত হিন্দুপরিবার দেশচ্যুত হইল তাহার সংখ্যা নাই। সেই অত্যাচারেই ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম দেশ হইতে ধনধর্ম্মপ্রাণাদি রক্ষার জন্য ভারতের চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। গৌড়বঙ্গে কনৌজ ব্রাহ্মণাগমনের কারণ যে যবনাত্যাচার তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

একাদশ অধ্যায়।

নবাগত কনোজিয়াগণের সহিত গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণগণের সংঘর্ষ।

সমূহ গৌড় রাজ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত হয় নাই এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মের আলোকের ছটা অন্তর্হিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ অন্ধকারচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পাল-নরপালগণ বৌদ্ধধর্ম্মী হইলেও আর্য্যধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। খালিমপুরে আবিষ্কৃত পালবংশের ২য় রাজ ধর্ম্ম পাল দেবের তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে যে তাঁহার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মা নারায়ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ সেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ "শুভস্থলীতে" ভূমিদান করিয়াছিলেন। পালবংশের শেষ নরপতি মদনপাল দেব ভগবান বুদ্ধদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার পট্টমহিষীকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া দক্ষিণা দানের জন্য পাঠককে ভূমিদান করিয়াছিলেন, অতএব বৌদ্ধ আমলেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দূরীভূত হয় নাই বরং বৌদ্ধক্রিয়া কলাপ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত আকারে হিন্দু রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেব দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন উৎকলে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ মূর্ত্তি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। রাজা যযাতিকেশরী বৌদ্ধ ক্ষেত্রকে বৈষ্ণব ক্ষেত্র করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দেব জগন্নাথের প্রসাদের মান বাড়াইয়াছেন। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের উপর ধর্ম্ম দেবের উৎপত্তির আখ্যান প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেবের জন্ম তিথি বৈশাখী পূর্ণিমায় বঙ্গদেশে ধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সময় ময়নাগড়ে লাউসেনের আবির্ভাব হয়। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী রমাই পণ্ডিতের উপদেশে ধর্ম্ম পূজা করিয়া লাউসেনকে পুত্র

লাভ করেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। ময়নাগড়ের নিকটবর্ত্তী হাকন্দে ধর্ম্মের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব পশ্চিম বাঙ্গালায় ধর্ম্মনামে পূজিত হইতেছেন। মুরশিদাবাদ জেলায় কিরীটেশ্বরীর ভৈরব মূর্ত্তি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণের ধারণা। রাঢ়দেশের বৌদ্ধমূর্ত্তি গুলি পরিবর্ত্তিত আকারে বাঁকুড়ারায়, শ্যামরায়, ভৈরবরায় নামে হিন্দু দেবশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। নেপালের বৌদ্ধ হারীতী দেবী বঙ্গদেশে শীতলা হইয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অকাট্য অদ্বৈতবাদের যুক্তিতর্কে ভগবান বুদ্ধদেবের শূন্যবাদ শূন্যে মিশাইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বৌদ্ধাক্রান্ত হইলেও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের প্রবল বেগ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ স্বতেজে সসম্মানেই বর্ত্তমান ছিলেন এবং পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপালগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণই গৌড় দেশের ক্ষত্রিয় রাজগণের বৈদিক কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতেন। পালবংশীয় ১২শ রাজ ২য় মহীপাল প্রজাপীড়ক হইলে যে লোকনায়ক মহাপুরুষ তাঁহাকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়া গৌড়ের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্ম-সংরক্ষক, চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ-সম্বদ্ধ সঙ্কীর্ণক্ষত্রিয় কৈবর্ত্ত জাতীয় ছিলেন। পালবংশীয়গণও সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সেই ছত্রপতি দিব্বোক, রূদক ও ভীম পরম শৈব হিন্দু নরপতি ছিলেন, পাল বংশীয়গন বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মভাবে পৃথক থাকিলেও জাতিতে যে তাঁহারা এক ছিলেন তাহা পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ উভয় সম্প্রদায়েরই উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহারা শূদ্র যাজন করিতেন না।

কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ শূদ্র যাজন করিবেন না। যিনি শূদ্রযাজন করিবেন, তিনি মহর্ষিতুল্য হইলেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণ্য ও অপাঙ্‌

ক্তেয়।. মনু সংহিতার মতে বহু জাতির যাজক অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ পতিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এক শূদ্রের অতিরিক্ত শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ গ্রামযাজী এবং মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছে, যথা—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রামযাজী চ কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপদ্রব্যজীবী চ দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২০২
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকার ইতি স্মৃতঃ।
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ। ২০৩
উক্ত পূর্ব্ব প্রকরণে লক্ষণং বৃষলীপতেঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তিতে। ২০৪
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; ৩০ অধ্যায়ঃ।

শ্বক্রীড়ীশ্যেনজীবীচ কন্যা দূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষল বৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ॥

* * *

এতান বিগর্হিতাচারানপঙ্‌ক্তেয়ান দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতি প্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ॥
মনু, ৩য় অধ্যায় ১৬৪-১৬৭।

যথা—অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা শাতাতপ মহর্ষিনা।
আদ্যোরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয় বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যশ্চ চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ
অনাগতাস্তু যঃ সন্ধ্যাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।

---

*. মনুসংহিতায় গণযাজক অর্থাৎ বহুজাতির পুরোহিত অপাঙক্তেয় অর্থাৎ পতিত। এই সকল নিন্দিতাচারী পঙক্তি প্রবেশের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজপ্রবর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ দৈব ও পৈত্র উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবেন।

নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি শাতাতপঃ—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ মহাপাপী এবং শূদ্রবৎ :—

অসিজীবি-মসীজীবি-দেবল-গ্রামযাজকাঃ
পাচকো ধাবকশ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ।

শাস্ত্রে মহাপাতকীর সংসর্গকারী পতিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রামযাজীব্রাহ্মণ কাহাদিগকে বুঝায়, তাহা আমি ৩১৮ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে প্রদর্শন করিব। কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে :—

"মূর্খ বিপ্র ব'সে পুরে নগরে যাজন করে
শিখায় পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চা'লের বোচকা বান্ধি টান ॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধি ভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈলকুপি ভরি।
কোথাও মাসড়া কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি ॥
গুজরাট নগরে নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান।
সঙ্গে করি দ্বিজ কয় কাঞ্চন দক্ষিণা হয়।
হাতে কুশা দক্ষিণা ফুরণ ॥"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কবিতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবশাখ জাতীয় ময়রা, গোপ, তেলি (রাঢ় দেশে আচরণীয় তেলি আছে) ইত্যাদির যাজক গ্রামযাজী। ঐ গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ যে পতিত, তাহা শাস্ত্রে

ও সামাজিক পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। সত্য বটে, এই সমস্ত পতিত ব্রাহ্মণ কাল ধর্ম্মে সমাজে সৎব্রাহ্মণরূপে গণ্য হইয়াছেন, এমন কি অনেকের নৈকষ্য কুলীনের সহিতও যৌন সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া তাঁহারা যে পতিত নন, ইহা গায়ের জোরে, বলিলে চলিবে না। যদি অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক হইত এবং তাঁহাদের আধিপত্য থাকিত এবং যদি তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষক সমাজপতির শাসনাধীনে থাকিতেন, তাহা হইলে কি ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মাহিষ্যযাজী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিন্দনীয় ও পৃথক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন না? কারণ মনু বলিয়াছেন;—

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি।-মনু ৩য় অধ্যায় ১৭৯

পুনশ্চ—যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকাঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্যপৌর্ত্তিকম্। ৩।১৭৮
দাসী সুতৈর্দ্ভং শ্রাদ্ধং বন্ধ্যাসু মৈথুনম্।
নিষ্ফলং চ তথা দানমপাত্রে বেদবর্জ্জিতে॥

এক্ষণে যদি দুর্ব্বল অশূদ্র-প্রতিগ্রাহিগণ শূদ্রযাজীকে পতিতরূপে ব্যবহার করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেই পতিত হইবেন কারণ বৈদ্য, কায়স্থ, নাপিত মালী, গোয়ালা, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল জাতিই শূদ্রযাজীর হস্তে রহিয়াছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া চক্রান্ত করিলে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নিশ্চয়ই পতিত রূপে গণ্য হইবেন। বহুপূর্ব্বে নবশাখ যাজীর সহিত মাহিষ্য যাজীর এইরূপ সংঘর্ষ নিশ্চয়ই হইয়াছিল তাহারই ফলে অদ্য মাহিষ্যযাজী তাহাদিগের নিকট পতিতরূপে গণ্য।

যাঁহারা বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা একমাত্র ব্রাহ্মণযাজন করেন।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যাজন করেন। সেইরূপ গৌড়ীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একমাত্র মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় যাজন করিতেন ও এখনও করিতেছেন কালধর্ম্মে রাজবিপ্লবে ও গ্রামযাজীর দৌরাত্ম্যে এই সৎ ব্রাহ্মণ পতিত রূপে পরিণত হইয়াছেন। যদি ন্যায়বান্ সমাজপতি থাকিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ের সুবিচার হইত।

বঙ্গীয় মাহিষ্যগণের যখন দ্বিজধর্ম্মিত্ব পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখনও যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যাজক ছিলেন, এখনও তাঁহাদের বংশধরগণই মাহিষ্যদিগের যাজন করিতেছেন। মধ্যে বৌদ্ধাধিকারে কালধর্ম্মে তাঁহারাই ম্লানভাবে মাহিষ্যদিগের যাজকতা করিতেছিলেন। এই সময়ে কনোজ ব্রাহ্মণের আগমন হইল। ইঁহাদের সহিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদিগের ফাঁক চলিতে লাগিল। কারণ কনোজিয়াগণ রাজানুগৃহীত আর গৌড়ীয় বৈদিক রাজনিগৃহীত বিজিত মাহিষ্যজাতির পুরোহিত। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের একটী প্রবল সমাজ ছিল, তাহা ইঁহাদের সংখ্যাধিক্যেই প্রমাণ হয়। অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহারা যজমানের ষাট্ শুভচনি (ষষ্ঠী ও শুভচণ্ডী) করিতেই পারেন না। অনেক স্থলে ঐ সকল বর্ণ প্রায়ই রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বাটীতে বা নবশাখাদির বাটীতে পূজা দিয়া আইসে। ষষ্ঠ্যাদির পূজা দিয়া আইসে নবশাখাদির পূজার সঙ্গে একত্র পূজা হয়। বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে যে বারওয়ারি চৈত্র মাসে শিবের গাজন, চড়ক পর্ব্বাদির উৎসব হইয়া থাকে, তাহার পুরোহিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হয়েন। রজক, মুচী, হাড়ী, চণ্ডালাদি প্রদত্ত ভোজ্য ও দক্ষিণার পয়সা কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের করুণাময় বংশধরগণ গ্রহণ করিয়া করুণার মোহানা খুলিয়া দিয়াছেন; প্রকারান্তরে প্রকাশ্যরূপে অন্ত্যজ জাতির যাজকতা করিতেছেন। প্রমাণের জন্য কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমি দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

যাহা হউক পাশ্চাত্য বা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও কনোজিয়া ব্রাহ্মণ

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পরস্পরের সহানুভূতির অভাব ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন। সেই ঘৃণার স্রোত এখনও স্থানে স্থানে প্রবল বেগে চলিয়াছে। ইহার কারণ কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূর অযাজ্যরূপেই গণ্য হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহার যাজনকারী কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ- দিগের সহিত সপ্তশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণদিগের সদ্ভাব ছিল না, পরিশেষে নিস্তেজ দুর্ব্বল সপ্তশতীগণ স্বভাবে থাকিতে পারেন নাই। রাঢ়ীর সহিত মিলিয়া, তাঁহাদিগকে কন্যা দিয়া নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়াছেন; এক্ষণে বঙ্গে আর তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু মাহিষ্যযাজী পরাশর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ স্বতেজে স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও ম্লানভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

আদিশূরের নামোল্লেখ করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু এক্ষণে একে একে ইতিহাসের রাজ্য ছাড়িয়া কুলগ্রন্থ পরিচালিত সামাজিক শাসন রাজ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইতেছে। নানা সরস বিরস গল্পগুলির উপর আমাদিগকে ভাসিয়া যাইতে হইবে, দেখি, কুল কিনারা পাই কিনা। ভিন্ন ভিন্ন রুচির পাঠক আছেন, কেহ ঐতিহাসিক তত্ত্বে আস্থাবান, কেহ ঘটকের কুল কথায় ভাসমান।

কুলগ্রন্থোক্ত আদিশূরকে হারাইতে যদি কাহারও ক্লেশ অনুভব হয়, আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কুল কথা যদি কেহ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় অমৃত কথা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলেও কুলগ্রন্থ অনুসারেই প্রমাণ করিব যে কণোজাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক শূদ্র যাজন করিতে আইসেন নাই। এক্ষণে যেরূপ প্রায় কোন শূদ্রজাতিই রাঢ়ী বারেন্দ্র ঠাকুরগণের করুণা হইতে বঞ্চিত নহেন তখন কিন্তু সমাজের বজ্রবন্ধন এইভাবে শিথিল হয় নাই। এমন কি আদিশূর অযাজ্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণপঞ্চক আদিশূরের যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া

দেশে প্রত্যাগমন করিলে দেশে স্থান প্রাপ্ত হন নাই, পতিত রূপেই গণ্য হইয়াছিলেন। দেশ হইতে বহিস্কৃত হইয়া পুনরায় গৌড়দেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন; যথা—

"তেপঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গত্বা যথাদেশমিতাশ্বযানৈঃ॥
গৌড়ং গত্বা মাগধ বর্ত্মনা বোঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্তএব।
যদীচ্ছতাস্মাকমপক্তি ভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপ নিষ্কৃতিং॥"

অর্থাৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মগধদেশের মধ্য দিয়া গৌড় রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং আদিশূর নৃপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে চাহ তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর।" গৌড়ে ব্রাহ্মণে ধৃত কুল পঞ্জিকা—৫২ পৃষ্ঠা।

এদিকে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন। দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞান-বিমূঢ়তা নিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায়, রাজ্ঞীর অনুরোধক্রমে আদিশূর স্বীয় শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক ব্রত সম্পন্ন করেন:—

"নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা।
সৎপুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যাচ পুণ্যার্থিনী॥
পত্নী গাঢ়তম প্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ।
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্‌ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রোরজতকৌশিকঃ॥

কৌণ্ডিন্য কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ত বেদং পূরয়তেদং মদ্‌ব্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনীদেবাঃ॥

বিপ্রাঃ উচুঃ।

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণী
মিদানীং দ্বিজাস্যোদ্ভবো ন শ্রুতোগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিযোষা বচনমবোচৎ বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ।"

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

আবার রাঢ়ীয় ঠাকুর বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক বলেন যে আদিশূর, মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতির সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

"অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাদ্‌ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞ নিষ্পন্নতাং কুরু॥"

কেহ বলেন গৌড়দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে, কেহ কহেন আদিশূর

আপন স্ত্রীর ব্রত নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। (১৮৫৭।২০ শে মার্চ্চের এডুকেশন গেজেট)।

বৈদ্য কুলজীমতে আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, এবং পুত্রোৎপাদনার্থ যজ্ঞ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্র স্বকৃত কুলরাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আদিশূর কাশীর অধিপতির নিকট হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান কাশীর রাজা ব্রাহ্মণ দিতে অস্বীকার করাতে আদিশূর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন।" গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৯ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ দেখুন, এক ব্রাহ্মণ আনয়ন লইয়া কতপ্রকার গল্প চলিয়াছে। ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

মুলোপঞ্চাননের উক্তির সাতশতীগণের প্রত্যুক্তিতে প্রকাশ আছে যে কান্যকুব্জাগণ আদিশূরের যজ্ঞ করিয়া পতিত হন :—

"গৌড়দেশে যজ্ঞ করে হইল অধোগতি।
কান্যকুব্জ ঠেলে ফেলে তোলে সাতশতী॥
আদিশূর যজ্ঞে হল অযাজ্য যাজন।
সাতশতী হ'তে দোষ হইল মার্জ্জন॥

(১৩০৫ সালের ৩রা বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে কুলশাস্ত্র প্রবন্ধধৃত।)

নিস্তেজ সাতশতীগণ কিরূপ স্পর্দ্ধার সহিত প্রত্যুত্তর করিয়াছেন, পাঠকগণ! মনোযোগের সহিত পাঠ করুন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আদিশূরের যাজন করিয়া কান্যকুব্জীয় পঞ্চগোত্রীয় ভট্টনারায়ণাদির কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল? শেষে স্থান পাইলেন না, কান্যকুব্জাধিপতিও কিছুই করিতে পারিলেন না, দেষে বঙ্গদেশের সাতশতীর কন্যা গ্রহণ করিয়া সংসারলীলার শেষ করিতে হইল। তাঁহাদের জীবনলীলার শেষ হইলেও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে

কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণ কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই, বরং পুত্রগণকেও পতিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেন। অগত্যা তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া রাজার কৃপায় বারেন্দ্রদেশে বসতি করিয়া বারেন্দ্র আখ্যায় পরিচিত হইলেন।

সাতশতীগণ যখন আদিশূরকে অযাজ্য বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তখন "পরাশর"গণ যে আদিশূরের পৌরহিত্য অস্বীকার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ পরাশরগণ সাতশতী অপেক্ষা তেজস্বী ও মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সকলকেই এই মত সমর্থন করিতে হইবে। "অম্বষ্ঠ-দর্পণ"-প্রণেতা এই সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"কৈবর্ত্তজাতি আবহমান কাল অবধি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজিত হইয়া আসিতেছেন। দাসের ব্রাহ্মণ অন্ত্যজাতির যাজন করিতেন না, এমন কি অম্বষ্ঠ (বৈশ্য) জাতি সমগ্র দেশের উপর প্রভুত্ব করিলেও দাসের ব্রাহ্মণ অজানিত অপরিজ্ঞাত বৈদ্য জাতির যাজন করিতে অসম্মত হন।"

(অম্বষ্ঠদর্পণ ৭৮।৭৯ পৃষ্ঠা।)

পরাশরগণ যে সপ্তশতী অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ—"সাতশতীগণ কনোজ-সংঘর্ষে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেহ বা আত্মগোপন করিয়া নূতন বারেন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন; কেহ বা রাঢ়ী-শ্রেণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন; কেহ গাঁই ছাপাইয়া বৈদিক দলে মিশিয়াছেন"। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ৫১ পৃষ্ঠা ও ২৪২ পৃষ্ঠা।)

---

* বাস্তবিক অজ্ঞাত-কুলশীল জাতি ব্রাহ্মণের অযাজ্য। সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হন। সুতরাং গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পৌরহিত্য অস্বীকার করেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—না পরীক্ষিতং যাজয়েৎ, নাধ্যাপয়েৎ নোপনয়েৎ" মনু সংহিতা।

আবার কেহ মুলো পঞ্চাননের সময় "অন্ত্যজ যাজক" রূপে গণ্য হইয়াছেন মাত্র—"সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি"।

(গোষ্ঠিকথা—মুলোপঞ্চানন।)

"পরাশরগণ" আজিও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া "সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয়' মাহিষ্যযাজনে ব্রতী আছেন। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহারাই প্রবলের সংঘর্ষে বিলীন হয়। সবলগণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন। পরাশরগণ সবল ছিলেন বলিয়া অদ্যাপি জীবন্মৃত হইয়াও অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন; সাতশতীগণের আর খোঁজ-খবরও নাই। নিজেরা প্রবল ও প্রবল মাহিষ্য জাতির যাজক বলিয়াই পরাশরগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উদরান্নের জন্য কোন অন্ত্যজযাজনে প্রবৃত্ত হন নাই।

যাহা হউক, কান্যকুব্জীয়গণ সাতশতী ও পরাশরদিগকে বেদানভিজ্ঞ দেখিয়া, অথবা সেন বংশের পৌরোহিত্য অস্বীকার করাতেই হউক, ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, উভয় দলের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিবাদ হেতু দুইটী দলের মধ্যে কনোজদলের প্রাধান্য অনিবার্য্য। কারণ, এই দলে রাজা রাজ-কর্ম্মচারি কায়স্থগণ থাকিলেন; পরে নবশাখগণও আসিয়া যোগ দিলেন; কাজেই নবাগত কনোজগণ সমাজের নেতা ও পরিচালক হইয়া দাঁড়াই-লেন। সাতশতী ও পরাশর নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। কান্যকুব্জীয়গণ এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া চলিতে লাগি-লেন। এই ঘৃণা ও বিবাদ হইতে পরবর্ত্তী কল্পনাপটু গল্পপ্রিয় লোক সকল নানা প্রকার কুৎসিত গল্প প্রচারপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

জনশ্রুতি মিথ্যা।

যে দেশের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ভ্রান্ত মূর্খ লোকে ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে বল্লাল সেনের জন্ম, প্লেগের টীকা ছলনায় গবর্ণমেণ্টের লক্ষ নরবলি দান, সেন্সাসের অছিলায় নূতন ট্যাক্স্ বসাইবার গবর্ণমেণ্টের ছলনা বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা ধীবর হাড়ী ব্রাহ্মণ হইতে পারে, একথাইবা বিশ্বাস না করিবে কেন? এই সকল মিথ্যা কিম্বদন্তীর মূল অনুসন্ধান করিলে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার দুই একটী নমুনা এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

"বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু।
লাফ দিয়ে গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু॥"

অর্থাৎ Bangals are not human beings the Uriyas are beasts they are without tails, yet they jump on a tree. হিংসার কেমন সুন্দর নমুনা। বাঙ্গালী যেমন উড়িয়া-দিগকে ঘৃণা করে, উড়িয়ারাও সেইরূপ বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বলে।

"বাঙ্গালী যদি মনুষ্য হরিহরি প্রেতাস্তদাকীদৃশাঃ,
আহারে বক কাক শূকর সমাঃ।

অর্থাৎ If the Bengalees be human beings, what are the Ghosts? They eat like the herons crows and hogs. বিদ্বেষের কেমন সুন্দর চিত্র!

বৈদিক ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় ও উৎকল ব্রাহ্মণদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে,—

"উৎকল ভূতকলশ্চৈব, রাঢ়ী হাড়ী তথৈব চ"

অর্থাৎ The Uriya Brahmins are the engines of ghosts and Rarhi Brahmins are *Haris* or sweepers. আর এক কিম্বদন্তী এই যে কৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিত ছিল না! বল্লালসেন কৈবর্ত্তের পুরোহিত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল অসার কিম্বদন্তীর মূল অনুসন্ধান করিলে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বাঙ্গাল মনুষ্য বটে, উড়িয়া জন্তু নহে, উৎকল ব্রাহ্মণ ভূতকল নহেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হাড়ী নহেন, বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বল্লাল-সৃষ্ট পতিত বা অব্রাহ্মণ নহেন।

বিরুদ্ধবাদিগণ আপনাদের অকার্য্যকে মন্দচক্ষে দৃষ্টি না করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী মাহিষ্যযাজীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রম-তিমির কত দিন থাকিবে? শাস্ত্ররূপ রবিরশ্মি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া থাকে; বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ পরবর্ত্তী শূদ্রযাজীদিগের অপেক্ষা কত উচ্চ, জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। পরবর্ত্তী শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ এরূপ কোন অমোঘ যুক্তি দেখাইতে পারেন না, যাহার বলে পূর্ব্ববর্ত্তী মাহিষ্য কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের অপেক্ষা ঘৃণিত হইতে পারেন। গোপাল ভাঁড়ের মত শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ পুরুষগণ একটী উদ্ভট গল্প বলিয়া থাকেন যে, ব্যাসদেব প্রাতঃকালে একজন জালিয়ার গলায় জালের সূতা দেখিয়া ব্রাহ্মণভ্রমে নমস্কার করিলেন। ধীবর পুত্র কাঁপিতে কাঁপিতে আত্মপরিচয় দিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িল। ব্যাস কহিলেন, "ভ্রমক্রমে যাহা কহিয়াছি, তাহা সত্য হইবে।" তদবধি ধীবরের পুত্র ব্রাহ্মণ হইল। এই ব্যক্তি কৈবর্ত্ত কুলের পুরোহিত। অতএব বেদে, পুরাণে এ গল্পের মূল নাই, আর ইহা

যুক্তিতেও দাঁড়ায় না। কেননা, স্বয়ং ব্রহ্মা দ্বিজধর্ম্মী ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ করিবার সময়ে যেন বিষম দায়ে ঠেকিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা, দীর্ঘ সমাধি প্রভৃতি কার্য্যে কুলাইল না, আর স্বয়ং ভগবান নারায়ণের অংশাবতার বেদবিধিকর্ত্তা ব্যাসদেব একটী নীচাদপি নীচ ধীবরকে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিলেন। এরূপ হুজুক ও গল্প যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা সমাজে এক একটী মহাপাত্র বিশেষ। তবে এই সমস্ত কুৎসাগুলির মূলে যেন দ্বেষ-হিংসা ফুটিয়া উঠিতেছে। ভগবান্ নারায়ণের অবতার ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ব্যাসদেবের যদি এরূপ গুরুতর ভুল হইয়া থাকে তবে তাঁহার কৃত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ সমস্তই ভুলে পরিপূর্ণ, স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে হিন্দু-জগতে কিছুই নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাসদেবের এই ভুলটী কোন্ পুরাণে, কোন্ উপনিষদে আছে, তাহা বিরুদ্ধবাদিগণ দেখাইয়া দিলে ধূল্যবলুণ্ঠিত-মস্তকে তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিব। নতুবা—

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং।"—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং

তাই স্বর্ণ বড়ই দুঃখের সহিত নিতান্ত অভিমানে কবির ভাষায় কহিয়াছেন—

অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং, ন দুঃখং লৌহতাড়নে
ইদমেব মহদ্দুঃখং গুঞ্জয়া সহ তোলনং।

অজ্ঞলোকে দৈবজ্ঞ গ্রহবিপ্রকে ব্রাহ্মণের লক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মশীল দেখে, কিন্তু

তাহার জলচল দেখেনা; শেষে অদ্ভুত কারণ নির্ণয় করিতেও ছাড়ে নাই; যথাঃ—

"দৈবজ্ঞের কথা শুন কিবা পরিপাটী।
বলে পিতা চর্ম্মকার মাতা ব্রহ্মনটী॥
সহোদর বৃত্তি বাদ্যের বাজন।
নিজবৃত্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা গ্রহাদি গণন॥
পাইয়া সদ্বৃত্তি লয় দ্বিজের লক্ষণ।
ফলিত সিদ্ধান্তগণে মুনির মতন॥

সম্বন্ধ-নির্ণয়। ৬৫৩ পৃঃ।

বিদ্বেষীগণের কল্পনা মূর্খ মহলে প্রবাদরূপে প্রচারিত হইল। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ নুলোপঞ্চানন সত্যের মর্য্যাদা বজায় করিবার জন্য পরেই লিখিলেন—

"মুচিসুত অপবাদ অকথ্য অশ্রাব্য"।

নবাগত কনৌজ সম্প্রদায় রাজনীতির কৌশলে কাহারও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতে চাহে নাই। নূতনের কাছে পুরাতনের আদর নাই।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের পণ্ডিতরত্নী সম্প্রদায়ের কুলীন সর্ব্ব-প্রকারে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি প্রধান চারিমেল হইতেই এই শ্রেণীর কুলীনেরা বাহির হইয়াছেন। পরিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মেলের কুলীনগণ পরস্পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সমাজে পরস্পরকে ছোট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতরত্নী থাককে নীচ প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটী জঘন্য প্রবাদ রটাইলেন যে, কামদেব পণ্ডিত একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন আর রত্নী নামে তাঁহার উপপত্নী ছিল। রত্নীর গর্ভজাত সন্তান, মহারথী কুলীন পণ্ডিত ঠাকুরের খাতিরে কুলীন হইয়া পড়িলেন। তাহাতেই পণ্ডিতরত্নী নাম হইয়াছে।

এরূপ জঘন্য কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। আজকাল সমাজের বড় দুরবস্থা বলিয়াই কোন কোন মহাপাতকী এই কুৎসিত গল্প শুনিবার সময়ে কাণে হাত দেয় না। ব্রহ্মর্ষি কামদেব পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। পাপিষ্ঠেরা যখন ইঁহাদিগকে ছাড়ে নাই, তখন মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে অতি জঘন্য প্রবাদে অপদস্থ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে "পরাশর", মধ্যবঙ্গে "গৌড়াদ্য-বৈদিক", পশ্চিমবঙ্গে "দ্রাবিড়" দক্ষিণবঙ্গে "ব্যাসোক্ত" নামে পরিচিত। বিরুদ্ধবাদিগণ "ব্যাসোক্ত" শব্দের অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন; কিন্তু ন্যায়চক্ষে শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদিগের অযথা ভ্রান্তি দূর হইবে। পুরাকালে যাঁহারা বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে ভারতে পূজিত ও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই ব্যাস ব্রাহ্মণ।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা
কলস্বর-সমাযুক্তং রসভাব-সমন্বিতং
বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশোনৃপ
ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থঞ্চার্পয়েন্নৃপ
য এবং বাচয়েৎ ব্রহ্মণ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে॥

শুদ্ধিতত্ত্ব ধৃত বচন।

স্পষ্ট স্পষ্ট পদপাঠ, তাড়াতাড়ি নয়,
শান্ত মিষ্ট উচ্চারণ, রসভাবময়,
বুঝিয়া গ্রন্থের অর্থ, সরলভাষায়,
ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণে, যে জন বুঝায়;

পবিত্র-আচারনিষ্ঠ তাদৃশ ব্রাহ্মণ,
ব্যাস+উক্ত হ'ন্ ইহা শাস্ত্রের বচন।
ব্যাস উক্ত পদদ্বয় হইয়া মিলিত।
'ব্যাসোক্ত' আখ্যায় ক্রমে হয় অভিহিত॥

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা ও বিভাগ করেন, রাজসভায় মধুর স্বরে শাস্ত্র গীত করেন এবং শাস্ত্রীয়-বিষয়-সমন্বিত গ্রন্থ সমূহের সদর্থ করেন তাঁহারাই ব্যাস ইতি উক্ত অর্থাৎ "ব্যাসোক্ত" ব্রাহ্মণ। এরূপ অত্যুত্তম সদর্থ পবিত্র বিশেষণ পদ অধুনা নিন্দুকের অপবিত্র জিহ্বায় কলঙ্কিত হইয়া অপবাদরূপে পরিণত হইতেছে।

দেবী ভাগবতে, গরুড়পুরাণে, কুর্ম্মপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে অষ্টাবিংশতি মহাত্মা বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা, দেবী ভাগবতে—

"দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা
বেদমেকং সবহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া।
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বাকলাবথ।
পুরাণ সংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে॥
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং নবেদ শ্রবণং মতম্।
তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কৃতানি চ॥
মন্বন্তরে সপ্তমেঽত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ॥
ব্যাসঃ সত্যবতীসূনুর্গুরুর্ম্মে ধর্ম্মা ধ্বত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎসংপ্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি॥

অতীতাস্তু তথা ব্যাসঃ সপ্তবিংশতিরেব চ।
পুরাণ সংহিতাস্তৈস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে ॥
ঋষয় উচুঃ—ব্রুহি সূত! মহাভাগা ব্যাসাঃ পূর্ব্বযুগোদ্ভবাঃ।
বক্তারস্তু পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে ॥
সূত উবাচ—দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
প্রজাপতি দ্বিতীয়ে দ্বাপরে ব্যাস কার্য্যকৃৎ ॥
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে তু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তথাপরে ॥
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্তু নবমে ত্রিধামা দশমে তথা ॥
একদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে ॥
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতীহ্যষ্টাদশে তথা।
অত্রিরেকোনবিংশেঽথ গৌতমস্তু ততঃ পরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেঽথ হর্য্যাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
বেণো বাজশ্রবাশ্চৈব সোমোঽমুষ্যায়নস্তথা।
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্তু ততঃ পরম্ ॥
ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতি সংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়াশ্রুতা ॥”

দেবীভাগবতম্ ১মঃ স্কন্ধঃ ৩য় অধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণোৎপত্তি মার্ত্তণ্ডাধ্যায়ে কীত শ্রুত ব্রাহ্মণের 'ব্যাস' উপাধি লিখিত আছে ; বিরুদ্ধবাদিগণ উক্ত পুস্তক পাঠ করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে ও স্কন্দ পুরাণে ব্যাস ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণিত আছে :—

"বিপ্রেভ্যো ব্যাসমুখ্যেভ্যোদত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎফলং সম্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।"

অধ্যাত্ম রামায়ণ, ১ম সর্গ, ৪০শ শ্লোক।

তদ্ ব্যাসেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যঃ কর্ম্মনিষ্ঠেভ্য এবচ।

স্কন্দপুরাণ।

"দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্দ ২১।

"আমি ব্যাসগণের অর্থাৎ বেদ বিভাগ কর্ত্তাগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন" পরম ভাগবৎ উদ্ধবকে শ্রীভগবান নিজে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। অতএব ব্যাস শব্দ ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে আখ্যা মাত্র।

মাহিষ্য-যাজী (গৌড়াদ্য-বৈদিক) ব্যাস ব্রাহ্মণগণ যে পূর্ব্বে বিদ্যা বাহ্মণ্যে দেশপূজ্য ছিলেন, নিম্নোক্ত দুইখানি প্রাচীন সনন্দ পত্র তাহার একতম নিদর্শন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ প্রাচীন দলিল, সনন্দ পত্র তাম্রশাসন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় জাতীয় ইতিহাসেব অন্যান্য কত বিশিষ্ট উপকরণ ও এইরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূজনীয় ভূদেবগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে কি? দ্বারিবেড়ে নিবাসী পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি মহাশয় স্বচক্ষে দেখিয়া এই দুইখানি প্রাচীন সনন্দের নকল পাঠাইয়াছেন। মূল সনন্দ যাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের নিকট উহা রক্ষিত আছে।

(১)

তমলুক পরগণার তালুক-গোপালপুরের জমিদার পরম ভাগবত লালা বাবুর বংশধরগণ 'ব্যাস-বৈদিক' শ্রেণী ব্রাহ্মণ শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে উক্ত পরগণার কয়েকটী গ্রামের সকল জাতির সমূহ ধর্ম্মকর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা-প্রদান জন্য যে সনন্দ দান করেন, নিম্নে তাহারই প্রতিলিপি মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে মাহিষ্য-যাজী 'ব্যাসোক্ত' ব্রাহ্মণকে "ব্যাসবৈদিক" ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। দেখুন প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "ব্যাস বৈদিক" আখ্যা প্রচলিত ছিল।—৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও মুলো পঞ্চানন তাঁহার কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥

সম্বন্ধ নির্ণয়েব পরিশিষ্ট ৩৮৭৮৮ পৃঃ।

এই "ব্যাস-বৈদিক" শ্রেণী ব্রাহ্মণ যে বিদ্যাবলে পূজনীয় ছিলেন, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিদ্যাহীনতা প্রযুক্তই অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন! কি পরিতাপের বিষয়!

এই "প্রাচীন সনন্দ খানি জাতীয় ইতিহাসের জীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট আলোক বর্ত্তিকা।

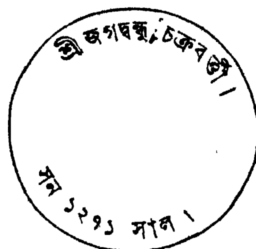
(পরপৃষ্ঠায় প্রতিলিপি দেখুন)

(প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রী৶রাধাবল্লভ জীউ।

সেবাইত শ্রীযুক্ত কুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর পক্ষে জেনেরেল মেনেজার শ্রীযুক্ত মিঃ বাবট হাববি সাহেব বঃ শ্রীজগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, নাএব।





শ্রীপ্রসন্ন চন্দ্র রায়,
কারকুন।

তমলুক পরগণার সামিল তালুক গোপালপুরের অন্তঃপাতী মৌজে গোপালপুর ও বাসুল্যা ও কমলপুর ও বামনপুর ও ঘাশীপুর ও রাউক্রোড়ীর আসীলাল ওহরকচমে প্রজাবর্গানাং প্রতি আগে মালুম করিবা তোমাদের উক্ত ছয়গ্রামের প্রজা সমূহের উপস্থিত মত ক্রিয়াকালাপাদির ধর্ম্মশাস্ত্র মতে বিধিব্যবস্থাদি প্রদানের ভট্টাচার্য্যগিরি কার্য্যে সন ১১৫১ সাল হইতে পর পর রাজদত্তা সনন্দ ক্রমে ব্যাস বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণেই এযাবৎকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাবর্গের শাস্ত্র উক্ত মতে বিধি ব্যবস্থা আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন গত সন ১২৮০ সালে বর্ত্তমান ব্যাস বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ শ্রীযুত শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সহিত অত্র তালুকের নিজ গোপালপুর গ্রামের গোয়ালা জাতিরা মনোবাদ করিয়া উহার নিকট বিধি-

ব্যবস্থাদি না লওয়াতে উক্ত শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অত্র সরকারে যে নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিষ্পত্তি হইলে পরে উক্ত শিবনারায়ণ হুজুরে দরখাস্ত করাতে শ্রীযুত ম্যানেজার সাহেবের পূর্ব্বাপরের নিয়মতে কার্য্য সম্পাদন হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন নিষেধ হুকুম নাই। অতএব তোমাদের ছয় গ্রামের আমিন মুখ্য প্রজাবর্গানের প্রতি অত্র হুকুমনামা প্রচার করা যাইতেছে যে তোমরা চিরপ্রথামতে সকল বর্ণ প্রজাতে যেমতে উক্ত শিব ভট্টাচার্য্যের নিকটে বিধিব্যবস্থা গ্রহণে পূর্ব্বকার রাজদত্তা সনন্দের লিখিত দানভোজ্য তৈলবট যেমত দেন নেন করিয়া আসিতেছ, সেইমত করিতে থাকিবা পূর্ব্বকার বহুদিনের রাজদত্তা সনন্দের লিখিত হুকুম অন্যথা হইতে পারিবেক না কেহ অন্যথা কর তাহার সর্ব্বতোভাবে দায়িক হইবা আর এক কথা এই প্রকাশ করা যায় এই হুকুমনামা শিব-নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের দস্তে থাকিবেক তোমরা দৃষ্ট করিয়া গ্রামে গ্রামে একখানি করিয়া নকল রাখিবা। ইতি সন ১২৮১ বার শত একাশী সাল তাং ১১ এগারই চৈত্র।

(২)

তম্‌লুক পরগণার অন্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শিবরাম উত্থাসনী ব্যাস ব্রাহ্মণকে রাজা প্রতাপসিংহ ও রাজা ঈশ্বর সিংহ বাহাদুর শাসনী ও ভট্টাচার্য্য গিরি সনন্দ দিয়াছিলেন। ইহা ১২৬৪।৬৫সালের সনন্দ। অন্য একখানিতে প্রজাগণের প্রতি নায়েব হুকুম দিয়াছেন যে শিবরাম ভট্টা-চার্য্যের নিকট যাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ব্যাস-বৈদিক ব্রাহ্মণ সদ্-ব্রাহ্মণ না হইলে দেশের ধর্ম্ম-সংরক্ষক রাজা জমিদারগণ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে যাবতীয় হিন্দু প্রজাগণের ব্যবস্থাদাতৃ ধর্ম্মশাসক-রূপে নিযুক্ত করিবেন কেন ?

[পরপৃষ্ঠায় প্রতিলিপি দেখুন]

(প্রতিলিপি)

শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ
ও
শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ
জমিদারগণ মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণকিশোর মজুমদার
না এব।

অস্পষ্টের জন্য
পড়া গেল না।

মৌজে নিজ গোপালপুর নিবাসী শ্রীশিবরাম উথাসিনী প্রতি শাসনী ও ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্ম সাস্তাহ বিধি ব্যবস্থা প্রদানী ও সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমাদের জমিদারী তমলুক পরগণার মধ্যে তালুক গোপালপুর ওগায়রহ ছয় মৌজার বিধি ব্যবস্থা ইত্যাদি সাবেক ভট্টাচার্য্যের পুত্র ৺ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থাদি দিয়া আসিতেছিলেন এক্ষণে উক্ত চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদি দেওনে অপারগ জানিয়া এবং সর্ব্বদা মাহাল মজকুরে উপস্থিত না থাকায় উপরুক্ত ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বিধি-ব্যবস্থাদি প্রদান ও বিষয় শাসনীয় ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে তোমাকে বাহাল করা গেল তুমি সর্ব্বদা তালুক মজকুরায় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাহারের ক্রিয়াকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ওগেরহ রীতিমত শাস্ত্রানুযায়ী বিধি ব্যবস্থাদি দিবা ও সরকারের ডিহির কাছারীর নিয়মিত যখন যে কর্ম্মে উপস্থিত হইয়া আপন হাওদার কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবা আর এই সনন্দে তালুকমজকুরার ষোল আনা প্রজার প্রতি অনুমতি করিয়া লেখা যায় যে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম যখন যে উপস্থিত হইবেক ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা এই ভট্টাচার্য্যের নিকট রীতিমত তৈলবট দাখিল করিয়া ব্যবস্থা লইবা ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির শাসনীয় ভট্টাচার্য্যের রীতিমত যে

পাওনা তাহা ভট্টাচার্য্যের নিকট দিরা—ইতি সন ১২৬৪ সাল বাঙ্গলা ও সন ১২৬৫ সাল ফসলী তাঃ—২৯শে ভাদ্র।”

পাঠক মহাশয়! ‘ব্যাস’ আখ্যার গরিমা কি বুঝিলেন? ‘ব্যাস’ ব্রাহ্মণ যে ব্যাসের জ্ঞাতি নহে, নূলো পঞ্চানন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু ‘ব্যাস’ আখ্যার যথার্থ শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়াছেন। ‘ব্যাস’ ব্রাহ্মণ যে কল্পিত অপব্রাহ্মণ নহেন, তাহা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্টে স্বীকার করিয়াও মাহিষ্যগণের পুরোধাগণকে বর্ণবিপ্রের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় বহু বিতণ্ডার পর কৃষিকৈবর্ত্তকে ‘সচ্ছূদ্র অনুপনীত মাহিষ্য’ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ‘আদিশূরের বহুপূর্ব্বেও ভূম্যধিকারী’ বলিয়া লিখিয়াছেন। আদিশূরের পূর্ব্বে, যে মাহিষ্যগণ বঙ্গদেশের একমাত্র আশাভরসার স্থল ছিলেন, যাঁহারা তপোবীজ-প্রভাবে বৈজিক শক্তিতে প্রবল হইয়া বঙ্গদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের “ভূম্যধিকারী” ছিলেন, কি ‘রাজরাজেশ্বর’ ছিলেন, তাহা পাঠকগণ পরে দেখিতে পাইবেন। কালপ্রভাবে সেনবংশের আধিপত্য জলবিম্বের ন্যায় অদৃশ্য হইলে মুসলমান নবাব ও বাদশাগণের আমলেও বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারিগণ কিরূপ প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ অবগত আছেন। আদিশূরের বহুকাল পরে বল্লালের আমলে, অথবা শিশির বাবুর মতে বহুদিন পরে, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই কলু বাগ্দী তীয়র ধীবরাদি জাতির দান গ্রহণ করিয়া পতিত বর্ণবিপ্র হইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় আদিশূরের বহুপূর্ব্বে কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতির অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের আভিজাত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ “অনুপনীত মাহিষ্য” ও “ভূম্যধিকারী” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যাজ্য জাতির পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া যাজক পুরোধাগণের

বিশুদ্ধতা স্বীকার করিলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইত না।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই সমস্ত প্রমাণসত্ত্বেও মূঢ়ব্যক্তিগণ ব্যাসোক্ত নাম শুনিলেই কর্ণে হস্তক্ষেপ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রমপূর্ণ ঘৃণা আজকালের দিনে শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকিতে পারে না; কারণ শাস্ত্ররূপ রবিরশ্মি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমান্ধকার দূর করতঃ সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া দেয়। বৈশ্যবর্ণান্তর্গত কৃষিজীবি-মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি উক্ত মাহিষ্য ছাড়া অনাচারী বা বহুজাতীর যাজন করেন না। অম্বষ্ঠদর্পণ-প্রণেতা লিখিয়াছেন যে,—

"এমন কি বৈদ্যজাতি সমগ্র বঙ্গদেশের উপর প্রভুত্ব লাভ করিলেও উক্ত ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞানিত অপরিচিত বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য করিতে অসম্মত হন, সুতরাং আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি পুরোহিতবিহীন ছিলেন। তখন আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলে অযাজ্যজাতির যাজন করিয়া পতিত হইয়াছেন, বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করেন। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং অদ্যাবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন্। ইহাঁরাই কুলীন শ্রোত্রীয় ও গৌণ নামে খ্যাত। এই পতিত ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য ও কায়স্থের পুরোহিত বা যাজক।"

"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা দান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব ত্যাগ করিয়া বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গদেশে মাত্র শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।"—অম্বষ্ঠ দর্পণ।

পাঠক মহাশয়! উপরের উক্তি আমার কথা নহে। বৈদ্য কুলাবতংস অম্বষ্ঠ-দর্পণ-প্রণেতা জলন্ত অক্ষরে ঐ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বিচার করিয়া বলুন, মাহিষ্য-যাজী পতিত কি নবশাখ-যাজী পতিত?

ফলতঃ পরাশরগণ স্বভাবে থাকিয়াই অপদস্থ হইতেছেন, ইহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণ পরাশর ব্রাহ্মণের সহিত মেলামেশা করেন নাই; পক্ষান্তরে পরাশর ব্রাহ্মণগণও কান্যকুব্জীয়দিগের সহিত মেশেন নাই। কনোজব্রাহ্মণের জিদ্ বজায় রহিয়াছে। পরাশরগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষ্টার জলপান আরম্ভ করিয়াছেন। কনোজ-ব্রাহ্মণদিগের দেখাদেখি তাঁহাদের আধুনিক যাজ্যজাতিগণ স্থানে স্থানে এই বিবাদে যোগ দিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে গৌড়াদ্য বৈদিকগণ পাতিত্যভয়ে সেনরাজগণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন নাই, আজি তাঁহারই পতিত হইতে বসিয়াছেন। অহো! কালমাহাত্ম্য!!

—:০:—

ত্রয়োদশ অধ্যায়।



মাহিষ্যযাজী-ব্রাহ্মণ সদ্‌ব্রাহ্মণ।

মাহিষ্যযাজী বৈদিক ব্রাহ্মণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহা নিম্নলিখিত কতিপয় ঘটনা পাঠ করিলেই সম্যক্ অবগত হওয়া যাইবে।

১। হুগলি-জেলায় প্রসিদ্ধ বাবা ৺তারকনাথের মঠের অধীন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে সন্তোষপুরের ৺বিশালাক্ষী ও দশভুজা দেবীর বিগ্রহের সেবক মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষানুক্রমে দেবীর সেবাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের হস্তে প্রস্তুত ও নিবেদিত প্রসাদান্ন গিরিপুরী ভারতী দশনামী মোহান্তগণ এবং সাধারণ সর্ব্বজাতিতে অম্লানবদনে গ্রহণ করিতেছেন। সম্প্রদায়বিশেষের প্ররোচনায় বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্রপুরী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণহস্তে প্রস্তুত এবং তাঁহার নিবেদিত প্রসাদান্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে পুনর্ব্বার প্রসাদগ্রহণ করাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছেন।

২। হাওড়া জেলার আমৃতা থানার সন্নিকট রসপুরগ্রামের জাগ্রত ৺গড়চণ্ডী মাতার সেবাইত গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বিগ্রহ স্থানীয় কায়স্থ রায়বংশীয় জমীদারগণের প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণের হস্তে নিবেদিত প্রসাদ কায়স্থগণ অম্লানবদনে গ্রহণ করিতেছেন। এমন কি, রায়বাবুদিগের বাটীতে যে কোন ক্রিয়া কার্য্যো-পলক্ষে ৺গড়চণ্ডী মাতার সেবক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হন।

৩। জেলা রঙ্গপুর থানার সাদুল্ল্যাপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয়ের নাম বিশিষ্ট ভদ্রসমাজে পরিচিত। স্মরণাতীত কালে এই জমীদার মহাশয়ের এক পূর্ব্বপুরুষ গৌড়াদ্য-বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণ ৺বলরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারা একটী কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। সেই বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। বাগটী গ্রাম নিবাসী মাহিষ্যযাজী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা অদ্যাপি উক্ত দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত জমীদার মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, গৌড়াদ্য বৈদিক সেবক ব্রাহ্মণ প্রাগুক্ত জমীদার মহোদয়ের নামেই পূজার সময় সংকল্প করিয়া তাঁহার পৌরোহিত্য করিতেছেন।

৪। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সতীরহাট নামক গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী জাগ্রত দেবী বিদ্যমান আছেন। বলিহারের মহারাজ ঐ দেবীর সেবাইত। পুরুষানুক্রমে ঐ দেবীর অর্চ্চনা ও ভোগাদির জন্য মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন, সকল জাতি এবং স্বয়ং মহারাজ ঐ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন সময় রাজবাটীর অন্যান্য ব্রাহ্মণের উত্তেজনায় মহারাজ কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে অপসারিত করেন। তৎপরে জগন্মাতা রাজা বাহাদুরকে স্বপ্নাদেশ করেন,—"রে বৃথাজাত্যভিমানী কৃষ্ণেন্দ্র, তুই আমাকে দুই দিন উপবাসী রাখিয়াছিস্ অন্যের প্রদত্ত পূজা ও ভোগে আমার অর্চ্চনা ও ভোগ হয় না।" তদবধি মহারাজা অনুতপ্ত হইয়া পূর্ব্বব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫। মহারাজ মুকুটচন্দ্র রায় চৌধুরী যশোহর জেলার পূর্ব্বভাগে রাজত্ব করিতেন। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অনেক বাপি সরোবর খনন করাইয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। জামতলায়

দীঘি, বারবাজারের দীঘি, বালিয়াডাঙ্গার দীঘি তাঁহার অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বালিয়াডাঙ্গার দীঘির তীরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে সেবক রাখিয়া ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়াছেন; বর্ত্তমান সেবকের নাম শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। উক্ত রাজার বর্ত্তমান বংশধর রাজা সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জয়দিয়াতে বাস করিতেছেন। বালিয়াডাঙ্গা নড়ালের জমিদারদিগের অধীন হওয়ায় তাঁহারা মহারাজ মুকুটচন্দ্র রায় চৌধুরীর দেবোত্তরের ও ব্রহ্মত্তোরের সত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

৬। নলডাঙ্গার মহারাজ মহেশ চন্দ্র দেবরায় গন্নারে মাহিষ্যযাজী ৺নফরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা ৺ কালীমন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করাইয়া ৫০/ বিঘা ভূমি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশধরগণ অত্যাপি উক্ত দেবীর সেবক থাকিয়া দেবোত্তর ভোগ করিতেছেন। নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুরগণ রাঢ়ীয় শ্রেণী আখণ্ডল বংশ।

৭। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মগরা ষ্টেশন হইতে ২৷৷০ ক্রোশ দূরে নগা নামক গ্রামে হুগলি জেলার কাশ্যপ গোত্রীয় গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশের আদি বাস। আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিভূষিত উক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় ৺কল্যাণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ৺তারকেশ্বরের নিকট ভড়িয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী দেবীর সেবক নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি প্রদত্ত ১৪/০ বিঘা দেবোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতি বৈশাখীয় পূর্ণিমায় ও শারদীয় নবমী পূজার দিবস উক্ত দেবীর পূজার জন্য বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে পূজার প্রচুর দ্রব্যাদি ও বলির জন্য একটী করিয়া ছাগপশু প্রেরিত হইত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল মহারাজাধিরাজের ভারার্পিত বাবা ৺তারকনাথের মঠাধিপতি মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরি মহোদয়ের নিকট হইতে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য

প্রভৃতি ভূদেবগণ উক্ত দেবীর পূজার উপকরণ ও দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া মহারাজাধিরাজের নামোল্লেখ পূর্ব্বক সংকল্প করত পুরোধার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তির পুরাতন তায়দাদ নং ৫।৫৪৬ নূতন নং ৫।৭৪৩।

৮। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীযোড়া পরগণায় সিদ্ধা গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। কাশীযোড়ার দানবীর ক্ষত্রিয় রাজা দেবোত্তর প্রদান করিয়া গৌড়াদ্য-বৈদিক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৺চিরঞ্জীব উথাসনী মহাশয়কে সেবক নিযুক্ত করেন। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় অষ্টাহ উৎসব এবং ৭মী হইতে দিবসত্রয় দেশদেশান্তর হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণাদি বর্ণ উক্ত জাগ্রত দেবীর পূজা দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উথাসনী বংশধরগণ অদ্যাপি উক্ত দেবীর সেবক বর্ত্তমান আছেন। রাজবংশের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় দেওয়ান মাইতি বংশের তত্ত্বাবধানে উক্ত দেবীর মন্দিরের কার্য্য চলিতেছে।

৯। উক্ত রাজবংশের হরি নারায়ণ দেববর্ম্মা নিজবাটীতে ৺মদন গোপাল জিউ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ৪৪/০ বিঘা দেবোত্তর প্রদান করত উক্ত উথাসনি মহাশয়কে সেবক নিযুক্ত করেন। উক্ত উথাসনী বংশে ৺গোপাল চন্দ্র স্মৃতিরত্ন, ভ্রাতা ভবানীশঙ্কর আগমবাগীশ, ৺গুরুপ্রসাদ সরস্বতী, ৺পূর্ণানন্দ ন্যায়রত্ন, ৺রামধন শিরোমণি, ৺অশ্বথামা ন্যায়পঞ্চানন, শ্রীধর কাব্যতীর্থ প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপার্ব্বতি চরণ রাজপণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সেবা কার্য্য চালাইতেছেন।

১০। উক্ত কাশীযোড়া পরগণার দানবীর ক্ষত্রিয় রাজা ৺জিতনারায়ণ বাহাদুর সিদ্ধ পুরুষ মাহিষ্য মোহান্ত কুচিল দাসের আনীত শ্রীবিগ্রহ ৺গোবর্দ্ধনধারী জিউকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন ১১৪৪ সালে প্রায় ৫০০ বিঘা দেবোত্তর জমি প্রদান করিয়া গৌড়াদ্য-বৈদিক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ৺ধনঞ্জয়

অধিকারী মহাশয়কে সেবক নিযুক্ত করেন। উক্ত পরগণায় যে কোন মহোৎসবে উক্ত শ্রীবিগ্রহ আনীত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত অধিকারী মহাশয়ের বর্ত্তমান বংশধরগণ বিভূতি ভূষণ, গোবর্দ্ধন, প্রমথ নাথ, যশোদা-নন্দন প্রভৃতি ভূদেবগণ উক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবা কার্য্য চালাইতেছেন।

১১। উক্ত কাশীযোড়া পরগণায় মৈশালি গ্রামে জাগ্রত প্রসিদ্ধ শীতলা মাতার সেবক গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর অধিকারী সেবকের হস্তে প্রস্তুত এবং নিবেদিত প্রসাদান্ন কেলোমাল প্রভৃতি স্থানীয় সকল জাতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবীর পূজায় বন্দোবস্ত না করিলে স্থানীয় কোন কায়স্থ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের বাটীতে শুভ বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে কেহ সাহস করে না।

এইরূপ বহুল ঘটনা দ্বারা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যতেজের জ্বলন্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ-নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে হইলে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আলোচিত হইয়াছে। মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেই সকল লক্ষণ ও গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে; সুতরাং তাঁহারা সদ্‌-ব্রাহ্মণ। মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ব হইতে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে অর্থাৎ গৌড়দেশে যে আর্য্যধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল ও বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণের আগমন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বংশধরগণ যে শত সহস্র বিপ্লবের মধ্য দিয়া এখনও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

গৌড়াদ্য-বৈদিকগণের নিষ্ঠা আচারব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। বর্ণাশ্রম-বিধ্বংশী পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক এখনও অতি অল্পমাত্রায় ইহাঁদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজের অনেকেই

পাশ্চাত্যদেশে গমনপূর্ব্বক ম্লেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আর্য্য সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছেন, অনেকেই কলিকাতার উইলসনের হোটেলে সাহেবের পরিত্যক্ত প্রসাদে উদরপূর্ণ করিয়া বাহিরে সমাজের মহামহোপাধ্যায় কর্ণধার হইয়াছেন, কিন্তু গৌড়াদ্য-বৈদিক সমাজের একজনও সনাতন আর্য্যধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই। ইঁহারা নিত্যব্রতী ও সত্যবাদী। উকীল মোক্তার দারোগা প্রভৃতি সতত অনৃতসেবী ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি আর্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহাঁরা অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা দশ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া থাকেন। তিলক যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া ত্রিসন্ধ্যোপাসনা গায়ত্রীজপ বিষ্ণু পূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠানে নিত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন।* ইহাঁরা টোল বা চতুষ্পাঠী রক্ষা করিয়া অধ্যাপনা এবং যত্নের সহিত বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।† যজন যাজন ইহাদের নিত্যকর্ম্ম, দানধর্ম্মে মুক্তহস্ত। প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রাপ্তিরও বহুল নিদর্শন আছে।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহারাজা রাজা ও জমিদারগণের নিকট হইতে যে ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কতিপয় বিবরণ প্রদত্ত হইল। শাস্ত্রীয় বিধি ও ফলশ্রুতি অনুসারে এতদ্দেশীয় মহারাজা রাজা যাঁহারা জাত্যংশে মাহিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজা, মহিষাদলের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ রাজা, বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মহারাজ, কাশীযোড়ার ক্ষত্রিয়

---

* তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুপূজনং।
গায়ত্র্যাদি জপোরিত্যাদ্বিতি ব্রাহ্মণ লক্ষণং ॥—প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ॥

† অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥—মনু ॥

মহারাজা, মুক্তাগাছার ক্ষত্রিয় জমীদারগণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজগণ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দ্বারা পূজা করিয়াছেন ; তাঁহারা পতিত হইলে কখনই এইরূপ সন্মান ও পূজা পাইবার অধিকারী হইতেন না। নিম্নে কতিপয় ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তির কথা বলা যাইতেছে।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধান্যঘরা গ্রাম নিবাসী অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গোৎসবে ব্রতী ব্রাহ্মণগণের চণ্ডীপাঠের অশুদ্ধতা প্রদর্শন করিয়া মহারাজের প্রসন্নতা লাভ করেন যে দিবসের প্রাতঃকালে এই ঘটনা ঘটে, সেই দিন অপরাহ্নে নদীয়া রাজসভার পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র বিচারে জয়লাভ করিয়া পরদিবস হইতে মহারাজ তাঁহাকে চণ্ডীপাঠে ব্রতী রাখিলেন এবং প্রচুর দক্ষিণা এবং ৫০/০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করেন। বৎসর বৎসর শারদীয়া পূজায় তাঁহাকে চণ্ডীপাঠ করিতে স্বীকার করাইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই চণ্ডীপাঠ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাব বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করিতেছেন।

২। নদীয়ার মহারাজ শিবনিবাসে ১০৮ শিবমন্দির ও রাম সীতার মন্দিব স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উক্ত মন্দির গুলিতে দেবসেবায় গঙ্গোদক চন্দন, পুষ্প, প্রভৃতি আয়োজনের ভার মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের উপর ন্যস্ত ছিল, পূজার আরম্ভকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ব্রাহ্মণকে মন্দিরে বসিয়াই শঙ্খধ্বনি করিতে হইত তজ্জন্য তাহাদিগকে শঙ্খচুড় ব্রাহ্মণ বলিত। উক্ত কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিবার জন্য মহারাজা তাঁহাদিগকে ১০০/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। কালক্রমে উক্ত ব্রাহ্মণ বংশধরগণ শঙ্খ বাজাইতে শিথিলতা করিলে মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র উক্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। অনেক অনুনয় বিনয় প্রার্থনার পর অতি সামান্য করে উক্ত ব্রহ্মোত্তর জমি উক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত

বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহাদিগকে শঙ্খ বাজাইতে যাইতে হয় না।

৩। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায় পায়কুল্যানিবাসী আত্মারাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ৫৫/০, রাজাপুরনিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ৬১৷৷০ বিঘা, জগাইপুর নিবাসী রামদুলাল চৌধুরী মহাশয়কে ৩২/০ বিঘা, সমুদ্দীয়া নিবাসী রাম রাম উকীল মহাশয়কে ৫২/০ বিঘা, সুলতানপুর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়কে ৩০/০ বিঘা, ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। এইরূপে আরও কত গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন।

৪। নাটোরের মহারাণী ভবানী দেবী সাঙ্কোয়া নিবাসী রামহরি চক্রবর্ত্তীকে নিষ্কর জমি দান করিয়া পূজা করিয়াছেন। এইরূপে সাকিম সাহজাদ্যাপুর, পাবনার যুগলকৃষ্ণ অধিকারী, মহারাণীর নিকট হইতে ৫৫/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বড়দহ সাকিমের জয় কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ১১৫০ সালে কালেক্টরী মোহর সহি ১২০৮ সালে ৩১৷৷৶ বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া মহারাণী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জগাইপুরনিবাসী হারাধন ও মণিরাম দেবশর্ম্মা সুবরাজপুরনিবাসী গৌরাঙ্গ মজুমদার, আঙ্গাবদহনিবাসী মুক্তারাম দেবশর্ম্মা প্রভৃতি অনেক মাহিষ্যাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ উক্ত মহারাণীর নিকট হইতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। লোকনাথপুর (নদীয়া) নিবাসী ৺হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাটোরাধিপতি মহারাজ রামজীবনের নিকট ১৬/০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে হারাণচন্দ্রের বংশধর শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতি) দখলীকার আছেন।

৫। হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অধীন গোণ্ডলপাড়ার হংসঋষি-গোত্রসম্ভূত প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ, বর্দ্ধমানের মহারাজ

কর্তৃক ঋণের সম্মানিত হইয়া বহুতর নিষ্কর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এই সমস্ত জমি ভোগ করিতেছেন।

৬। হুগলী জেলায় সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বলরামবাটী গ্রামনিবাসী রথুঋষি-গোত্রসম্ভূত ৺শক্তিচরণ বেদান্তবাগীশ ও ৺কার্ত্তিক চন্দ্র তর্কবাগীশ ভ্রাতৃদ্বয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ৺কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন; ইহাঁরা বিদ্যা ও প্রতিভাবলে প্রতিপূজ্য হইয়া উক্ত মহারাজের নিকট ৭৫/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ত্তমান তায়দাদ নং ২০৬৮৫। উক্ত বংশে ৺বেচারাম, বিদ্যালঙ্কার, ৺তিলকরাম বিদ্যালঙ্কার, ৺তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ, ৺ভোলানাথ সার্ব্বভৌম ৺ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়, কলিকাতা জানবাজারস্থ ভূম্যধিকারিণী পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়, ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদিগের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কের পর বিদ্যাবলে প্রতিপূজ্য হইয়া, উক্ত রাণীর জামাতা মহামান্য ৺মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক আচার্য্য পদে বৃত হইয়া, যথেষ্ট সম্মানিত ও প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন এবং ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ হোতৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, গ্রন্থকারের নিকট-আত্মীয় মাননীয় পূজ্যপাদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণ অদ্যাবধি উক্ত নিষ্কর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

৭। হুগলি জেলার অন্তর্গত থানা আমতার অধীন খোশালপুর গ্রামনিবাসী কর্ণঋষি গোত্র সম্ভূত ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহিষাদলের কনোজ ব্রাহ্মণরাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ১০০ শতাধিক বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ উক্ত

বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যথেষ্ট নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রীযুক্ত হয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পৌত্র ৺শম্ভূচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র বিধায় ঐ সকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন। মৌদগল্য গোত্রসম্ভূত প্রসিদ্ধ ৺রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ গড়ভবানীপুরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিস্তর নিষ্কর জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। ক্ষত্রিয়কুলধূরন্ধর ৺কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় মুসলমান নবাবী আমলে মুড়াগাছা পরগণায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, বন জঙ্গল কাটাইয়া বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দির এ প্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি বহুতর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়া দেব সেবার ও ব্রাহ্মণ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে ১১৯১ সালে (১৭৯৮ খৃঃ অব্দঃ) যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বংশধরের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির তালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মোত্তর ভূমির অধিকাংশই গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল। নহিব-গোঁঠের কাশ্যপগোত্রীয় পণ্ডিতপ্রবর ৺মহাদেব ভট্টাচার্য্য উখাসনী মহাশয়কে তিনি যথেষ্ট ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশধর উখাসনী শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী এক্ষণে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট পার্ব্বতিপুর গ্রামে এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী উখাসনী চক্রবর্ত্তী আমিড়াগ্রামে, শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী বেনাপুর গ্রামে, ও শ্রীযুক্ত রমানাথ চক্রবর্ত্তী সরিষাগ্রামে বাস করিতেছেন। ৺কেশবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু বরদা রায়প্রসাদ চৌধুরী জমিদার কলিকাতা ভবানীপুরে বাস করিতেছেন।

৯। হুগলী জেলার অন্তর্গত অনন্তরামপুর গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহামহোপাধ্যায় গৌরীচন্দ্র বংশের উজ্জ্বলতম শাখাসম্ভূত ৺রূপনারায়ণ বিদ্যাভূষণের পৌত্র ও ৺রামকল্প বাচস্পতির পুত্র ৺কার্ত্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ কর্ত্তৃক ইঁহারা বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং শতাধিক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরীচন্দ্র বংশের কৌস্তভমণি স্বরূপ এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্রদ্বয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীভব-তারণ স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত শ্রীনিত্যতারণ স্মৃতিরত্ন; ভবতারণ স্মৃতিরত্নের পুত্র শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা এখনও উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির উপসত্ব ভোগ করিতেছেন।

১০। নাটোরের ব্রাহ্মণরাজবংশসম্ভূতা রাণী সত্যবতী রঙ্গপুর জেলার বাকৃচি গ্রামবাসী ৺দধিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উক্ত জেলার বাহারবন্দ পরগণার অন্তর্গত খোলাহাটী গ্রামে ১০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ খোলাহাটীর জমিদার ৺ফটিকচন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের প্রেরিত মাহিষ্যবাজী ব্রাহ্মণডাইরেক্টরী হইতে সঙ্কলিত।

১১। মহাত্মা রাজা সীতারাম রায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত কালীয়া গ্রামনিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ১২০৯সালের অগ্রহায়ণ মাসে যে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার তৌজী নম্বর ১৬৬২৭। দলিল খানি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হওয়ায় তারিখ দিতে পারা গেল না। মহাত্মা রাজা রামজীবন রায় উক্ত গ্রামের অধিবাসী ৺রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার সাবেক নম্বর ১৫৫৫৫ কালেক্টরী তৌজী নম্বর ৮৪৭৪; মহাত্মা রাজা সীতারামের নিকট ইনি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কালেক্টরী হাল নং ৯০৮১। ইহাদের বংশধর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়েরা অদ্যাপি উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। যশোহর—কালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়-প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-ডাইরেক্টরী হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

১২। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত মহারাজা খাঁটুরা গ্রামে ৺শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ২০০ শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তদীয় বংশধরগণ একণে দুই বিঘা মাত্র ভোগ দখল করিতেছেন। প্রাগুক্ত মহারাজা উক্ত গ্রামে ৺পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬০/০ ষাট বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। নিধিরপোতা গ্রামে "নিধিরপোতার" প্রসিদ্ধ দীঘি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা শিবচন্দ্র এই সুবিশাল সরোবরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মা শিবচন্দ্র নাইকুড়া ডহরপোতা নিবাসী মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় দীপচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। এক ঘোড়ার দৌড়ের পরিমাণ যত হইয়াছিল, উক্ত ভূমির দৈর্ঘ প্রস্থে পরিমাণ তাহাই। যশোহর মালবেড়িয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বিশ্বাস মহোদয় প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতে এই সংবাদ সঙ্কলিত হইল।

আরও কত শত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ মহোদয় বর্দ্ধমানের মহারাজ কর্ত্তৃক এইরূপে বহুতর নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এত ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার সমূহ তালিকা প্রদান করিলে এইরূপ আর একখানি পুস্তকের পূর্ণ কলেবর হইয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সমস্তগুলি উদ্ধৃত হইল না।

মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল কণ্ঠাভরণের পূজনীয় মাতৃদেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতা—ইটালীনিবাসী আনন্দবাবুর পিতা

৺যদুগোপাল কণ্ঠাভরণ মহাশয় বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যদুগোপাল বাবুর বাস্তু-ভিটা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাস্তু-ভিটা একত্রে ছিল এবং উভয়ে তুল্যাংশে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র "সাহিত্য" সম্পাদক স্বনাম ধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ভোগ করিতেছেন। যদিও সুরেশ বাবু এক্ষণে ঐ ভিটায় বাস করেন নাই, তথাপি সময়ে সময়ে আসিয়া খাজনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবারবর্গ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণবংশকে কখনও ঘৃণা করেন নাই, বরং অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন! এমন কি পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণবতী পত্নী আনন্দ বাবুদের বাটীতে আসিয়া আনন্দ বাবুর মাতার হস্ত হইতে অন্নের পাত্র কাড়িয়া লইয়া অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন। সে যুগ যেন চলিয়া গিয়াছে, এখন বাঙ্গালীরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন, আচার-ব্যবহারে অন্তরঙ্গকে বহিরঙ্গ করিতেছেন, সমাজকে উৎসন্ন দিতেছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সাদুল্যাপুর থানার অধীন ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদার এবং বলিহারের বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারাই শ্রীশ্রী৺ দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণের নামে সঙ্কল্প করিয়া গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দেবীর পূজাকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ নানাস্থানের বহুতর ঘটনা এই গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতেছে; বাহুল্য ভয়ে, সকল ঘটনা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশীয় হিন্দুমাত্রেরই তাবৎ ক্রিয়াকলাপ সুসম্পন্ন হইতেছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদ্বারৈব কর্ত্তব্যা" অর্থাৎ দেবতার

প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইবে। কালিকাপুরাণে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেনঃ—

"কর্ত্তুমিচ্ছতি যঃ পুণ্যং মম মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠয়া,
অন্বেষণীয়স্ত্বাচার্য্যস্তেন লক্ষণসংযুতঃ ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত আচার্য্যের অন্বেষণ করিবে। ব্রাহ্মণ আচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য, কিন্তু "কদাচিদপি শূদ্রস্তু নাচার্য্যত্বমর্হতি" অর্থাৎ শূদ্র কদাপি আচার্য্যের কার্য্য করিবার যোগ্য নহে। শূদ্র সংস্পৃষ্ট দেবতার প্রণামের ফলশ্রুতি বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে—"নমেদ্ যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বা হরিমেববা। স সর্ব্বযাতনা ভোগী যাবদাভূত-সংপ্লবম্ ॥"—শূদ্রসংস্পৃষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিলে, যতকাল না প্রলয় হইতেছে ততকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়। এই সকল শাস্ত্র-অনুশাসন সত্ত্বেও রঙ্গপুরের একজন রাঢীব ব্রাহ্মণ জমিদাব, বলিহারের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা কি পতিত ব্রাহ্মণকে দেবীব প্রতিষ্ঠা ও পূজাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? এতদপেক্ষা চমৎকার কথা আব কি আছে! উক্ত স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী নীচাদপি নীচ জাতি হইলে কখনই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিত না। বিরুদ্ধবাদিগণ হয় ত বলিতে পারেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ যে নীচজাতীয় ছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণডাঙ্গার বা বলিহারের রাজা জানিতেন না, তাহা জানিলে কখনই এরূপ হইত না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার মহোদয় এবং তৎসময়ের তৎ স্থানের কোন ব্যক্তি যে সমাচার অবগত ছিলেন না, তাঁহারা তাহা কোথায় অবগত হইলেন? অভিমন্যু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে নাকি ধনুর্ব্বেদের দুই চারিটি মন্ত্র বা ব্যূহভেদ করিবার বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা একদিন

বরং সম্ভবপর, কেননা তদীয় পিতা সে বিদ্যা জানিতেন, কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানকালে প্রাগুক্ত তর্কব্যূহ রচনা করিতেছেন এবং যে বিদ্যার বলে এইরূপ কহিতেছেন, সে বিদ্যার আবির্ভাব কোথা হইতে হইল? উক্ত বিদ্যা ত তাঁহাদের পিতৃপুরুষ অবগত ছিলেন না; তাহা অবগত থাকিলে উল্লিখিত রাজা ও জমিদারপুঙ্গব সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তিনি নীচ সংস্পৃষ্ট স্বীয় অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রণত হইয়া যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, তাহা ভোগ করিতে কিছুতেই রাজি হইতেন না। "সর্ব্বযাতনাভোগী যাবদাভূত সংপ্লবম্" এই শাস্ত্রীয় অনুশাসন এখনও যেমন বর্ত্তমান আছে, তখনও সেইরূপ ছিল! অধিকন্তু বিশ্ব-নিন্দুক-দলের অস্তিত্ব ও প্রভাব এখনও যেমন, তখনও তেমনই ছিল।

বিরুদ্ধবাদিগণ এস্থলে এরূপ আর একটি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, গৌড়াদ্য-বৈদিকগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাঁহারা যে পতিত ব্রাহ্মণ নহেন, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছি যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যদি পতিত হইতেন, তাহা হইলে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—রাজগণ ও জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্যের আশ্রমের গিরিপুরী ভারতী প্রভৃতি দশনামী মোহান্তগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা অর্চ্চনা ভোগ রাগ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও দিতেন না। কেননা পতিত ব্যক্তি যদি দেবদেবীর প্রতিমা স্পর্শ করে, তবে শাস্ত্রে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিধি আছে। বৌধায়ন স্পটাক্ষরে ব্যবস্থা দিতেছেন যে "দ্রব্যবৎকৃতশৌচনাং দেবার্চ্চনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি"। আদিপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিত দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শ-দূষিতে।"

দেবতার মূর্ত্তি "পতিতস্পর্শ-দূষিত হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনের ব্যবস্থা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য-মহাশয়, প্রাগুক্ত শাস্ত্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া, এই বঙ্গদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব বিশুদ্ধ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কিছুতেই পতিত হইতে পারেন না। ইহাঁরা যেমন একদিকে অব্রাহ্মণ নহেন, অন্যদিকে পতিতও নহেন। বরং উল্লিখিত প্রমাণনিচয়ে তাঁহাদের সদ্ব্রাহ্মণ্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

পরস্পর বিবাদের বিষময় ফলে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সমাজে অপদস্থ। বিবাদের বিষয়ে ৺অদ্বৈতচন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রণীত "দাসোৎকর্ষ" নামক সংস্কৃত কুলগ্রন্থ গ্রন্থে "দোষাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থ মতে এমন ভীষণভাবে কনোজ ব্রাহ্মণের আক্রমণ দেখা যায় যে, সেই সময়ে যে উভয়দলের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়। সেই পুস্তকের বচন উদ্ধৃত করিলে পুরাতন বিবাদ নবীভূত হইবে মাত্র।

বারেন্দ্রকুলতিলক ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল মহোদয় তাঁহার কুল-কালিমা গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—"বঙ্গদেশে গৌড় ও সুবর্ণ গ্রাম দুইটী স্থান সুপ্রসিদ্ধ দুইটী রাজ্যের রাজধানী ছিল, তথাপি তখন বঙ্গদেশে ছোট বড় কয়েকটী রাজ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে মাহিষ্যজাতীয় লাট ওকুরুক্ষদ্বীপের রাজারা সেন বংশের রাজত্ব কালে অনেকাংশে হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। বল্লালের দুরভিসন্ধি আংশিক বুঝিতে পারিয়া সাবর্ণি গোত্রজ পরাশর ব্রাহ্মণগণ বল্লালের আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক ঐ দুই স্থানের রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ স্থানের রাজগণ সাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই কারণেই জাতক্রোধ-বশতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত কিছুকালের জন্য সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, কিন্তু শেষে এই অনৈক্য চিরস্থায়ী হয় নাই। পুনর্ব্বার অন্যান্য কৌলিন্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ হন। কিন্তু প্রথমে

বল্লালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে কৌলিন্যাংশে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হন। বল্লাল লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজাদিগকে তাঁহাদিগের শরণাগত ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করায় তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হন, এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রকাশ্য শাস্তিবিধানে অসমর্থ বিধায় কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। মাহিষ্যজাতীয় অধিকাংশ লোক কৃষি-জীবী ছিলেন। হলকর্ষণ সময়ে অজ্ঞাতসারে অনেক প্রাণীহত্যা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে প্রাণীহত্যা মহাপাপ। বল্লাল এই অছিলায় কৃষিকার্য্য ও কৃষিজীবীদিগকে সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহাদের সময় এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বল্লালের সময় লোকের অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকাংশে হিন্দুদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল; এই কারণে সাধারণে তাহা কতক কতক বিশ্বাস করিল এবং হেয় কর্ম্ম বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল। এই হইতেই কৃষিকার্য্যের প্রতি লোকের অনাস্থা দেখা যায়, ইহার পূর্ব্বে ছিল না। বল্লাল পূর্ব্ববঙ্গবাসী, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেই তাঁহার এই গূঢ় নীতি অধিক কার্য্য-কারিণী হইয়াছিল। এই জন্যই, পূর্ব্ববঙ্গে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অধিক অনাস্থা দেখা যায়।"

কুলকালিমা গ্রন্থ প্রণেতা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলতিলক। তিনি বহুবৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে কুলকালিমা গ্রন্থে বল্লালচরিত্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল পরাশর ব্রাহ্মণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজগণ বল্লালের আদেশমত নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ না করায়, তাঁহাদিগকে ক্ষমতায় কিছু করিতে না পারায়, মাহিষ্যজাতির বৈশ্যোচিত কৃষিকার্য্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া প্রচার করতঃ মাহিষ্যজাতি পতিত ইহা প্রকারান্তরে সাধারণের

নিকট প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পান—সত্য ইতিহাসের ঘোষণায় অলীক কিম্বদন্তী দূরীভূত হইবে না কি ?

ফুলো-পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠী কথায় লিখিয়াছেন :—

"সাগর হইতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম।"—সঃ নিঃ ৫৩৩ পৃ।

রাজা দনোজ মাধবের সভায় ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে গুড়ীশরণ যোগীন্দ্র দ্বীপ বা সূর্য্যদ্বীপের আধিপত্য পান, যথা—

"অক্ষু দ্বীপে মহিন্তা শ্রীমাধব রায়
গুড়ীশরণ যোগীন্দ্র সূর্য্যদ্বীপ পায়।"—সঃ নিঃ ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

ঐ সূর্য্যদ্বীপই পুরস্কারস্বরূপ বল্লালের আমলে সূর্য্যমাঝী পাইয়াছিল ;—

"সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যারা লগ্নণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥
সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশে লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিবৃত॥ সঃ নিঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

"সূর্য্যদ্বীপ স্ত্রিভির্ভাগৈ সরিদ্গত্যা বিভাজ্যতে,
তে লাট কঙ্ক যোগীন্দ্রে ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ,
যোগীন্দ্র ধীবরপ্রাপ্তো লাট দাসস্য রাজ্যকম্।"

এড়ু মিশ্র—সঃ নিঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

বল্লালের রাজত্বের ২১ বৎসর পরে এড়ু মিশ্র লিখিতেছেন, মেদিনীপুর কৃষি ব্যবসায়ী কৈবর্ত্তের বাস। জালিক ও হালিক উভয় জাতিই সমকালে

বিদ্যমান ছিল। সূর্য্যমাঝি বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে তাঁহার পত্নীর নিকট রাত্রির মধ্যে দ্রুতগামী নৌকাযোগে আনয়ন করায় জায়গীর স্বরূপ সূর্য্যদ্বীপ পায়*। যশোহর জেলায় মহেশপুরে উক্ত জালিয়ার গড় বর্ত্তমান আছে। তৎকালে হালিক কৈবর্ত্তের রাজ্য লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ ছিল, তাহা এড়ু মিশ্রের কারিকায় ও ধ্রুবানন্দের কুলোর গোষ্ঠিকথায় সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লাট ও কঙ্কদ্বীপের হালিকদাসদিগকে কুল-কালিমা গ্রন্থে মাহিষ্য আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে এবং এই মাহিষ্য রাজন্যবর্গ হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। কারণ তাঁহাদের রাজ্যসীমা নিতান্ত অল্প ছিল না। ভৈরব, ইচ্ছামতী, খড়িয়া এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর এই তিন জেলার উত্তরভাগ লইয়া লাট ও কঙ্করাজ্য ছিল। বর্ত্তমানে লাটদ্বীপকে লাটুদহ আর কঙ্কদ্বীপকে কাঁকটী পরগণা বলে। রাজা বল্লালের আদেশ সত্ত্বেও মাহিষ্যগণ নিজ পুরোহিতগণকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাও সুস্পষ্টভাবে "কুলকালিমা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

বল্লাল সেন ডোমনীপদ্মিনীকে উপপত্নী রাখিলে পুত্র লক্ষ্মণসেন "পতিতং পিতরং ত্যজেৎ" এই শাস্ত্র বাক্যানুসরণ করিয়া পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। লক্ষ্মণ সেনের পত্নী পতিবিরহে কাতরা হইলে জালিক সূর্য্য মাঝি বল্লালের হারাণ ছেলে লক্ষ্মণসেনকে রাত্রির মধ্যে আন-য়ন করিবার জন্য পুরস্কার স্বরূপ বল্লালসেন কর্ত্তৃক উক্ত জালিকের জল চন্দনের কথা অথবা তাহার পুরোহিত প্রাপ্তির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ বল্লালের বহু পূর্ব্বকাল হইতে সনাতন আর্য্যধর্ম্মী চাষি কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য ক্ষত্রিয় জাতি নিজ পুরোহিত গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণসহ বঙ্গদেশে অধ্যুষিত ছিল ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বল্লালের প্রায় ২০০

*নব্যভারত—মাসিক পত্রিকা—২৮ভাগ ৮সংখ্যার ৫০৬পৃষ্ঠায়—'সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্য-মাঝি' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শত বৎসর পূর্ব্বে ঘোর অত্যাচারী দুর্নীতি পরায়ণ মহীপালকে প্রজাপুঞ্জের নায়ক কৈবর্ত্ত রাজা দিব্য সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পরে যথাক্রমে পুত্র রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। রাজা ভীমের নিকট হইতে সিংহাসন পুনরধিকার করিতে রামপালকে ২য় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইয়াছিল, আর্য্যাবর্ত্তের সমূহ রাজগণকে লইয়া রাজা ভীমের প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে সত্যের অনুরোধে ভীমের চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। "জগৎ ভীমকে নৃপতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সম্পদযুক্ত হইয়াছিল; সজ্জনগণ ভীম হইতে যথোচিত দান, কল্যাণ ও ভূমি লাভ করিতেন।" ২।২৪

"যে ভীম এই সমস্ত জগৎ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি কল্পবৃক্ষের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন, যাঁহার সেবক ও অবিরল যাচকগণ অস্খলিত পদে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইতেন।" ২।২৫

রাজা ভীম শিবগৌরী ভক্ত ছিলেন।

"স ভবানী সমুপেতো ভুজঙ্গ বিভূষিতঃ স্বয়ং দেবঃ।
দ্বিজরাজ কেতুরাসীন্মুক্তাপুণ্যস্ত যস্থান্তঃ" ॥ ২।২৬

টীকা। "যস্য ভীমস্য ত্যক্তম্ অপুণ্যমধর্ম্মং যেন, দ্বিজরাজ
কেতুশ্চন্দ্রশেখরঃ গৌরী সহিতঃ সর্পালঙ্কৃতঃ।"

অনুবাদ। সেই রাজা ভীম সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হইতে মুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে সর্পরাজ বিভূষিত চন্দ্রশেখর দেবদেব মহেশ্বর উমার সহিত সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন।

এমন পরম ভাগবৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষী প্রবল প্রতাপান্বিত একচ্ছত্রী রাজাধিরাজ এবং তাঁহার স্বজাতিবর্গ পুরোহিত বিহীন ছিলেন! কি সুন্দর উত্তম যুক্তি !!

রামচরিত কাব্যে রাবণের সঙ্গে ভীমের তুলনা কেবল রামপালকে রাম করিবার জন্য। কামরূপের গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ রাজা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের ৪র্থ শ্লোকেও ইহার আভাস পাওয়া যায় যথা—

"রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন ; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌণী নায়কের বধ সাধন করিয়া জনকভূমি [বরেন্দ্রী] লাভে ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

উত্তর বঙ্গের ন্যায় দক্ষিণ বঙ্গও বল্লালের বহু পূর্ব্বকাল হইতে মাহিষ্য জাতির গৌরব লীলায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল ; তমলুক ময়নাগড় সুজামুঠা, কুতবপুর, তুর্কা রাজ্য সমূহের দুর্ভেদ্য দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও ঐতিহাসিকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ময়নাগড় রাজ্যের রাজারা "অস্মরণীয় কাল হইতে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন।" নিজ পুরোহিতকে লইয়া যেরূপ দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ দান অন্য কোন রাজারাই করিতে পারেন নাই। অতএব বল্লালসেন অন্ত্যজ কৈবর্ত্তের জল চলন করিয়াছিলেন এবং অস্পৃশ্য নীচ জাতিকে ব্রাহ্মণের পদে উন্নীত করিয় কৈবর্ত্তজাতির পুরোহিত প্রদান করিয়াছিলেন ইহা-বাতুলের প্রলাপোক্তি বা ঈর্ষাকলুষিত চিত্তের বিদ্বেষাগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র।

অনেকে মাহিষ্যযাজীকে একজাতির ব্রাহ্মণ দেখিয়া ইহাদিগকে বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্য মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বর্ণব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়া ও বারেন্দ্র শ্রেণী হইতে পতিত। মাহিষ্যযাজীর সহিত কোন মিলন বা সংস্রব নাই। সারস্বত ব্রাহ্মণ যেমন একমাত্র বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় যাজন করেন, সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একমাত্র কৃষি, কৈবর্ত্ত জাতির যাজন করিয়া আসিতেছেন। যেমন কতক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ মাহিষ্যজাতির পুরোহিতগণ বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ মাহিষ্যজাতি-

জন্মতঃ কর্ম্মতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাদের জলাচার বর্ত্তমান আছে এবং বিনা রাঢ়ীতেই তাহাদের চলন আছে। ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতগণের ভাষপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে ; অতএব মিশ্র ক্ষত্রিয় মাহিষ্যজাতির পৃথক পুরোহিত থাকা হীনত্বের লক্ষণ নহে, বরং গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বিচারবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইঁহারা অজ্ঞাত কুলশীল উড়ে ব্রাহ্মণ, কামরূপে ব্রাহ্মণ, পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নাম ধারীর প্রস্তুত অন্ন অবিকারে গলাধঃকরণ করিতেছেন। সময়ে সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে চর্ম্মকার রজক কাওরা পর্য্যন্ত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের জলপান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার উড়িষ্যার, কামরূপের বা পশ্চিমের ব্রাহ্মণ শৌণ্ডিকের ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডালের ব্রাহ্মণ, তাহার বিচার নাই, ব্রাহ্মণ হইলেই হইল। এই সমস্ত গড্ডলিকার স্রোতে সত্যের মর্য্যাদা খরবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহাকেই বলে সমাজের বজ্র-আঁটন কিন্তু ফস্কা গিরা। এই সমাজের সূক্ষ্ম বিচারই বা কত ? মাহিষ্যজাতির জলপান করিলে জাতি যায় না, কিন্তু সে যাঁহার পাদোদক পান করিয়া, যাঁহার পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য, চরিতার্থ, কৃতকৃতার্থ ও জন্ম সফল জ্ঞান করে—তাঁহার জলপান করিলে জাতি যায়, এইরূপ অসার কথা স্বার্থান্ধ বঙ্গীয় সমাজেই শোভা পায়। যাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সংস্কৃত শান্তিবারি দ্বারা হালিক কৈবর্ত্ত মৃতাশৌচ হইতে শুদ্ধি লাভ করিলে রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে আচমনীয় ও পানীয় জল প্রদান করিতে সমর্থ হয়, সেই রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহার জল গ্রহণ করিবেন না ! বাহবা বুদ্ধি !! বলিহারী যুক্তি !!!

যাজ্য জাতিকে আদর করিয়া তদ্‌যাজককে অনাদর করা কনোজ সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতাময় একটি গূঢ় মতলব ছিল। তাঁহারা মনে করিয়া-

ছিলেন, যেমন একেবারে নানাজাতির পুরোহিতবর্গকে তাড়াইয়া তাঁহারাই সেই বহুশূদ্রজাতির পুরোহিত হইয়া বসিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের ছলনাময় কথায় মাহিষ্যগণ তাঁহাদের পুরাতন যাজককে পরিত্যাগ করিয়া নূতন যাজক অর্থাৎ রাঢ়ীও বারেন্দ্রগণকে পুরোহিত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রক্ষণশীল মাহিষ্যগণের নিকট সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তাঁহারা তাঁহাদের বৈদিকগুরু পরিত্যাগ করিলেন না। এই কূটনীতির গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের দেশের অনেকের মস্তিষ্কে আইসে নাই, কিন্তু সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক মহামতি হাণ্টর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Strange to say even the very low castes, such as the Muchis, Chandals, &. have their Brahmin priests, but such degraded Brahmins are held in abhorence by the good Brahmins, who, although, they might take water from the hands of a Kaibartta or Goala, would not touch it from the hands of a Kaibartta Brahmin or Goala Brahmin.—*Page 57, Statistical Account of 24 Perganas.*

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং কোন কালেই পতিত নহেন, তাহা সন ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের সেবিকায় প্রমাণ প্রয়োগে প্রকাশিত হইয়া ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল ; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ কেন ? তাহার প্রথম উত্তর এই যে, "যাঁহারা বিশুদ্ধ জাতির যাজন করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য বিশুদ্ধ জাতি, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয়তঃ শূদ্রযাজনে, শূদ্রের দানগ্রহণে শাস্ত্রতঃ ব্রাহ্মণের পাতিত্য আইসে,—"মাহিষ্যজাতি প্রজাপতির চরণ হইতে উদ্ভূত হয়েন নাই ;

সুতরাং মাহিষ্য শূদ্র নহেন। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত নহেন, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

তৃতীয়তঃ—"বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রভৃতি দানের বিধি ফলশ্রুতি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তদনুসারে মাহিষ্যগণ তদ্‌যাজী ব্রাহ্মণকে লইয়া দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

চতুর্থতঃ—"শাস্ত্রীয় বিধি ও ফলশ্রুতি অনুসারে এতদ্দেশীয় রাজা ও জমিদারগণ যাঁহারা জাত্যংশে মাহিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন নাটোরের ব্রাহ্মণ জমিদার, মহিষাদলের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ রাজা, বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজা, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মহারাজা, মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমিদারগণ এবং অন্যান্য অনেক স্থানের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ রাজগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দ্বারা পূজা করিয়াছেন, মাহিষ্যযাজী পতিত হইলে কখনই এরূপ হইত না। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

পঞ্চমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত ব্রাহ্মণ ইহা প্রতিপন্ন হইলে প্রাচীনকালে মাহিষ্য রাজগণ যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন তাঁহারা অনায়াসে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে পাইতে পারিতেন; কিন্তু মাহিষ্যযাজী পতিত নহেন. এজন্য তাঁহাদিগের তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

ষষ্ঠতঃ—"মাহিষ্যযাজী পতিত হইলে অথবা মাহিষ্যযাজী নীচজাতীয় এই হিংসামূলক অসার কিম্বদন্তী সত্য হইলে, মাহিষ্যজাতিকে বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া কেহই মাহিষ্যের জল গ্রহণ করিতেন না, কেন না মাহিষ্য স্বপুরোহিতের জল ও প্রসাদাদি পান ও ভোজন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, এরূপ করিয়াও মাহিষ্য জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, মাহিষ্যের বিশুদ্ধত্ব আবহমান কাল অটুট রহিয়াছে; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

সপ্তমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, মাহিষ্যযাজীর অন্নজল গ্রহণকারী যজমানেরা নিশ্চিত জাতিভ্রষ্ট হইতেন, সুতরাং রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রশ্রেণীর কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই তাঁহাদিগের পৌরোহিত্য করিতেন না, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

অষ্টমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারেই রহিত হইয়া যাইত। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

নবমতঃ—"পরমার্থতঃ বিচারে ব্রাহ্মণ শব্দে কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, ইহার কিছুই বুঝায় না। যদি জীবাত্মাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তবে সকলের জীবাত্মা আছে, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ; যদি এই দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে সকলেরই দেহ আছে অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ; এই দেহকে পুত্রেরা অগ্নিতে দাহ করিয়া সৎকার করিলে তাহাদিগের নিশ্চিত ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। যদি জাতি ব্রাহ্মণ হয় তবে ক্ষত্রিয়াদি জাতি অথবা পশু-পক্ষীরাও ব্রাহ্মণ, কেন না তাহারাও একটি জাতি। যদি জাতি অর্থে জন্ম কহা যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যাহার জন্ম, তিনি ব্রাহ্মণ, তবে ঋষ্যশৃঙ্গ, মাতঙ্গ, অগস্ত্য, মাণ্ডুক্য ভরদ্বাজ প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ব সম্ভবপর হয় না; যদি বর্ণ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই বড় গোলযোগ। যদি ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হন, তবে সকল জাতির ধর্ম্ম আছে, অতএব „সকল জাতি ব্রাহ্মণ। যদি পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ হয়, তবে রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণ, কেন না তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। যদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ হয়, তবে কাহার কর্ম্ম নাই, অতএব কে ব্রাহ্মণ নহেন? পরমার্থতঃ বিচারে এ সকলের কিছুই ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। এরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে এবং যথার্থ বিচারে ব্রাহ্মণ কিছুতেই পতিত হইতে পারেন না। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

দশমতঃ—হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে কোন ব্রাহ্মণকে পতিত বা নিন্দনীয় বলা উচিত নহে। পরাশর স্মৃতি, কলির ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া, সকলেই উহাকে মান্য করিয়া থাকেন। এই স্মৃতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে,—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ॥"

অর্থাৎ যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই সকল ধর্ম্মে যে সকল দ্বিজ প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগের নিন্দা করা উচিত নহে; কেননা ব্রাহ্মণগণ যুগরূপী। ব্রাহ্মণকে পতিত বলিয়া নিন্দা করা উচিত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অবগত হওয়া যায় শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণনামক তনুঃ" অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

পূর্ব্ববঙ্গ, ঢাকা, বিক্রমপুর, ভূষণা, চন্দ্রপ্রতাপ, মেদিনীপুর, কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ, নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ, ভট্টপল্লী, কাশী চিত্রকুট, মহারাষ্ট্র বোম্বাই উৎকল, শ্রীশ্রী৵পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মুক্তিমণ্ডপস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতে মাহিষ্যজাতি অতি প্রাচীন, মাহিষ্যজাতি শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধ, মাহিষ্য আর্য্যজাতি, মাহিষ্য মাতৃধর্ম্মে বৈশ্য, পিতৃধর্ম্মে ক্ষত্রিয়। এবম্প্রকার পবিত্র জাতির পুরোধা ব্রাহ্মণ পতিত, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? বকরূপী ধর্ম্মের সহিত আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেও করিতে পারিতেন,—

"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"।

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্বন্ধ।

ইতিপূর্ব্বে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তন্মধ্যে অষ্টম যুক্তিটি এই যে, "মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একবারেই রহিত হইয়া যাইত; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"—এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণার্থ আমরা এস্থলে একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, এতৎ প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। এই তালিকাটি ঢাকা—মাণিকগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব হাজরা মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু এই তালিকা প্রেরণকালে জানাইয়াছিলেন যে, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হাতীপাড়া-নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল। দুর্গাচরণ বাবু এক্ষণে পরলোকগত হইয়াছেন। সুতরাং এই তালিকায় প্রকাশিত ঘটনা গুলির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন কথা দৃঢ়তার সহিত চন্দ্রমাধব বাবু বলিতে পারেন না। এজন্য প্রেরিত তালিকার দুইখানি নকল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রেরণ করা হয়, এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করার জন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহ মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদকের নিকট সেবিকা-সম্পাদক অফিসিয়াল্ পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ মাহিষ্যসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ ফৌজদারী কোর্টের একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার) কিশোরগঞ্জ হইতে নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলেন,—"মহাশয়ের গত ৬ঠা জানুয়ারী তারিখের ১১৭১নং চিঠির সহিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের যে সব কন্যার বিবাহ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত হই-

য়াছে, তাহার তালিকা পাইয়াছি। প্রায় ২।০ মাস পীড়িত ও শয্যাগত ছিলাম, তজ্জন্য বাড়ীতে থাকায় এতদিন আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আমাদের কাছে যে লিষ্ট আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়াও যে যে সম্বন্ধ সন্দেহজনক, কি আমাদের অজ্ঞাত, প্রাচীন মহোদয়গণের নিকট তাহার সত্যতা ও প্রকৃত বিষয় জানিয়া লইতেও কিছু সময় লাগিয়াছে। এই সব নানা কারণে এবং না জানিয়া এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে যা তা লিখিয়া পাঠান ভাল বিবেচনা না করায় বিলম্বে পাঠাইতেছি। এই সব বিষয় শুনিয়া বোধ হয়, আপনার কোপ ও বিরক্তি দূর হইবে। আমরা যে লিষ্ট পাঠাইতেছি, উহা প্রকৃত এবং খাঁটি। আপনার প্রেরিত লিষ্টের সঙ্গে অনেক মিল আছে।” ঈশ্বর বাবুর প্রেরিত তালিকাটি এই,—জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী পরগণার অন্তর্ভুক্ত বেথিয়রগ্রামনিবাসী রামলোচন, কৃষ্ণচন্দ্র, রামজয় ও রাজকিশোর চক্রবর্ত্তী, উলুকান্দী নিবাসী জগমোহন, লক্ষ্মীকান্ত ও কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, আদমপুরনিবাসী রামকেশব ও রামদুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী, চারিপাড়া নিবাসী নিত্যানন্দ অধিকারী, চন্দ্র-কিশোর অধিকারী, লাহুন্দ-নিবাসী নিত্যানন্দ ও রামকান্ত চক্রবর্ত্তী, ইঁহারা কন্যাদাতা। কন্যাগ্রহীতার নামধাম যথাক্রমে এই;—ঢাকা জেলার অন্তর্গত শিলপাড়ানিবাসী রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বজ্রযোগিনী-নাহাপাড়ানিবাসী মণিরাম বারুরি, ঝাউটিয়া নিবাসী পাঁচকৌড়ি ও কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বাগড়ানিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, নওয়া-নগরনিবাসী রাজচন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্মণগাঁওনিবাসী বাণীনাথ চাকলাদার, ব্রাহ্মণগাঁও বনমাইজপাড়া-নিবাসী অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রপ্রতাপ—তেতুল ঝড়ানিবাসী জগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুর-মধুড়ুবিনিবাসী কালীকান্ত শিরো-মণি, চামারদীনিবাসী হরিমোহন ও সীতানাথ চক্রবর্ত্তী। জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত লাহুন্দ-গ্রামনিবাসী নবকিশোর, রামকিশোর, রাজকিশোর, কীর্ত্তিনারায়ণ, কিশোরচন্দ্র, রামগোবিন্দ, রামচরণ, লোকনাথ ও রাম-

লোচন চক্রবর্ত্তী, বরাটিয়া-নিবাসী অনুপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইন্দা নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, অলিমপুরনিবাসী গৌরকিশোর চক্রবর্ত্তী, দামিহা-নিবাসী কিঙ্কর, ত্রিলোচন, কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রমণি, নবকিশোর ও পদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী, সিন্নিপাড়ানিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, ধারানিবাসী শম্ভুনাথ, উৎসব, রাজকৃষ্ণ, কালীচরণ, নবকিশোর, কুঞ্জকিশোর, গোলকচন্দ্র, গৌরকিশোর ও দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, মজুমদারনিবাসী দশরথ চক্রবর্ত্তী, ঘাগটিয়ানিবাসী কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী, কুমরিকান্দানিবাসী নবকিশোর ও কুঞ্জকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামপুরনিবাসী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, কদম্বশ্রীনিবাসী ধনীরাম চক্রবর্ত্তী, জলদপুরনিবাসী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী. দৌলৎপুরনিবাসী লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ভারইলনিবাসী শ্রুতিরাম চক্রবর্ত্তী, আঠারদানানিবাসী যুগল-কিশোর ও জগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধানীখোলানিবাসী কানুরাম, গুরুচরণ ও রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কানাইপাড়ানিবাসী কালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা কন্যাদাতা। কন্যা গ্রহীতার নামধাম যথাক্রমে এই;—জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পাইকপাড়ানিবাসী আনন্দ আচার্য্য (ইনি মুন্সী-গঞ্জের উকীল), বারুদিনিবাসী চন্দ্রমোহন ঘোষাল, পাওজোয়ানিবাসী পার্শ্বনাথ মজুমদার, তেঘরিয়া-নিবাসী দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী, পাইকপাড়া-নিবাসী বঙ্গেশ্বর চক্রবর্ত্তী. বজ্রযোগিনী-নাহাপাড়ানিবাসী রামকেশব তর্কপঞ্চাননের পুত্র কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাইকপাড়ানিবাসী শ্যাম-চরণ চক্রবর্ত্তী, গাঁওদিয়ানিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, হরিমোহন গোস্বামী, আটপাড়ানিবাসী দীননাথ কুশারী, কান্দাপাড়ানিবাসী গঙ্গাচরণ অধিকারী পাইকপাড়ানিবাসী হরিচরণ আচার্য্য; তেঘরিয়ানিবাসী কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, গোয়ালমান্দ্রানিবাসী অম্বিকাচরণ আচার্য্য, ইছাপুরনিবাসী কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ফুলবাড়িয়ানিবাসী গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুর-সেকারনগরনিবাসী মহেশচন্দ্র পঞ্চানন, খিদিরপাড়নিবাসী কালীচরণ চৌধুরী, পাইকপাড়ানিবাসী তিলকচন্দ্রচক্রবর্ত্তী চন্দ্রপ্রতাপ—সাভার-

নিবাসী মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কর্ণপাড়ানিবাসী ব্রজকিশোর ভৌমিক, ঝিক্রম-পুর পাইকপাড়ানিবাসী কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ফুলবাড়িয়ানিবাসী লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী, তিলকোটনিবাসী জগবন্ধু বিশ্বাস, তেবরিয়ানিবাসী রামচরণ চক্রবর্ত্তী, উত্তর পাইকপাড়ানিবাসী কালিকুমার ভৌমিক, গাঁওদিয়ানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুরুবী, কুকুটিয়ানিবাসী রামকিশোর সরকার, হরকুমার চৌধুরী, ছুগাছিনিবাসী ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুকুটিয়ানিবাসী কৃষ্ণকুমার সরকার, কনকলার নিবাসী প্যারীমাধব চক্রবর্ত্তী, গোয়ালমান্দ্রানিবাসী চৈতন্যচন্দ্র অধিকারী, ঘটকেরকুলানিবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঝিটকানিবাসী দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী, ঝাগড়ানিবাসী হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাজমারানিবাসী চন্দ্র-কুমার চক্রবর্ত্তী, তারাপাশানিবাসী মহিমচন্দ্র বারুরি গোবিন্দপুর-নিবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী, বেজগাঁওনিবাসী কৃষ্ণকুমার চাকলাদার, তারপাশানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র রায় গোষ্টিপতি। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাঘীবাড়ী-নিবাসী ধনীরাম ও বদন চক্রবর্ত্তী কন্যাদাতা এবং উক্ত জেলার অন্তঃপাতী চামারদী গ্রামনিবাসী কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী, ঝাউটিয়ানিবাসী কমলাকান্ত মুখুটী কন্যাগ্রহীতা। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত লাহুন্দগ্রাম-নিবাসী হরবল্লভ ও আকৃতরাম চক্রবর্ত্তী কন্যাদাতা এবং উক্ত জেলার অন্তঃপাতী আনইর গ্রামনিবাসী রুক্মিণীকান্ত, রতনলালের পুত্র রাম চক্রবর্ত্তী কন্যাগ্রহীতা। জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাকাইলছেও গ্রাম-নিবাসী রামশরণ ও কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আইরপুরনিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী মান্নারগাঁও নিবাসী জগমোহন চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা কন্যাদাতা; কন্যাগ্রহীতা ঢাকা জেলার অন্তর্গত জাবেরিকুণ্ড গ্রামনিবাসী ভীমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বজ্রযোগিনীনিবাসী গুরুচরণ কুশীলাল, দক্ষিণ পাইকপাড়ানিবাসী সত্য-কুমার চক্রবর্ত্তী ও জয়মণ্ডপনিবাসী দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহকুমা মাণিকগঞ্জের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত

বাবু চন্দ্রমাধব হাজরা মহোদয় লিখিয়াছেন,—"ঢাকা জেলায় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত যে কয়েকটি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছে, তাহার নামধাম নিম্নে দেওয়া গেল।"—কন্যা-দাতার নামধাম রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম জয়মণ্ডপ, ষ্টেশন মাণিকগঞ্জ পরগণে চন্দ্রপ্রতাপ, কন্যাগ্রহীতা রাঢ়ীয়শ্রেণীর নামধাম যথা ;—বঙ্গ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং মানখা নগর, ষ্টেশন শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর ও রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় পুত্র কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং কোলাপাড়া, ষ্টেশন্ শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর। কন্যাদাতার নামধাম ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী, সাকিম বলিয়ারপুর, ষ্টেশন সাভার পরগণে চন্দ্রপ্রতাপ ; কন্যাগ্রহীতার নামধাম যথা ;—কমলকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর পুত্র, সাকিম ঝায়টিয়া, ষ্টেশনে শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর।* পাঠক মহাশয়, অষ্টম যুক্তির অনুকূল প্রমাণ আপনার সমীপস্থ করা হইল। আশা করি, ইহা দ্বারা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণত্ব ও পাতিত্য সম্বন্ধীয় ভ্রম নিরস্ত হইবে। সত্য জয়যুক্ত হউক, ন্যায় জয়যুক্ত হউক।

পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ নিজ গৌরব পরিত্যাগ করিয়া কনোজিয়াগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়া সাতশতীগণের ন্যায় নিজদের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছেন। অম্বষ্ঠদর্পণ-প্রণেতা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণদিগকে

---

* জেলা ত্রিপুরা কুমিল্লার ষষ্ঠ মুন্সেফী আদালতে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ৫৩৬ নং স্বত্ব সম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় এইরূপ বিবাহের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার দরহাটানিবাসী ৺কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীসারদা-প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, থানা দাউদকান্দী সাং বড়কোটা নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্রচক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নামে তাঁহার মাতামহ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ৺ উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিষয় প্রাপ্তির দাবিতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন

কন্যাদান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করিয়া বিগত দেড় শতবৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ দেশে মাত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।”—এক্ষণে দেশকাল যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে কনোজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বহু শূদ্রযাজী বংশধরগণকে “পতিত” বলিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। যে সমস্ত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-কন্যা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল কন্যার পিতা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণজামাতার বাটীতে সচরাচর যাতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ মাতামহ আশ্রমে কি যাইতেছেন না? মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে কখনই রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন না। যে সমস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত তালিকা, সন ১৩০৯সালের “সেবিকায়” প্রকাশিত হইয়া, ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল; পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য তাহা উপরে উদ্ধৃত করা হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

——ooo——

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির পুরোহিত।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ মাহিষ্য জাতির পুরোহিত বলিয়া বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণ ব্রাহ্মণ মাত্রেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ হইতে বহির্গত হইয়া নীচ অন্ত্যজ জাতির যাজন করিতেছেন। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণের যাজ্য মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভজ সন্তান। অনুলোম বিবাহে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে যাজ্য জাতি* বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি কি না তাহাই বিবেচ্য। হিন্দু সমাজের বর্ণ সঙ্করের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা বর্ণ সঙ্কর হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যে ও হিন্দু সমাজের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্ন বর্ণের কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যথা—

> ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি।১
>
> তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ।২
>
> দ্বে বৈশ্যস্য ।৩
>
> একা শূদ্রস্য ।৪

বিষ্ণু-সংহিতা, ২৪ অধ্যায়।

---

* যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষটকর্ম্ম ব্রাহ্মণের আচার। যাজ্য জাতির যাজন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন না।

মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতঃ।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্র জন্মনঃ॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকে বিবাহ করিবে ; ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে নহে। বৈশ্য, শূদ্রা ও বৈশ্যাকে বিবাহ করিবে ; ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়াকে নহে। ক্ষত্রিয়, শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবে ; ব্রাহ্মণীকে নহে। ব্রাহ্মণ শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

এইরূপ অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। এবম্প্রকার বিবাহের সন্তান সন্ততি শাস্ত্রমতে শুদ্ধ এবং তাহারা বর্ণ সঙ্কর বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই। কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চ বর্ণের কন্যার প্রতিলোম বিবাহ দিবার শাস্ত্রে বিধি নাই। প্রতিলোমজাত সন্তানগণই বর্ণ সঙ্কর যথা—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃস্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

—নারদ সংহিতা।

মনু আরও বলিয়াছেন—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্, ১০।৬
পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তানন্তর নামস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১০।১৪

কুল্লুক ভট্ট উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকা করিয়াছেন—"অত্র সদৃশান্ পিতৃ সদৃশান্, নতু সজাতীয়ান্ মাতুর্হীনজাতীয়ত্ব দোষেণ গর্হিতান্। পিতৃ সদৃশ গ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাজ্ঞেয়াঃ।"

অনন্তর গ্রহণমনন্তরবচ্চৈকান্তরদ্ব্যন্তর প্রদর্শনার্থম্। যে দ্বিজাতীনামনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাস্তান্ হীনজাতি মাতৃদোষান্মাতৃজাতিব্যপদেশ্যানাচক্ষতে। মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত সঙ্কীর্ণ জাতিত্বেঽপি এষাং মাতৃজাতি ব্যপদেশ কথনং মাতৃজাতি সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়ের "অনন্তরজ" সন্তানগণ মাতৃজাতির হীনতায় পিতার সজাতীয় নহে পিতৃতুল্য এবং মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তরজাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, দ্ব্যন্তরজাত অম্বষ্ঠ। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাতি মাহিষ্য, দ্ব্যন্তর জাতি উগ্র। ইহারা যগুপি মাতৃদোষে হীনতর তথাপি মাতৃজাতির ন্যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাত মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে মাতৃজাতি বৈশ্যের তুল্য।

সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগর্হিতাঃ।

—বিষ্ণুসংহিতা।

যে সকল পুত্র সমান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা সমান বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহারা অনুলোম-ক্রমে জাত তাহারা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রতিলোম-ক্রমে জন্মিয়াছে তাহারা আর্য্য ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

মনু আরও বলিয়াছেন—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ-ধর্ম্মিণঃ

মনু ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোকার্দ্ধ।

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সজাতি পত্নী সম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণ ঔরসজাত তনয়দ্বয় ও ক্ষত্রিয় ঔরস-জাত বৈশ্যের সন্তান এই ষড়বিধ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী।

নৃসিংহ পুরাণের ৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্টের অনুবাদস্থলে পণ্ডিত অদ্বৈত রাম ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

"বৈশ্যের দুহিতা (যার ক্ষত্র বর্ণ পতি)
কৈবর্ত্তের মাতা হয় শাস্ত্র মতে সতী।"

বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের দলপতি সেন মহারাজের প্রধান সভাপণ্ডিত রায় রামসেবক মিশ্র বঙ্গদেশের কতিপয় জাতি সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি শ্লোকের অনুবাদ এই—

ক্ষত্রিয় নামেতে দ্বিতীয় বর্ণের পিতা
হালিকের জন্ম হয় বৈশ্যা যার মাতা।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সময়ে চট্টগ্রামের জলধর পণ্ডিত মহাশয় কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জালিকের ভবনেতে অন্ন জল দান।
গ্রহণ করিলে হয় চণ্ডাল সমান॥
হালিকের ভবনেতে অন্নপাক চলে।
শাস্ত্র মতে হালিকেরে বৈশ্য জাতি বলে॥
হালিকের পিতা হয় ক্ষত্র শস্ত্র-ধারী।
জননী যাহার হয় বৈশ্যা শুদ্ধা নারী॥"

ত্রিদশত বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—

"দুই জাতি করে বাস, মৎস্য ধরে কন্মে চাষ"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

এই সমস্ত অকাট্য প্রমাণ সত্বেও ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা বৈশ্যাজাত দ্বিজ-ধর্ম্মী মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতিকে "অন্ত্যজ" মধ্যে পরিগণিত করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

"অন্ত্যজ" শব্দের অর্থ অন্তে (শেষে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ সবর্ণ বিবাহের পরে শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণ বিবাহের অনুমতি দেওয়া সত্বেও তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কামোপহতচেতন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি, সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। এই নিয়মশূন্য, বিধিব্যবস্থাশূন্য, শুদ্ধতা-সংযমশূন্য ভ্রষ্ট সংস্রবের অপত্যগণ অন্ত্যজ বলিয়া পরিগণিত হইল। রাজা বেনের সময়ে অধম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ; যথা—বেন কারিত সঙ্কর প্রমাণং নবম অধ্যায়ে মনুনোক্তং

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানামপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৬৭
স মহিমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥" ৬৭

মাহিষ্য জাতি অন্তে জন্মগ্রহণ করে নাই। বৈদিকযুগে ক্ষত্রিয়ের অনুলোম বিবাহে পরিণীতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি।

এক্ষণে অন্ত্যজ শব্দ সমাযুক্ত শ্লোকের আলোচনা আবশ্যক।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বড়ুর এবচ
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।

যমবচন।

অর্থাৎ ধোবা, চামার, নট, বড়ুর কৈবর্ত্ত মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্ত জাতি "অন্ত্যজ"।

উক্ত শ্লোকের মধ্যে যে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে, তাহা মনূক্ত নৌজীবি মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিলোমজাত জালিক দাশ কৈবর্ত্ত, যাহাদিগের জল অস্পর্শনীয় ও যাহারা আবহমানকাল "অন্ত্যজ" মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্ম-জীবিনং।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত-নিবাসিনঃ॥

কুল্লুকভট্টের টীকা—"ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ প্রকৃতায়ামায়োগোব্যাং মার্গবং দাশাপর নামানং নৌব্যবহারজীবিনং জনয়তি। যমার্য্যাবর্ত্তদেশবাসিনঃ কৈবর্ত্ত শব্দেন কীর্ত্তয়ন্তি।"

এই কৈবর্ত্ত জাতি ধীবর নামে খ্যাত, মৎস্যজীবী ও পতিত। যমসংহিতার পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্ত আছে,—

"চর্ম্মারং রজকং বেনং ধীবরং নটমেবচ
এতান্ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজোমোহাদাচমেৎ প্রযতোঽপিসন্।

কোন প্রাচীন শাস্ত্রে মাহিষ্য কৈবর্ত্তকে অন্ত্যজ বলা হয় নাই। যদি বলপূর্ব্বক ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণকে মৎস্যজীবী ধীবর, জালিক, মালা কিম্বা মেছো কৈবর্ত্তের সামিল করা হয়, তাহা হইলে কোন সৎশূদ্রই সমাজে তিষ্ঠিতে পারেন না;—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ
বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটম্বিনঃ।
বরটো মেদ চাণ্ডাল দাশ স্বপচ কোলকাঃ
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাশনা
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্।"

ব্যাস সংহিতা ১ম অঃ। ১০ম শ্লোক।

অতএব অন্ত্যজ কে নহে? সকলেই ত অধম শূদ্র। আরও যে সমস্ত শ্লোক দ্বারা জল আচরণীয় জাতিগুলি অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত হইয়া জাতিমালার স্থান পাইয়াছে সেইগুলি যে কৃত্রিম এবং প্রক্ষিপ্ত তাহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা হাতিবাগানের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক চিরস্মরণীয় ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ৺সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ এবং সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—

"কেবলং লোকান্ বঞ্চয়িতুম্ তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহোপি সংগৃহীত এব। সচ যথার্থ শাস্ত্র বিপরীতঃ। স চাপি প্রাগুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষেত্র প্রাগ্‌দেশাদ্য বিদিতপ্রযুক্ত নিঃসন্দেহং প্রতারণার্থং প্রচারিত স্বকপোলকল্পিত এব জায়তে"।

"অর্থাৎ কেবল লোক সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেই সকল জাতিমালা যথার্থ শাস্ত্রের বিপরীত কেবল প্রতারণার জন্য ইহা প্রচারিত এবং স্বকপোলকল্পিত।" (সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। ৯৬—৯৭ পৃষ্ঠা)।

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, হালিক কৈবর্ত্তগণ যে বিশুদ্ধ মাহিষ্য জাতি তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ যথেষ্ট বাহির হইয়াছে; ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির জ্যোতিকে কেহ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। বল্লাল সেন ও তদনুগৃহীত জাতির অত্যাচারে মাহিষ্য-সমাজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; পরে মুসলমানগণ অনেকদিন ধরিয়া হিন্দু সমাজকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। স্থিরচিত্তে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিবার সুবিধাও ছিল না। সুতরাং কাল মাহাত্ম্যে রাজজাতি দাসজাতির আসন পাইতেছে, উচ্চ

মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ধূলায় লুন্ঠিত হইতেছে, সিংহশিশু মেষ শাবকের আজ্ঞাবাহী হইয়াছে। এক্ষণে ন্যায়বান ইংরাজের আমলে হাতে লিখিবার, মুখে বলিবার স্বাধীনতা হইয়াছে। লুক্কায়িত শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে প্রকাশিত হইয়া লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিতেছে। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্তজাতিই শাস্ত্রোক্ত মাহিষ্যজাতি।

১ম। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রক্ষিত তাল পত্রে লিখিত মাদলা-পঞ্জিকা (Palm-leaf records of the temple of Jagannath) নামক অতি প্রাচীন পুস্তকে হালিক কৈবর্ত্তগণ 'মাহিষ্য' বলিয়া উল্লেখিত আছে। (সিদ্ধান্ত সমুদ্র)

২য়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মালাবার উপকূলে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে খৃষ্টীয় যাজকেরা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। পাদ্রীরা এদেশের হিন্দুজাতির সমগ্র সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া অভিধানাকারে লাটিন ভাষায় এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। লাটিন হইতে নানাভাষায় ঐ পুস্তক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উহা অভিধান বলিয়া খ্যাত। লাটিন ভাষা হইতে উহা সর্ব্ব প্রথমে ইটালী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, ইংরাজীতে উহার নাম "The Hindu caste Lexicon (Lexicography) compiled under the auspices of the Hindu king of Zamorine territory" দক্ষিণাবর্ত্ত সমুদ্রকূলে অবস্থিত এই জন্য সেইস্থানে ধীবরদিগের সংখ্যার আধিক্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অভিধান প্রণেতা মৎস্যধারী ও মৎস্য ব্যবসায়ীর বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন—

"এতদঞ্চলের কৈবর্ত্তগণ যে সকল কার্য্য করে তাহাতে তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তগণ কৃষিকার্য্য করে, বাণিজ্য ও ব্যবসা এবং রাজকীয় কার্য্যদ্বারা তাহারা

জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অনেকে রাজত্ব করে এরূপ শুনা গিয়াছে। এই সকল উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা মাহিষ্য উপাধি সমাযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ—মাহিষ্য ইহাদের নামান্তর।"

৩য়। পণ্ডিত কমলাকর ভট্টের বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা দেখাইয়াছেন যে "ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যা"। কমলাকর ভট্ট বহুশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অমর-কোষকারও মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং জাত" সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধান সর্ব্ব প্রথম জার্ম্মাণি ভাষায় আচার্য্য বুলহার কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি বহু শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া অমরকোষের ব্যাখা (Commentary) শেষ করিয়াছেন। তিনি মাহিষ্য শব্দের বাখ্যায় অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর আর্য্য (হালিক) কৈবর্ত্তেরা এবং প্রাচীন মাহিষ্যজাতি একই বর্ণভুক্ত। গৌড়দেশে "মাহিষ্য" শব্দ অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আর্য্য কৈবর্ত্তেরাই প্রাচীন মাহিষ্যের বংশধর। (Bulhar's commentary on Amarkosh quoted in the Calcutta Review Vol, XIV.)

৪র্থ। অমরকোষকার লিখিয়াছেন—"মাহিষ্যা অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ"। অমরকোষের প্রায় ৫৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহরি মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পাণিনী ব্যাকরণের টীকায় লিখিয়াছেন—

"কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ"

অর্থাৎ হালিক কৈবর্ত্তকুল মাহিষ্য, কারণ ক্ষত্রিয় ঔরসে এবং অর্য্যা গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্য্যা শব্দের অর্থ বৈশ্যা;—

বিশঃ উরুব্যা উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো।

৫ম। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি জগন্নাথ দাসের পূর্ব্ব পুরুষ মাধবদাস কবিভট্ট উড়িয়া ভাষায় শ্রীশ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্যম্, নামক কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"গৌড় বাঙ্গালায় কৈবর্ত্ত মাহিষ্য
বিক্রমে যেমতি হয় সমুদ্রের অশ্ব।"

৬ষ্ঠ। বামন সংহিতা ও বামন পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বলী রাজার দান পরীক্ষার জন্য শ্রীভগবান বামনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে যাইবার সময়ে কৈবর্ত্তকে কখন কৈবর্ত্ত বলিয়াছেন কখন মাহিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পণ্ডিত রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ প্রণীত ১২৭০ সালে কলিকাতা বটতলা দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রে প্রকাশিত বাঙ্গালাভাষায় "বলীর পরীক্ষা" নামক প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে :—

"অতঃপর ভগবান ডাক দিয়া বলে।
মাহিষ্য বৈশ্যের তুমি অতি সাধু ছেলে॥
কৃষিকর্ম্মে শস্য কার্য্যে হইলা প্রবৃত্ত।
তোমাদের জাতি হয় হালিক কৈবর্ত্ত॥

সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন না —তখন এইরূপ মাহিষ্য আন্দোলনের অস্তিত্বও ছিল না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৈবর্ত্তের দিকে টানিয়া এইরূপ মিথ্যা গল্প লিখিয়া গিয়াছেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

৭ম। রাঢ় দেশের স্থানে স্থানে দুইশত বা ততোধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগের হস্তলিখিত এবং বিরচিত জন্মকোষ্ঠী সমূহে কৈবর্ত্তদিগকে মাহিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন-

কাল হইতে হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৭১ পৃষ্ঠা।

৮ম। জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী জামালপুর থানার অন্তর্গত জগন্নাথগঞ্জ গ্রাম হইতে বাঁশিবানগালি গ্রাম পর্য্যন্ত এবং বাঁশিবামগালি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দিকপাহিত গ্রাম পর্য্যন্ত যত হালিক কৈবর্ত্ত বাস করে, তাহাদের অনেকের গৃহে সম্রাট আকবর এবং রাজা মানসিংহের সমসাময়িক ছাড়পত্র (ফারখত) আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে। ঐ সকল ফারখতে স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ স্থলে লিখিত আছে "অমুকের পত্নী শ্রীমত্যা রাজেশ্বরী মাহিষ্যা দেব্যা।" "অমুকের সহোদরা শ্রীমতী যমুনামণি মাহিষ্যা দেব্যা ইত্যাদি।" এই ফারখতে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে ;—

(ক) হালিক কৈবর্ত্তের মাহিষ্য উপাধি অর্থাৎ মাহিষ্য ও হালিক কৈবর্ত্তের অভিন্নতা।

(খ) মাহিষ্য স্ত্রীলোকের "দেবী" উপাধি ব্যবহার। মাহিষ্যেরা শূদ্র হইলে এত প্রাচীনকাল হইতে ইহাদের স্ত্রীলোকেরা দেবী উপাধি ব্যবহার করিতে অধিকারিণী হইতেন না। তমলুকরাজরাণীগণ দেবী শব্দের অপভ্রংশ "দেই" উপাধিতে ভূষিতা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ভাগের ১০ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি।"

শিখি মাইতি মাহিষ্যের সহোদরা মাধবী দেবী বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ করায় হালিক কৈবর্ত্তের বৈশ্যত্ব ও মাহিষ্যত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, যদি কৈবর্ত্ত শব্দের পরিভাষা মাহিষ্য শব্দ হইত, তাহা হইলেই কাব্যাদিতে হালিক অর্থে কৈবর্ত্ত শব্দের প্রয়োগ

থাকিত না। তদুত্তরে একটু সবিস্তারে আলোচনা করিতে হইবে। কথা এই যে স্মৃতি ও পুরাণে যে দ্রব্যের যে যে পরিভাষা করা হইয়াছে, সেই সেই পরিভাষা আভিধানিক শব্দ দ্বারা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক কিনা? সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, শব্দের শক্তিগ্রহ কিরূপে হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারিলেই বিরুদ্ধবাদিগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। শব্দ, উপমান, কোষ, ও আপ্তবাক্য ব্যবহার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, এতন্মতে কোষ ও ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কোষও প্রধানতঃ ব্যবহারের উপর স্থাপিত। শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ, ইতিহাসাদিতে যে শব্দ যাহার পর্য্যায়রূপে পরিভাষিত হইয়াছে, তাহা ব্যবহারে সর্ব্বত্র অনুমোদিত না হইলে কোষে গৃহীত হয় না। ব্যাকরণের কৃৎ তদ্ধিতাদি সঙ্কেত দ্বারা কোন শব্দের কোন অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও ব্যবহার তাহা ভালরূপে পোষণ না করিলে কোষকার তাহা সেই অর্থে গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু আপ্তবাক্যরূপেই তাহা প্রমাণ হয়। স্মৃতির বিচারে ব্যবহার হইতে শাস্ত্র বলবৎ; কিন্তু কোষকারের চক্ষুতে ব্যবহারই বলবৎ। অধিকাংশ লোক যে শব্দে যে অর্থ বুঝে, তাহাকেই সেই শব্দের মুখ্যার্থ বা প্রধান অর্থ বলিয়া ধরিয়া লয়। অধিকাংশ লোকেই অজ্ঞান; কাজেই বলিতে হইবে যে, অজ্ঞবহুল লোকের গৃহীত অর্থই সেই সেই শব্দের মুখ্যার্থ সাধারণে প্রচারিত। অহং শব্দে অজ্ঞগণ চেতনাযুক্ত দেহকে বুঝে, উহাই অহং শব্দের মুখ্যার্থ। কিন্তু পণ্ডিতগণ বুদ্ধিস্থ কূট চৈতন্যকে অহং শব্দে বুঝিয়া থাকেন। জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সংখ্যা অতি অল্প, এজন্য পণ্ডিতগণের গৃহীত অর্থটী ঐ শব্দের গৌণ অর্থ। কোষকারশ্রেষ্ঠ অমর সিংহ পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যা (অর্য্যা) গর্ত্তজাত কৈবর্ত্ত জাতিকে আর্য্যজাতি বুঝিয়াই "মাহিষ্যা অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ" বলিয়া লিখিয়াছেন। অমর সিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহরি মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পাণিনী ব্যাকরণের টীকাতেও লিখিয়াছেন,—

"কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ।"

পূর্ব্বেও বিশদভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে হালিক কৈবর্ত্তজাতিই মাহিষ্যজাতি। ইহাতেও যদি প্রমাণ না হয়, তবে প্রতিবাদিগণের সম্মুখে অমরসিংহ, যাজ্ঞবল্ক্য, পরশুরাম, বৃদ্ধহারীত, গৌতম, উশনা ও বেদব্যাস স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উত্তর না দিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধহারীত, পরশুরাম, গৌতম, উশনা, যে জাতিকে 'মাহিষ্য' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, সেই জাতিকে বেদব্যাস পদ্মপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে "কৈবর্ত্ত" বলিয়াছেন যথাঃ—

১। বৈশ্যা শূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।

যাজ্ঞবল্ক্য।

২। রাজন্যাৎ বৈশ্যা শূদ্র্যোস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ তুতৌ স্মৃতৌ।

বৃদ্ধহারীত সংহিতা।

৩। ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যকন্যায়াং মাহিষ্যস্য চ সম্ভবঃ।

পরশুরাম।

৪। তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্জকণ্ঠ মাহিষ্য বৈশ্য বৈদেহান।

গৌতম সংহিতা।

৫। বৈশ্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ পুত্রো মাহিষ্যো।

ঔশনস।

৬। ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

বৃহন্মনু সংহিতা এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। নারদ সংহিতানুসারে মূল মনু লক্ষশ্লোকে শেষ হইয়াছে জানা যায়। তাহা সংক্ষিপ্ত হইয়া

দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সম্পূর্ণ হয়, পরে অষ্ট সহস্র, সর্ব্বশেষে চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক হইয়াছে; যদিও বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত মনু চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক বলিয়া পরিচিত কিন্তু উহাতেও পূর্ণ তিন সহস্র শ্লোক সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্যই ক্ষত্র-বৈশ্যাজাত সন্তানের মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত পরিচায়ক শ্লোকের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু টীকাকার কুল্লুক সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতিয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভির্যউৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং, ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং, বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান মাতুর্হীন জাতিয়ত্বদোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ নতু পিতৃ সজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ।

* * * * *

"এতেষাঞ্চনামানি মূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্য করণাখ্যানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি।"

অমরসিংহ স্মৃতি পুরাণকে উপেক্ষা করিয়া যেটী খুব ব্যবহারসিদ্ধ তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে শাস্ত্রীয় পরিভাষা সহ কোষের কোন বিরোধ হয় নাই। কোষে শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত শাস্ত্রীয় পরিভাষা গৃহীত না হইলে তাহা পচিয়া অপ্রমাণ হয় না। এই কথাটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনু বলিয়াছেন—

> নিষাদো মার্গবং সূতে দাশংনৌকর্ম্ম-জীবিনম্।
> কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥

এই মনুবচনে জালজীবী মার্গব, দাশ ও কৈবর্ত্ত এই তিনটী নাম দৃষ্ট হয়। এই তিনটী নামের মধ্যে দাশ এবং মার্গব এই দুইটী নাম মনু স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন কৈবর্ত্ত শব্দটী আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের উপর বরাত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মার্গবের দ্বিতীয় নাম দাশ, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত

বাসীরা উহাদিগকে কৈবর্ত্ত এইরূপ একটা নামেও আহ্বান করিয়া থাকে। এস্থলে মনু মার্গব শব্দকে দাশ শব্দের পর্য্যায় বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেও কোষ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মনুকেও অগ্রাহ্য করিয়া অমরসিংহ ধীবর অর্থে মার্গব শব্দটী পরিত্যাগ করিলেন এবং দাশ ও কৈবর্ত্ত মাত্র এই দুইটী শব্দকে পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রকারগণ কোন পদার্থের নানাবিধ পরিভাষা করিলেও কোষকার তাঁহার সকলগুলি গ্রহণ করেন নাই, এবং কোষকার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া শাস্ত্রীয় পরিভাষা পচিয়া যায় না বা অপ্রমাণ হয় না। ব্যাসাদি মহর্ষিগণ মাহিষ্যের কৈবর্ত্তরূপ পরিভাষান্তর গ্রহণ করিলেও অজ্ঞবহুল সাধারণ লোকে তাহা ভালরূপ সর্ব্বত্র গ্রহণ করে নাই; এই জন্য মাহিষ্যের পর্য্যায়ে অমরসিংহ কৈবর্ত্ত শব্দ লিপিবদ্ধ করেন নাই সুতরাং কোষমূলক কাব্যাদিতে মাহিষ্যার্থে কৈবর্ত্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় না; এইজন্য স্মৃতিসিদ্ধ হইলেও অমরকোষে অম্বষ্ঠ পর্য্যায়ে বৈদ্য শব্দ লিখিত হয় নাই। শাস্ত্রে ভৃজ্জকণ্ঠ ও অম্বষ্ঠ একই জাতির নাম হইলেও কোষকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। যবন ও করণ শব্দ এবং নিষাদ ও পারশব শব্দ স্মৃত্যুক্ত পর্য্যায় হইলেও অমকোষে তাহা পর্য্যায়রূপে গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে স্মৃত্যাদিতে দ্রব্য, গুণ, ধর্ম্ম ও জাতির অনেক নাম প্রসিদ্ধ আছে, কোষকারগণ তাহা একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত তত্তৎ সজ্ঞা অপ্রমাণ হয় না। বস্তুতঃ কোষের পর্য্যায় দ্বারা স্মৃতি-পুরাণোক্ত পরিভাষা বা পর্য্যায়ের পরীক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাদের বিদ্যা কেবল অমরকোষ দ্বারা সীমাবিশিষ্ট, তাঁহারা শাস্ত্রীয় পরিভাষার শক্তি না বুঝিয়া কেবল অমরকোষ প্রামাণ্যে ক্ষত্র-বৈশ্যা-জাত মাহিষ্যাপর-নামা কৈবর্ত্তকেও মনূক্ত কৈবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করেন। অমরসিংহের কোষাবলম্বী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভ্রম নিরাস করিবার জন্য মাহিষ্যজাতির একমাত্র মাহিষ্য নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

কৈবর্ত্ত বলিলে কেবল জালিক বুঝাইবে, এরূপ কথনই নহে ; 'ক' অক্ষরের কেবলমাত্র জলবাচক অর্থ করিলে চলিবে না ' জর্ম্মাণ পণ্ডিত লাসেন (Lassen) বলিয়াছেন যে,— ক অক্ষরের জল ব্যাখ্যা করিয়া ব্যুৎপত্তি দেওয়া উচিত নহে, কারণ "the use of 'Ka' in the sense of water, is very unusual in ancient Sanskrit literature" অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জল অর্থে ক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু ছান্দোগ্যাদিতে কং ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থলে সুখার্থে সুবহুল ক প্রয়োগ আছে। ক অর্থে বিষ্ণু, সুখও ধন বুঝায়। পুরাণের মতে ক শব্দে বিষ্ণু অর্থ করিলে কৈবর্ত্ত জাতিকে বিষ্ণুভক্ত বুঝা যায়। মহামাননীয় শ্রীযুক্ত এচ্ এচ্ উইলসন্ সাহেব কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The entire caste belongs to the Vaisnaba sect"...
(Religious sects of the Hindus)

বৈষ্ণব কবিগণও লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
বৈষ্ণব চিনিলে হয় গৌরপদে মতি ॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে সাধু আর সতী।
বৈষ্ণবেতে ভক্ত হয় কৈবর্ত্তের জাতি ॥"

জালিক কৈবর্ত্তগণের শতকরা ৯৪ জন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী! ইহাদিগের বাটীতে একাদশী ব্রত, হরিসংকীর্ত্তন ব্রতপূজাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক অক্ষরের সুখ ও ধন অর্থ করিলেও 'কৈবর্ত্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তির গোলযোগ হয় না। কারণ—

"ন সুখং কৃষিতোঽন্যত্র যদি ধর্ম্মেণ কর্ষতি।
অবস্ত্রত্বং নিরন্নত্বং কৃষিতোনৈব জায়তে।,,

সুখ কাহাকে বলে ?

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"

ধর্ম্মানুসারে কৃষি কর্ম্ম করিলে কৃষিকর্ম্ম হইতে অধিকতর সুখকরী বৃত্তি দুর্ল্লভ।" যিনি কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহার কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। আরও—

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

আর—কে (সুখে, বৈষয়িক অধিকরণ যেমন "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ) বর্ত্ততে কৈবর্ত্ত—ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ হইতে জানা যায় যে, কৃষিধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ শ্রীভগবানের নিজোক্তি "কৃষি-গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্" মর্ম্মানুসারে আজ পর্য্যন্ত কৃষ্যাদি বৈশ্যজনোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব কৈবর্ত্ত শব্দের কেবলমাত্র জালিক অর্থ করিলে চলিবে না। উহা শব্দার্থবোধক মাত্র, কর্ম্মস্থলে-বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। যেমন—

অবদাতঃ সিতো গৌরোঽবলক্ষো ধবলোঽর্জ্জুনঃ।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

পীতো গৌরো হরিদ্রাভঃ পলাশো হরিতো হরিৎ।

ঐ, ঐ।

এস্থলে গৌরবর্ণটী একবার শ্বেতবর্ণের পর্য্যায়ে, একবার হরিদ্রাবর্ণের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া গৌরবর্ণ বলিলেই যে শ্বেতবর্ণ হইবে

পীতবর্ণ হইবে না, এমত নহে। ভাবার্থ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।

রামায়ণ।

কলঙ্কাঙ্কৌ লাঞ্ছণঞ্চ চিহ্নং লক্ষ্ম চ লক্ষণম।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

পূর্ব্বপাদের লক্ষ্মণ শব্দটী রামকনিষ্ঠ অর্থ, পর শ্লোকের লক্ষণ শব্দটী চিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশ্বম্ভরঃ কৈটভজিদ্বিবধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

বিধুঃ সুধাংশুঃ শুভ্রাংশুরোষধীশো নিশাপতিঃ।

ঐ ঐ

পূর্ব্বের বিধু শব্দটীকে শ্রীকৃষ্ণ, পর বিধু শব্দটীকে চন্দ্র বুঝাইতেছে। বিধু বলিলেই কৃষ্ণ বুঝাইবে, চন্দ্র বুঝাইবে না—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।

সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যো হর্য্যক্ষঃ কেশরী হরিঃ।

অমরকোষ, সিংহাদিবর্গ।

শ্রবণা মাধবো বিষ্ণুরচ্যুতঃ কেশবো হরিঃ।

নক্ষত্রাভিধান।

এস্থলে পূর্ব্ব হরি শব্দটী সিংহ ও পরের হরি শব্দটী শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রবণা-নক্ষত্র বোধক হইয়াছে। এইরূপ

১। ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অথবা—

২। "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥"—মনু।

৩। "কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ।"—
যমবচন।

প্রথম শ্লোকের কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থের সহিত শেষের দুইটী শ্লোকের কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ বিভিন্ন হইবে। কারণ প্রথম শ্লোকের কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যাভার্য্যার গর্ভে জাত এবং তাহাদের মাতৃধর্ম্ম অর্থাৎ বৈশ্যক্রিয়া কৃষি গোরক্ষণাদি দ্বারা খ্যাত। আর শেষের দুইটী শ্লোকের কৈবর্ত্ত নিষাদের ঔরসে অয়োগোবীগর্ভজাত মৎস্যঘাতী বা মৎস্যব্যবসায়ী নৌকর্ম্মজীবী অন্ত্যজ অস্পর্শনীয় জাতি বলিয়া আবহমানকাল সমাজে পতিত রহিয়াছে। শব্দের সাদৃশ্যে কখন অর্থ সমান বা এক হইতে পারে না—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। শাস্ত্রে যে শব্দর যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা তদর্থপ্রকাশক হইবে। যেমন :—

"তৃষ্ণাতরঙ্গদুস্তরসংসারাম্ভোধিলঙ্ঘনে তরণিঃ।
উদয়বসুধাধরারুণমুকুটমণিঃ পাতুবস্তরণিঃ॥"

শুদ্ধিদীপিকা। ১

"ইচ্ছারূপ অতি দুস্তর তরঙ্গ সংসার সমুদ্র পার হইতে তরণি (নৌকা) উদয় পর্ব্বতের মুকুটমণি ধরণী প্রদীপ্তকারী তরণি (সূর্য্য) তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" এস্থলে ১ম পদের তরণি নৌকা অর্থ, ২য় পদের তরণি সূর্য্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। আকৃতির পার্থক্য দেখাইতেছে না সত্য, কিন্তু অর্থের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইল যে মাহিষ্য কৈবর্ত্তজাতি আর্য্য

ক্ষত্রিয়-সন্তান মাতৃধর্ম্মে বৈশ্যজাতি এবং সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য। ইহারা দ্বিজধর্ম্মী; ইহাদের বৈশ্যোচিত পক্ষাশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন; যাঁহারা বৈজিক শক্তিতে বলদৃপ্ত হইয়া বঙ্গের স্থানে স্থানে অপ্রতিহত-প্রভাবে-শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া ক্ষাত্রবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন (১) যাঁহারা এখনও প্রদেশ-বিশেষে "উচ্চতমস্তরের" (২) লোক বলিয়া গণ্য, যাঁহারা একদিন "প্রভুর ন্যায় আদেশ করিবার" পদারূঢ় থাকিয়া বঙ্গের অন্যান্য জাতিকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে ফিরাইতেন ও ঘুরাইতেন, আজ তাহারা অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত! আর তাহাদের পুরোহিতগণ সকলের নিকট অসম্মানিত !!—ইহা কেবল অধঃপতিত বঙ্গদেশেই শোভা পায় !!!

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখিতেছেন, ভারতবাসিগণ "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশো ভয়াৎ ভয়ং" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হইতে ভীষণতর দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে অসহনীয় ক্লেশ এবং ভয় হইতে মহাভয়ের অভিমুখে

(১) * * * Lastly there was the Kingdom of Tamralipta or Sumha comprising what now constitutes the District of Midnapur and Howrah. The rulers of the country seem to have been Kaibarttas.

—Page 20 of *History of Bengal quoted in the Imperial Gazetteer of India Published in 1909, vol. I-*

(২) " The clean agricultural castes"—The Chashee Kaibarttas of Bengal form an *important section* of its rural population. In the District of Midnapur they may be reckoned among the *local aristocracy*. In the other districts where they are found, their position is only next to that of the Kayasthas"

In the Tamluk and Contai sub Divisons of the Midnapur District, the Kaibarttas may be said to from the *upper layer of the local population*. A great many of them are Zamindars and holders of substantial tenures. they were a very well-to-do class recently

—*Hindu castes and sects Part XIII. PP, 279-281 by* Jogendra Nath Bhattacharjee Smarta sirormani M. A. D. L., President of the College of Pandits Nadia, Author of commentaries on Hindu Law.

দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চালিত হইতেছে। এ সময়ে আর কতদিন মিথ্যা, ভ্রান্তি হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া, প্রায় ৩০ লক্ষ নরনারী বেষ্টিত এমন একটী বিশাল সমাজের অন্তরে আঘাত প্রদান করতঃ সমাজের অঙ্গে ক্ষত বৃদ্ধি করিতে চাও? শাস্ত্র, ইতিহাস, অতীত কীর্ত্তিস্মৃতি ও প্রভুত্ব প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া সত্যের ছবি দেখাইয়া দিতেছে। সমস্ত সম্প্রদায় লইয়াই ত সমাজ-মহীরুহ শাখা প্রশাখায় বঙ্গের আকাশ ছাইয়া রাখিয়াছে? যদি তাহার কোন শাখা কর্ত্তন করা যায়, তবে সমস্ত বৃক্ষটীর কি ক্ষতি করা হয় না?

যে দিন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন রাজন্যকুলকে ও তদ্‌পুরোধা ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন, যে দিন আত্মম্ভরিতায় ও আভ্যন্তরিক হিংসা বিদ্বেষের ফলে ঘৃণার তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। সামাজিক অন্তর্বিপ্লবে বাঙ্গালী জাতির হৃদয় হইতে বিশ্বপ্রেমের সর্ব্বজনীন মহানুভবতা দূরে পলায়ন করিয়াছে—জাতীয় জীবন সমাজ-বিপ্লবের ভীম তরঙ্গাঘাতে দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। হায় আবার কবে সেই প্রাচীন আর্য্য আদর্শে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ পুনর্গঠিত হইবে—কবে আবার বাঙ্গালী হিন্দুগণ আর্য্য ঋষিকুলের পবিত্র শাস্ত্রনীতির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র পথে বিচরণ করিবে!

'সম' পূর্ব্বক 'অজ্‌' ধাতুর উত্তর ঘঞ' প্রত্যয় করিয়া সমাজ পদটী সম্পন্ন হইয়াছে। 'সম' অর্থে 'সমান' ঐক্য বা সহিত, আর অজ্‌ ধাতুর অর্থ গতি (Motion); সুতরাং 'সমাজ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতেছে—সমূহ, সংহতি, সমিতি। পশ্বাদি জাতি ভিন্ন মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ-জীববৃন্দের সংহতিকেই সমাজ বলে এবং পশুদিগের সমূহকে 'সমাজ' বলে না। উৎকৃষ্ট জীবগণের সম প্রয়োজনে বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত ভাবের নামই 'সমাজ'। সুতরাং 'সমাজ' একটি বৃহৎ শরীর।

শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়ী, ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার যন্ত্র সমষ্টি দ্বারা পরিচালিত হইয়া রক্ষিত হইতেছে, সমাজও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্র সমূহ দ্বারা পরিচালিত ও রক্ষিত। প্রত্যেক শরীর-যন্ত্রই যেমন পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের অভাবে অন্যের চলে না, সমাজ-শরীরও সেইরূপে আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইলে কোন প্রকারে চলিতে পারে না। সমাজ-শরীর-যন্ত্র সকল সেইরূপ পরস্পর অধীন। সকলেই যখন অন্যোন্যাশ্রয়ী, একের অভাবে অন্যের চলে না, তখন কোন যন্ত্রেরই "অমুক আমার—অধীন" 'আমি সকলের বড়', 'আমার অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নহে', মনে করিয়া গর্ব্বিত হইবার উপায় নাই। ভগবান এমন সুন্দররূপে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায়েরই গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞান ধর্ম্ম গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"তপন যাঁহার মহতী সভার ক্ষুদ্রবিন্দু জ্যোতিষ্মান্।
তার মাঝে বড় দেখ আপনারে, অহো তুমি কি অজ্ঞান।"

শ্রীভগবানের সৃষ্টি রাজ্যে সর্ব্বতেজের আধার প্রদীপ্ত প্রকাণ্ড সূর্য্যপিণ্ড সামান্য ক্ষুদ্রবিন্দু মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যখন সামান্য ভৃত্য হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ, তখন নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে গর্ব্ব আসিবে কেন? এই গর্ব্বের জন্যই বিশ্বজনীন প্রেম বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরশ্রীকাতর ও দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া 'সভ্য' সমাজের মহাত্মাগণ আত্মহত্যা করিতেছেন।

যে জাতি আর্য্য মাতাপিতার সন্তান তাঁহাদের ধমনীতে যে পবিত্র আর্য্য শোণিত এখনও প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আর স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। মাহিষ্যজাতির মাতা ও পিতা উভয়ই দ্বিজাতি ও আর্য্য; সুতরাং তাঁহাদের সন্তানও দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী ও

আর্য্য এবং সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য। দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণ কখনই পতিত হইতে পারেন না। যজন যাজন ইত্যাদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া যাজ্যজাতির যাজন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

আর্য্যত্ব লইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আর অভিমান করা চলে না! আর্য্যগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে যে রূপে অনার্য্য জাতির সহিত শোণিত-সংস্রবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও ধমনীতে পবিত্র আর্য্য শোণিতের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারু যে দিন অনার্য্যরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, দাশরাজকন্তার গর্ভে যে দিন আর্য্যশ্রেষ্ঠ পরাশর ঋষির ঔরসে ব্রাহ্মণকুল-গৌরব ব্যাসদেবের আবির্ভাব হইয়াছে সেইদিন—শুধু সেইদিন কেন? তাহারও পূর্ব্ব—হইতে আর্য্য অনার্য্য শোণিত সংস্রব ঘটিয়াছে। এইরূপ বহু প্রমাণ আমাদের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই সমস্ত যদিও বহু প্রাচীন কালের কথা, কিন্তু তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় যে দিন ভারতবর্ষ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল, সে দিন কি আর্য্য অনার্য্য মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই? ভগবান শঙ্করাচার্য্য সেবার পতিত হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়াছেন—আর্য্য অনার্য্যের শোণিত সংস্রব বন্ধ করিয়া অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে আর্য্যত্বের কূলে টানিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও অন্ধ সমাজের চৈতন্য হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে আবার আর্য্যাভিমানী প্রবল বঙ্গভূপাল বল্লাল সেনের সময়ে কৌলিন্য প্রথার বিষে হিন্দুজাতির পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজকে জর্জ্জরিত করিবার সূচনা হয়। "বহু বিবাহ" রূপ মহানিষ্টকর কু-প্রথার দাবাগ্নিতে রাঢ়ীয় ঠাকুর সমাজের আর্য্যত্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে থাকে!! বহু বিবাহের ফলে আর্য্য শোণিতের বিশুদ্ধতা কিরূপে রক্ষা পাইয়াছে তাহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞগণ অবগত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ৩৬ মেলের জঘন্য

অশ্রাব্য কাহিনী তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেবীবর ঘটক বড় গৌরবান্বিত আর্য্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজেই উপলব্ধি হয়। শেষে ৩৬ মেলের দুই চারিটীর বৃত্তান্ত পাঠকগণকে প্রদান করিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বর্ণযাজী কে?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশেষ রূপেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কেবল মাত্র বল্লাল-অত্যাচারেই গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মুহ্যমান হইয়াছিলেন; কারণ রাজশক্তির কৃপায় কত নীচ জাতি উন্নত হইয়াছে, কত উচ্চ জাতিকে নিম্নস্তরে নামিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর সম্পূর্ণ বল্লালী প্রথায় সমাজ চলিতেছে না। বল্লালের পর লক্ষ্মণ সেনও সমাজ-সংস্করণে হস্তক্ষেপ করিয়া পিতৃ প্রচলিত প্রথার আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পরেও বৈদ্য বংশের শেষ বংশধর দনৌজ মাধব কুলীন সমাজের মেলের সমীকরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যেরূপ ইংরাজরাজ ক্রমে ক্রমে ভারতের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন 'কে বড়, কে ছোট' তাহার নির্ণয় করিতেছেন মুসলমান নবাবী আমলেও সেইরূপ হিন্দুদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার মীমাংসার জন্য এক একটী জাতিমালা কাছারী থাকিত। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"দত্তখাস মহাশয় এইরূপ জাতিমালা কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন, সুতরাং তৎকালে হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার অনেকটা প্রভুত্ব চলিত। প্রধান প্রধান রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ এই দত্ত খাসের সভায়

উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলবিচার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, এই দত্তখাস সভায় ৫৭ম সমীকরণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দ মিশ্রও উক্ত সমীকরণ করিবার কালে দত্তখাসের সভায় ঘটকগণ কর্ত্তৃক কুল বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন।”

রাঢ়ীয় ঠাকুর সমাজের কুলপ্রথার সংস্করণের এই শেষ ব্যবস্থা।

ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরাজরাজের সুবিচারে ন্যায়দৃষ্টিতে গৌড়াস্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গত সেন্সাসে “বর্ণবিপ্রের” আখ্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। সুযোগ্য সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহামতি ওমালি (L. S. S. O'mally Esqr, I C. S.) সাহেব বাহাদুর গভীর গবেষণার পর চাষীকৈবর্ত্ত জাতিকে ‘মাহিষ্য’ আখ্যায় এবং তৎপুরোধা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কেবলমাত্র “ব্রাহ্মণ” আখ্যায় পরিচিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের দরখাস্ত পত্র ও মৎপ্রণীত “ব্রাহ্মণ-বিচারে ভ্রান্তি-বিজয়” সাদরে গ্রহণ করিয়া সাহেব বাহাদুর তল্লিখিত অকাট্য যুক্তি অনুসারে ১৯১০ খ্রীঃ ৩রা জানুয়ারি তারিখে বঙ্গের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় তাঁহার হুকুম জারি করিলেন। এমন কি, সত্যের খাতিরে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সাহেব বাহাদুর ‘বঙ্গের শোভা’ রাঢ়ীয় ঠাকুরগণকে বর্ত্তমানে বহু শূদ্রযাজী দেখিয়া, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে পতিত নিকৃষ্ট বর্ণযাজী ব্রাহ্মণকেও গত সেন্সাসে “বর্ণ বিপ্র” বলিয়া অভিহিত করেন নাই। বহু ভাগ্য ফলেই ইংরাজরাজ ভারতের ভাগ্য বিধাতা হইয়াছেন। জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের অপক্ষপাত বিচার গুণেই তাঁহাদের রাজ্যভিত্তি চিরদিন আমূল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ইংরাজ রাজের কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী শাসন সৌকার্য্যার্থে কোন অন্যায়

কর্ম্ম দ্বারা কাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে, এরূপ সুনিয়ম, ভূতপূর্ব্ব অন্য কোন রাজার শাসনবিধি ছিল, ইহা শুনা যায় নাই। এই সুনীতির জন্য তাঁহারা কোটী কোটী প্রজার প্রীতি-আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নরেন্দ্র বাবুর স্বাক্ষরিত দরখাস্তের ও ওমালি সাহেব বাহাদুরের হুকুমের অবিকল নকল পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল।

একক্ষণে অবিচারে রামকে বড়, শ্যামকে ছোট করিবার দিন নাই। মহামহিমান্বিত ইংরাজ রাজের শাসন সুশৃঙ্খলায় সর্ব্বত্রই শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুর জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিতেছে। বল্লালী আমলে রাজশক্তি একদেশদর্শী হইয়া সমাজশক্তিকে বলবতী করিয়াছিল। যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী বল্লালের অসন্তোষ—উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই নিম্নস্তরে নামিতে হইয়াছে। এমন কি, ডোমনীকে উপপত্নী রাখিলে পুত্র লক্ষ্মণ সেন বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ভিন্নসমাজ করিয়াছিলেন। এখনও বৈদ্যগণের মধ্যে বল্লাল পক্ষীয় ও লক্ষ্মণপক্ষীয় দুই থাক বিদ্যমান আছে।

কেবলমাত্র বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিকেব পাতিত্য বল্লাল সেনের খাম খেয়ালের আর এক নিদর্শন। যদি সুবর্ণ বণিক যথার্থই পতিত হইত তাহা হইলে বঙ্গদেশের বাহিরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁহারা পতিত থাকিতেন।* বল্লাল বিকার গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সুবর্ণ বণিক আর কৈবর্ত্ত কুলপতি।
রাজার অধর্ম্মে সব রহিলেক মাতি॥"

আনন্দ ভট্ট অতি স্বাধীনভাবে বল্লালের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বল্লাল সুবর্ণবণিক ও সুবর্ণবণিকযাজী বৈদিক ব্রাহ্মণের কৈবর্ত্তজাতি ও কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণের প্রতি নানা গুপ্ত কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া যথাক্রমে

পতিত ও পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রচার করেন। এই জাতক্রোধের কারণ কি ?

যখন বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনে পিতা পুত্রে ঘোর বিরোধ বাধিল, ধন কুবের বল্লভ আঢ্য লক্ষ্মণ সেনের দিকে দাঁড়াইলেন। ইনি সে কালের জগৎ শেঠ এবং সুবর্ণবণিক জাতীয় ছিলেন। ইহাঁরই নামে সুবর্ণগ্রাম হয় ; ইহাঁরই বংশে পরম ভাগবত উদ্ধারণ দত্তের জন্ম। উদ্ধারণ আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সমাজে প্রভু বলিয়া পূজিত। খড়দহবাসী গোস্বামীদের পূর্ব্বপুরুষ নিত্যানন্দ প্রভু এই উদ্ধারণ দত্তের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কোন যুদ্ধ উপলক্ষে টাকার প্রয়োজন হইলে বল্লাল সেন বল্লভ আঢ্যের নিকট টাকা চাহিয়া না পাওয়ায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। পরে বল্লাল একটা মহাযজ্ঞ উপলক্ষে নিজের বেতনভুক্ ব্রাহ্মণঠাকুরদের দ্বারা ইচ্ছামত ব্যবস্থা লেখাইয়া লইলেন এবং অকারণে সুবর্ণবণিক জাতিকে পতিত বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণবণিকদিগের ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করায় রাজা বল্লাল সেন তাঁহাদের কৌলিন্য মর্য্যাদা রহিত করেন।

"বৈদিকা ব্রাহ্মণা আসন্ বণিজাং পক্ষপাতিনঃ।
ততস্তান্ সদসি ক্রোধান্নাজুহাব মহীপতিঃ ॥
ন কাঞ্চনভিহারংতে রাজ দত্তং তপোধনাঃ।
ব্রহ্মণাঃ ব্রহ্মবিদ্বাংসো বৈদিকা ইতি কেচন ॥

ইতি বৈদিকানাং কৌলিন্যাদি রাহিত্য কথনং।
আনন্দ ভট্ট কৃত বল্লাল চরিতম্ ১২ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমানে রাজশক্তি ও সমাজশক্তি একত্র বদ্ধ নাই. তজ্জন্যই সুবিচারের আশা আছে। বিচারকের জিদে কোন জাতি নিম্নস্তরে নামিবে না। রাজশক্তি ও সমাজশক্তির মিলনের ফল কিরূপ হইয়াছিল, নুলোপঞ্চানন তাঁহার কারিকায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যথাঃ—

"সমাজের শক্তি দেখ রাজশক্তি-মাথে (মস্তকে)।
অতি উচ্চ নাহি চলে প্রভুশক্তি সাথে ॥
শাস্ত্রের বিশেষ যুক্তি নাহি চায়।
সমাজ-শক্তি দেখ কে প্রবলা ধরায় ॥
বর্ণযাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট।
শূদ্রের পিণ্ডভোজী, পাতকী নিকৃষ্ট ॥
পুরোধা যজ্ঞ-যাজী, পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্যমাত্র কয় ॥
শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প মৃতের স্বর্গোদ্দেশ্যেদান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান ॥
শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রিত কুশময় দ্বিজ।
পিণ্ড-পাত্রান্ন-ভোক্তা দৌহিত্র গো বা অজ ॥
বর্ণ-যাজী পুরোহিত ব্যাস সাতশতী।
একজাতি পুরোধা নহে ব্যাসের জ্ঞাতি!
ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ ॥"

সম্বন্ধনির্ণয়—পরিশিষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ ও নবশায়কের পুরোহিত রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ তাঁহাদের যজমানের শ্রাদ্ধের পাত্রান্নভোজী হইয়া সমাজে সচল রহিয়াছেন। এক সময়ে খানার আঘ্রাণে বা সামান্য অপবাদে "পিরালী" ঠাকুরগণ সমাজচ্যুত হইয়াছেন. এক্ষণে উইলসনের হোটেলে সাহেবের পরিত্যক্ত "ডিসে" উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়াও 'জাতি' যায় না। উচ্চ সমাজের ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে পঞ্চযজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে, তর্পণ, অতিথিসেবা প্রভৃতি আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগৃহে অনুষ্ঠিত হয় না এমন পাপই নাই। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণের চিত্ত বিলাসের লীলাভূমি হইয়াছে। সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী এয়োতী রক্ষার হাতের লালসূত্র মাত্র দেখাইয়া নবদ্বীপের

রাজরাণীকে একদিন অপদস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগৃহে স্ত্রীগণ নর্ত্তকীর ন্যায় সাজসজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন। উচ্চ সমাজের ব্রাহ্মণঠাকুরগণ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী পান-ভোজন পরায়ণ, কতক প্রকাশ্যে কতক সঙ্গোপনে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, সমাজ বিরুদ্ধ কোন্ অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতেছেন? বেশভূষায় ব্রাহ্মণত্বের কোন চিহ্ন নাই। কথায় বার্ত্তায় আর সেই বৈরাগ্যসূচক যুক্তি শ্রুত হয় না।

"বিদ্যাগর্ব্বী মহামূর্খ মানব পিশাচ
সমাজের শীর্ষস্থান করি অধিকার,
করিতেছে নরকের রাজত্ব প্রচার"

ব্রাহ্মণ হীন হইয়াছে! যত বড় ছিল তত ছোট হইয়াছে তিনি কি কখনও তাহা মনে করেন? উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজের সন্তানগণ পাচক সাজিয়াছেন, হোটেল খুলিয়াছেন, গোলামী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা সমাজে উচ্চ আসনের দাবি করিতেছেন, ইহাই কাল মাহাত্ম্য!

কুলোপঞ্চানন নানাজাতির দান গ্রহণকারী অগ্রদানীকে বর্ণযাজী বলিয়াছেন,—

"বর্ণযাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট।"

আবার একজাতি পুরোধা ব্যাসব্রাহ্মণকেও বর্ণযাজী বলিয়াছেন :—

"বর্ণযাজী পুরোহিত ব্যাস সাতশতী
এক জাতি পুরোধা, নহে ব্যাসের জ্ঞাতি"

এই কথার সামঞ্জস্য কে করিবে? যিনি কারিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তিনিই জানেন—অন্যের অসম্ভব।

কুলোপঞ্চানন ব্যাসকে "বর্ণযাজী" বলিয়া সমাজে তাঁহাদের অসম্মানের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহারা কেবল মাত্র বেদজ্ঞানহীন যথা :—

"ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

দেবীবরের সময়ে বর্ণ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। হরিমিশ্রকৃত বর্ণ-ব্রাহ্মণাধ্যায় পাঠ করিলে কাহারা বর্ণব্রাহ্মণ তাহা স্থির করিতে পারা যাইবে যথা :—

"কিছু পর দেবীবর করিয়া মনন।
পশ্চিম রাঢ়েতে গতি করিল তখন॥
পথি মধ্যে দেখে কিছু উপবীতধারী।
লাঙ্গল চালায় তারা হয়ে কৃষিকারী॥
ঘটক পুছিল নাম, কিবা গাঞি ধর।
আহিতাদি ঊনবিংশ করিল উচ্চার॥
দেবী বলে আমি হই বাঙ্গাল কুলাচার্য্য।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি বিবাহের কার্য্য॥
তাহাতে কহিল মাত্র সগোত্র ছাড়িয়া।
বিবাহ ব্যবহার হয় ব্রাহ্মণে দেখিয়া॥
এই কথা দেবীবর শুনিল যখন।
একেবারে করে সেই দেশ বিসর্জ্জন॥
তাহারা হইল শেষে দেবীবর ছাঁটা।
যেমন দেবতা হন বিরূপাক্ষ ফাটা॥
তাহাদেরি কিয়দংশ হইল দেবল।
বেতনেতে দেবপূজা করয়ে কেবল॥
অপরাংশ মধ্যে তার হইল বড় গোল।
মানের ক্ষুন্নতা দেখি ফিরাইল ভোল॥
কিছু কিছু হইল তার বর্ণ-পুরোহিত।
কিয়দংশ অগ্রদানে হইল পতিত॥

কিছু তার অংশ মধ্যে ভাটে মিশাইল।
এই মত সূত্র ক্রমে বঙ্গে আগে গেল॥
আদিবংশ পরিচয়ে চেনা কিছু ভার।
বংশ ব্যবসায় দেখে করহ বিচার॥
দেবীবর-কৃত এই মহাকার্য্য হৈল।
গুণময় পদার্থের বিচার করিল॥"

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ৩৯৭ পৃষ্ঠা।

পাঠক মহাশয়! বর্ণধাজী ব্রাহ্মণ কাহারা বুঝিতে পারিলেন কি?

উপরের কারিকার মর্ম্ম এই যে, গাঞিপ্রাপ্ত রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কতকাংশ দেবল, বর্ণ পুরোহিত ও অগ্রদানী হইয়াছেন। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ গাঞিপ্রাপ্ত নবাগত ব্রাহ্মণ নহেন এবং তাঁহাদের কেহই জালিয়া, তিওর বাগ্দী প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির যাজকতাও করেন নাই।

মুলোপঞ্চানন কায়স্থ-নবশায়কের দান গ্রহণেরও নিন্দা করিয়াছেন, যথা—

* * * *

কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ-অধিকারী।
শূদ্রের পাক-শব্দে, আম্যপকাদি ধরি॥ ১৫
শূদ্রদত্ত আম বস্তু, পক্ক বলে গণ্য।
শূদ্রের পক্ক অন্ন, সে উচ্ছিষ্টে প্রামাণ্য॥ ১৬
অযাচিতে অমৃত, শাস্ত্রে আছে উক্তি।
শূদ্রে অপ্রার্থিতে আমে, নহে অসদ্‌যুক্তি॥
শূদ্রের যজ্ঞ-শব্দে, তান্ত্রিকী দেব-সেবা।
অগ্ন্যাধান পুরোহিতে, বৃষোৎসর্গে পাবা॥ ১৮
শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে, নমো নমো মন্ত্র।
পুরোধা উচ্চারে সূক্ত, শূদ্র অস্বতন্ত্র॥ ১৯

এইরূপ ব্রাত্যমাত্রে, পিণ্ডে আম অন্ন।
পিতৃ-মাতৃ-দোষে ভ্রষ্ট, হয়োনাকো খিন্ন ॥ ২০
শূদ্রান্ন শূদ্রগৃহে, বিপ্রে শোণিত তুল্য।
দ্বিজভক্ত সচ্ছূদ্রে, একথা প্রাতিকূল্য ॥ ২১

*　　*　　*　　*

সঙ্কটে, আতিথ্যে, শূদ্রদত্ত দ্রব্য অঘৃণ্য।
সচ্ছূদ্রে তদমান্নে বিপ্র নহে অধন্য ॥ ৩৭
এই সব ছল করে অজ্ঞ বিপ্রবরে।
খাইল শূদ্রের পক্ক অন্ন নিরন্তরে ॥ ৩৮
ইহা দেখি সাধুগণ, করে কাণাকাণি।
ক্রমে পরস্পর সব দোষ জানাজানি ॥ ৩৯
দোষী কার্য্যপ্রসঙ্গে, সমাজেতে ঠেকা।
পতিত, স্থগিত, ক্রিয়াহীন থাকে একা ॥ ৪০
কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নামের গৌরবে।
দেশ দেশান্তরে বিভা করে নিরুপদ্রবে ॥ ৪১
যখন বিপক্ষ জানিল সমুদয় তথ্য।
কুটুম্বের কুৎসা করে অশেষ অকথ্য ॥ ৪২
সৎক্রিয়ায় দলে বলে, ক্রমে হল পুষ্ট।
চক্রীর চক্র ভাঙ্গে কোথা যে থাকে দুষ্ট ॥ ৪৩

*　　*　　*　　*

সমাজ-গতি মন্দ হল ব্যবহার দোষে।
দুষ্ক্রিয়ায় আর কেহ কারে নাহি রোষে ॥ ৪৭

সম্বন্ধ-নির্ণয়—পরিশিষ্ট ৩৪ পৃষ্ঠা।

নানা শূদ্রের দান-গ্রহণকারী অগ্রদানী যদি বর্ণযাজী আখ্যা পা তাহা হইলে নানা শূদ্রের পুরোধা "বর্ণযাজী" আখ্যা হইতে কিরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন? যদি বলেন একবর্ণযাজী ব্রাহ্মণকেই

বর্ণযাজী ব্রাহ্মণ বলে তাহা হইলে একমাত্র ক্ষত্রিয়যাজী সারস্বত ব্রাহ্মণও কি বর্ণযাজী ? এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিয়া দিবে ?

পাঠক মহাশয় ! উল্লিখিত কারিকা মনোযোগের সহিত পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন যে, বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে বহু শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়া পবিত্র দুগ্ধে গোমূত্রস্পর্শের ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত কারিকায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—এই সকল দুষ্ক্রিয়ার জন্য আর কেহ কাহারও প্রতি রুষ্ট হন নাই। বস্তুতঃ সকলেই যখন একে একে নিন্দিত কর্ম্মে ব্রতী হইলেন তখন কাজে কাজেই পাপীর দলে একজন সাধুর আদর থাকিতেই পারেনা ; অতএব নিন্দিতকর্ম্মকারী অর্থাৎ বহু শূদ্রযাজী রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ ভাল, আর বৈশ্যধর্ম্মী মাহিষ্যযাজী—গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মন্দ ! এই ত কালের মাহাত্ম্য !!

স্বেচ্ছাচারী বল্লালের অত্যাচারে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রপীড়িত হইলেও লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় মহাকবি হলায়ুধ মিশ্র ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হলায়ুধ মিশ্র লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গদাধর ভট্টের কুলজীতে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হলায়ুধরূপ মহারত্নকে তিনি লইতে সাহস করেন নাই। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের কারিকাই তাহার প্রমাণ। মদীয় পূর্ব্বপুরুষ গোয়ীচন্দ্রকেও রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ কাড়িয়া লইতেছেন—যে গোয়ীচন্দ্র-বংশ দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কৌস্তভমণি, যে গোয়ীচন্দ্রবংশের সম্মান, এই ব্রাহ্মণ-সমাজে অপ্রতিহত, যাঁহাদের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে, পাণ্ডিত্যে দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজ অলঙ্কৃত আজ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মহামহোপাধ্যায় গোয়ীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কল্পনায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণ হইতে চলিলেন—ইহা অপেক্ষা

আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে? আশ্চর্য্য না হইতে পারিবে কেন? বল্লাল সেন যদি কায়স্থ হইতে পারেন, তবে গোয়ীচন্দ্রও রাঢ়ীয় ঠাকুর হইবেন না কেন? আবার বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু গোয়ীচন্দ্রকে মধ্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন! আরও আশ্চর্য্য!!

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই ব্রাহ্মণসম্প্রদায়কে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। কতিপয় বৎসর গত হইল, কলিকাতা—জানবাজারে মাহিষ্য-রমণীরত্ন পুণ্যশ্লোকা ৺রাণী রাসমণির বাটীতে রাঢ়ীয় ও গরিফা কাটাল-পাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণগণ উক্ত রাণীজীর পুরোধাগণের সহিত একযোগে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। বেশীদিনের কথা নহে মহিষাদলের রাজবাটীতে হাওড়া খোশালপুরের ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ ও তৎপুত্র ৺রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন সভাপণ্ডিতপদে বর্ত্ত-মান ছিলেন। হাওড়া-বাজেপ্রতাপের ৺রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়ও গড়ভবানীপুরের রাজবাটীতে সভাপণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ অনেক দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে পূজিত হইয়াছিলেন। হে স্বশ্রেণীর ভূদেবগণ! আপনারা, আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। যে যে ভাবেই আপনা-দিগের প্রতি ব্যবহার করুন, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজ নিজ পুত্রগণকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করুন যে শিক্ষার বলে তাঁহারা যেন সমাজে কর্ণের ন্যায় সগর্ব্বে বলিতে পারেন—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষং।"

পুরুষকার অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিলে সম্মান, সুখ, ধন, ধর্ম্ম সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥"
